বাংলাপিডিএফ.নেট

কিশোর ক্লাসিক

চার্লস ডিকেন্স

ব্লিক হাউজ

রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন

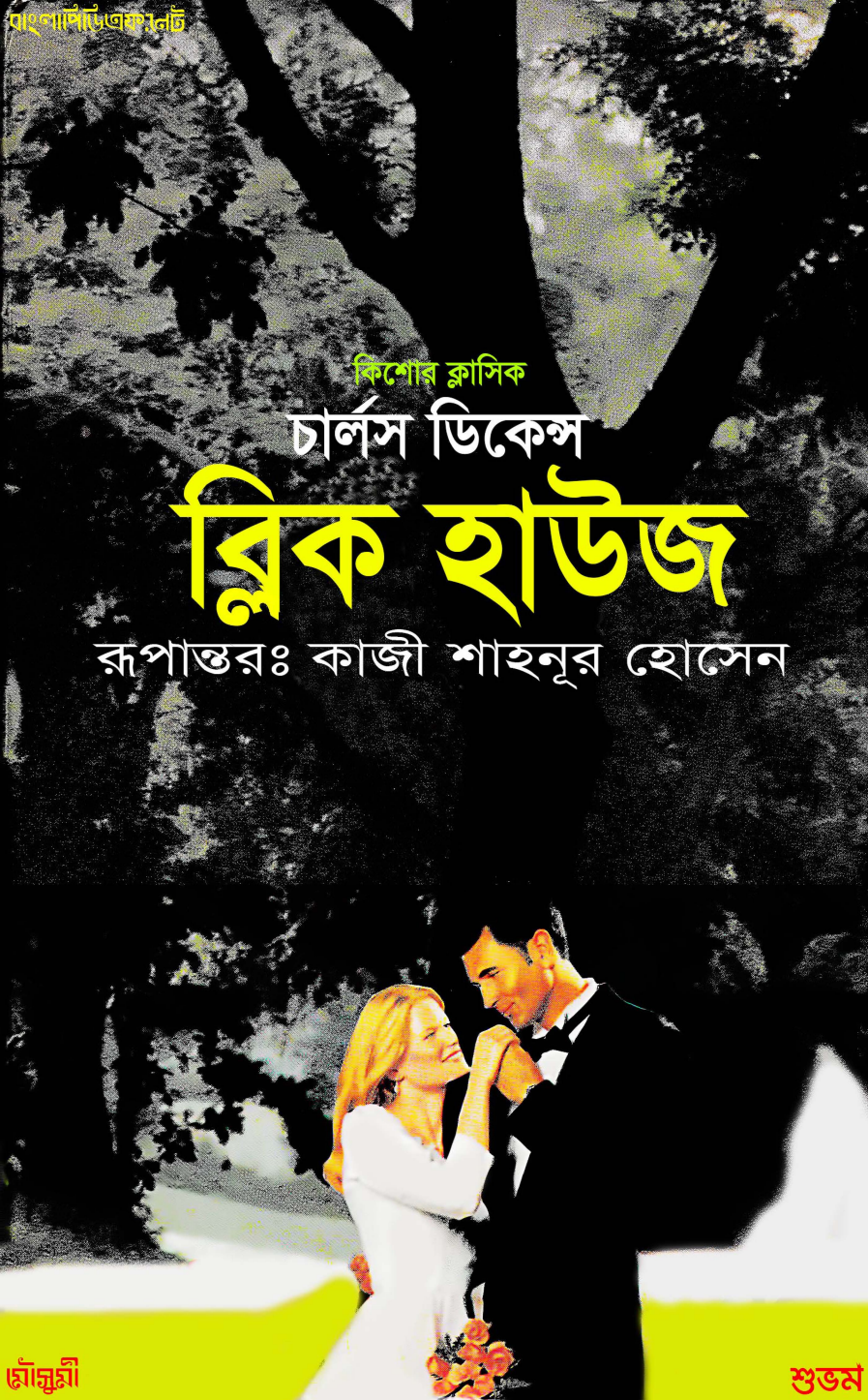

মৌসুমী

শুভম

বাংলাপিডিএফ.নেট

কিশোর ক্লাসিক

চার্লস ডিকেন্সের

ব্লিক হাউজ

রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন

জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস কেস বহু বছর ধরে ঝুলে রয়েছে আদালতে। এই মামলার অন্যতম দাবিদার যুবক রিচার্ড কারস্টোন। তার আশা, একদিন মামলা জিতে বিপুল টাকার মালিক হবে। অ্যাডা নামে সুন্দরী এক মেয়েকে ভালবাসে সে। কিন্তু আদালতের চক্করে পড়ে ত্রাহি আবস্থা বেচারার। ওদিকে, অ্যাডার প্রিয় বান্ধবী, মিষ্টি মেয়ে এসথার যাকে মনে মনে ভালবেসেছে, তাকে কি কোনদিন আপনার করে পাবে সে? ওর জীবনে এত বড় আঘাত আসবে ঘুণাক্ষরেও কি জানত মেয়েটি? স্বপ্ন যখন ভেঙে খানখান তখন কে এসে পাশে দাঁড়াল ওর?

শুভম
প্রকাশনী

চার্লস ডিকেন্স-এর

ব্লিক হাউজ

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

প্রজাপতি প্রকাশন

SUVOM

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব: অনুবাদকের
প্রথম প্রকাশ
১৯৯৯
প্রচ্ছদ
টিপু কিবরিয়া
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১ ৪১৮৪
E-mail : sebaprok@citechco.net
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

BLEAK HOUSE
By: Charles Dickens
Trans By: Qazi Shahnoor Husain
ISBN 984-462- 691-9
মূল্য ॥ বিয়াল্লিশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

ব্লিক হাউজ

ব্লিক হাউজ

চার্লস ডিকেন্স/কাজী শাহনূর হোসেন

কৃতজ্ঞতা

MOUSUMI

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

WEBSITE:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

HTTPS://WWW.FB.COM/GROUPS/BANGLAPDF.NET/

কিশোরদের জন্য লেখকের আরও কটি বই

প্রফেসর মাসুদ রানা, বাংলার রূপকথা, রূপকথার রাজকন্যা, কোরানের কাহিনী, নাসিরুদ্দীন হোজ্জা, সাড়ে চারশো কৌতুক, আরও সাড়ে চারশো কৌতুক, মাকড়সার জাল, সবুজ মানব, কৌতুক রঙ্গ, বন্ধ কারখানার রহস্য, রূপকথার রংধনু, ডাইনীর প্রাসাদে, কনটিকি অভিযান, ছোটদের জন্যে অবাক করা নানা রকম মজার তথ্য।

নীল-ছোটমামার অ্যাডভেঞ্চার

মরা মানুষের শহর, অশুভ পিরামিড, গুহামানবের কবলে, সাগরপিশাচ, মৃত্যু-রোবট, মহাকাশে বন্দী, অন্ধকূপের রহস্য, আঁধারের আততায়ী, কয়লাখনির আতঙ্ক, জলাভূমির ভয়ঙ্কর, পাতাল বিভীষিকা, কুয়াশার অন্তরালে।

লেখকের কয়েকটি অনুবাদ

শেক্সপীয়ার: নাটক থেকে গল্প
শেক্সপীয়ার: নাটক থেকে আরও গল্প
দ্য স্কারলেট পিম্পারনেল/ব্যারোনেস ওর্কজি
জেন আয়ার/শার্লট ব্রন্টি
লিটল উইমেন/লুইজা মে অ্যালকট
প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস/জেন অস্টেন
ভ্যানিটি ফেয়ার/উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে
বোতল শয়তান ও সাইলাস মারনার/
রবার্ট লুই স্টিভেনসন ও জর্জ ইলিয়ট
লস্ট হরাইজন/জেমস হিলটন
গুড আর্থ/পার্ল এস. বাক
ক্যাপ্টেন ব্লাড/রাফায়েল সাবাতিনি
লর্না ডুন/আর.ডি. ব্ল্যাকমোর
দ্য লাস্ট অভ দ্য মোহিকান্স/জেমস ফেনিমোর কুপার
অভিশপ্ত হীরা/উইকি কলিন্স
আমিও পারি/অ্যালান মার্শাল
দ্য রিটার্ন অভ দ্য নেটিভ/টমাস হার্ডি
মাই কাজিন র‍্যাচেল/ড্যাফনে দু মরিয়ে
ওল্ড র‍্যামন/জ্যাক শেফার
নিঝুম দ্বীপে একা, মান্তা ডায়াবলো/স্কট ও' ডেল
আ কানেক্টিকাট ইয়াংকী ইন কিং আর্থার্স কোর্ট/মার্ক টোয়েন
স্বপ্নের পৃথিবী/নেভিল শ্যুট
প্রেশাস বেইন/মেরী ওয়েব
নিকোলাস নিকলবি, দ্য পিকউইক পেপার্স, আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেন্ড/চার্লস ডিকেন্স
দ্য পার্ল, অভ মাইস অ্যান্ড মেন/জন স্টেইনবেক

ওয়েস্টার্ন

প্রতিযোগী, মুক্তপুরুষ, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু, একশো রাইফেল।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

নভেম্বর মাসের লন্ডন, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। রাস্তায়-ঘাটে কাদা। কুকুরগুলো তাতে একরকম হাবুডুবু খাচ্ছে। ছিটকে ওঠা কাদা-পানিতে ক্যারিজ টানা ঘোড়ার দলের প্রায় কানা হওয়ার জোগাড়।

সে সঙ্গে বেজায় কুয়াশাও পড়েছে। চারদিকে জমেছে ঘন হয়ে। নদীর উজান-ভাটি দু'দিকেই দানা বাঁধছে সমান তালে। নদীর বুকে নৌকাগুলো এবং তাদের মাঝিরা আবছা হয়ে এসেছে। ঘন কুয়াশা ভেদ করে ম্লান, হলদেটে আলো ছড়াচ্ছে স্ট্রীট ল্যাম্প।

লন্ডনের রাস্তা-ঘাট হাড়কাঁপানো শীত, কুয়াশা আর কাদার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। লন্ডনের প্রাণকেন্দ্র লিঙ্কন'স ইনের কাছে কুয়াশা যেমনি ঘন, কাদা তেমনি পুরু। দ্য লর্ড হাই চ্যান্সেলর ওখানে তাঁর হাই কোর্ট অভ চ্যান্সেরিতে বসে রয়েছেন।

খানিকটা কাদা আর কুয়াশাও কিন্তু কোর্টরুমের ভেতর কিভাবে কিভাবে যেন ঢুকে পড়েছে। হাই কোর্ট অভ চ্যান্সেরিতে উপস্থিত মানুষগুলোর মনের মধ্যেও বুঝিবা কাদা আর কুয়াশার অল্প-বিস্তর স্পর্শ লেগেছে।

চ্যান্সেরি বহু মানুষকে সর্বস্বান্ত করেছে, এবং পাগল বানিয়ে ছেড়েছে আরও অনেককে। নামী-দামী অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে, পথে বসেছে এর পাল্লায় পড়ে। লন্ডনের রাস্তা সেদিন কুয়াশার দাপটে অন্ধকারাচ্ছন্ন তো বটেই, কিন্তু তার চাইতেও বেশি আঁধার জমেছে যেন কোর্ট অভ চ্যান্সেরির ভেতর।

জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিসের কেস আজ উঠেছে কোর্টে। এই কেস এ যাবৎ অপকার ছাড়া কারও কোন উপকার করেছে বলে শোনা যায়নি। বাদী-বিবাদী দু'পক্ষের উকিলরা অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছেন। মামলা চলার ফাঁকে গোটা একটা পরিবার জন্মে আবার পটলও তুলেছে। কিন্তু আজও জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস মামলার কোন সুরাহা হয়নি।

সেদিনের কুয়াশাচ্ছন্ন বিকেলেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল না। নিজের উঁচু আসনে সামান্য নড়েচড়ে বসলেন লর্ড চ্যান্সেলর।

দু'সপ্তার জন্যে মামলা মুলতবী ঘোষণা করলেন তিনি। উঠে দাঁড়ালেন লর্ড চ্যান্সেলর, তাঁর দেখাদেখি গোটা কোর্ট দাঁড়িয়ে গেল। তবে লর্ডের আরও কিছু বলার আছে। হাতে ধরা একখানা কাগজে চোখ রাখলেন তিনি।

'অ্যাডা ক্লেয়ার এবং রিচার্ড কারস্টোন জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস কেসের দাবিদার। আমি তাদেরকে ওয়ার্ড অভ কোর্ট করে দিচ্ছি। জন জার্নডিসের সাথে ব্লিক হাউজে থাকবে তারা। আমি যদ্দূর জানি, ভদ্রলোক তাদের কাজিন। আমি এ দু'জনকে আমার প্রাইভেট রুমে দেখা করতে অনুরোধ

করছি।'

লর্ড চ্যান্সেলর আইনজীবীদের পেছনে নিয়ে কোর্ট ত্যাগ করলেন। ছোট-খাটো এক বৃদ্ধা বসে ছিলেন সামনের সারিতে, সবার শেষে কোর্ট ছাড়লেন তিনি। এবার আলো নিভিয়ে দেয়া হলো, বন্ধ হলো দরজা।

ও দরজা আর কোনদিন না খুললে কত মানুষ যে বেঁচে যেত! জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিসের মামলার টানে হাই কোর্ট অভ চ্যান্সেরিতে না এলে রিচার্ড কারস্টোন আর অ্যাডা ক্লেয়ারেরও উপকারই হত।

ওরা দু'জন এখন চ্যান্সেলরের প্রাইভেট রুমে, ধোঁয়াটে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে গা গরম করার চেষ্টা চালাচ্ছে। শান্ত-শিষ্ট এক মেয়ে, মসৃণ-কালো চুল, অ্যাডার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো। ওর নাম এসথার সামারসন। এসথার ওয়ার্ড অভ কোর্ট নয়, কিন্তু জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস কেস তার জীবনেও কালো ছায়া ফেলতে যাচ্ছে। লর্ড চ্যান্সেলর কামরায় প্রবেশ করলে তিন যুবক-যুবতী মুখ তুলে চাইল।

'মিস ক্লেয়ার?' লর্ড চ্যান্সেলর কেরানীর উদ্দেশে বললেন। 'মিস অ্যাডা ক্লেয়ার কে?'

'ইনি মিস অ্যাডা ক্লেয়ার,' বলল কেরানী।

অ্যাডা স্বর্ণকেশী সুদর্শনা তরুণী। ওরকম এক অন্ধকার জায়গায় কি করছে অ্যাডার মত সুন্দরী, অল্পবয়সী একটি মেয়ে?

'আপনাকে ব্লিক হাউজে থাকতে হবে,' বললেন লর্ড চ্যান্সেলর। 'আপনার কাজিন জন জার্নডিসের সাথে।' হাতের কাগজে দৃষ্টি তাঁর।

লর্ড চ্যান্সেলর আবারও চোখ তুলে চাইলেন। 'রিচার্ড কারস্টোন?'

আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল যুবক। সাগ্রহ, সুখী তার মুখের চেহারার অভিব্যক্তি। জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস এখন অবধি তার মনে কালো ছায়া ফেলতে পারেনি। মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাল রিচার্ড।

'আর ইনি,' অপর মেয়েটির দিকে ফিরে বলল কেরানী, 'মিস এসথার সামারসন। মিস ক্লেয়ারকে সঙ্গ দেবেন, ইনিও ব্লিক হাউজে থাকবেন।'

লর্ড চ্যান্সেলর নড করলেন।

'বেশ, থাকবেন। তবে আজ রাতে আপনাদেরকে লন্ডনে থাকতে হবে।'

'জ্বী, স্যার,' বলল রিচার্ড। 'মিসেস জেলিবির বাসায় থাকছি আমরা।'

লর্ড ভদ্রমহিলার নাম শুনেছেন। 'ওঁর অনেক প্রশংসা শুনেছি। আশা করি ওখানে আপনাদের অসুবিধা হবে না।' কেরানীকে বললেন ওদেরকে বাড়ির রাস্তাটা চিনিয়ে দিতে।

লর্ড চ্যান্সেলর কামরা ত্যাগ করলেন এবং শীঘ্রিই হারিয়ে গেলেন কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারে। কেরানী তার দায়িত্ব পালন করে বিদায় হলো। দলটা রওনা দিতে যাবে এমনিসময় খর্বাকৃতি এক বৃদ্ধা হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ওদের দিকে।

'জার্নডিসের ওয়ার্ড তোমরা,' বললেন। 'তোমাদের দেখে ভাল লাগল।

আমি মিস ফ্লাইট। এখানকার সবাই আমাকে চেনে। কোর্টে রোজই আসি আমি। বিচারের রায়ের অপেক্ষায় আছি। তরতাজা সুন্দর মানুষ দেখলে ভাল লাগে।' আবারও মুচকি হেসে বাউ করলেন তিনি।

'পাগল,' ফিসফিস করে ফুট কাটল রিচার্ড, মহিলা শুনতে পাবেন ভাবেনি।

'কথাটা ঠিকই বলেছ,' বললেন মিস ফ্লাইট। 'আমি পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। তোমার মত আমিও একদিন ওয়ার্ড ছিলাম। তখন কিন্তু মাথা খারাপ বলত না কেউ। আমারও বয়স ছিল, আশা ছিল, হ্যাঁ খানিকটা রূপও ছিল। এখন সবই গেছে। বহু বছর ধরে প্রতিদিন এখানে আসছি আমি। বললাম না, রায়ের অপেক্ষা করছি। কিন্তু কপালে আজও শিকে ছেঁড়েনি। আচ্ছা আসি, আমাকে তোমরা আদালতেই পাবে।'

বৃদ্ধা ঘুরে ঝটপট হাঁটা দিলেন। কুয়াশা মুহূর্তে গ্রাস করল তাঁকে।

'বেচারী,' বলে অ্যাডার একটা হাত ধরল এসথার।

লিঙ্কন'স ইন ত্যাগ করে, চ্যান্সেরি লেন ও মিসেস জেলিবির বাড়ির উদ্দেশে পা বাড়াল ওরা। এক গরীব ক্রসিং সুইপার ঝাড়ু হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, কাদা-ধুলো সাফ করে ওদের জন্যে রাস্তা তৈরি করবে। গায়ে কাদা-মাটি, পরনে শতচ্ছিন্ন পোশাক। রিচার্ডের কাছ থেকে খুশিমনে কিছু পয়সা হাত পেতে নিল। জো ওর নাম। লন্ডনের বেহদ্দ গরীবদের একজন সে। তিন যুবক-যুবতীর কথা-বার্তা, হাসাহাসি খুঁটিয়ে লক্ষ করল ও। ছোট্ট দলটা একটু পরেই ঢাকা পড়ল কুয়াশার আড়ালে।

দুই

লন্ডন যখন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে আঁধারে আর কুয়াশায়, লিঙ্কনশায়ারে তখন বৃষ্টি। চেসনি ওয়াল্ডের ছাদ থেকে চুইয়ে পড়ছে বৃষ্টির পানি। ডেডলক পরিবারের কান্ট্রি-হাউজ এটি। স্যার লিস্টার ডেডলক অহঙ্কারী গোছের বৃদ্ধ। প্রায়ই অসুখে-বিসুখে ভোগেন তিনি। লেডি অনারিয়া ডেডলক, মানে তাঁর স্ত্রী, সুন্দরী ও দাম্ভিক মহিলা।

মাই লেডি ডেডলক চেসনি ওয়াল্ডে এসেছেন লন্ডনের বিশ্রী কুয়াশার হাত থেকে বাঁচতে। কিন্তু লিঙ্কনশায়ারে আসার পর অবধি তাঁর আর ভাল লাগছে না। পার্কল্যান্ড থই থই করছে। গাছ-গাছালি বৃষ্টির পানিতে নেয়ে একসা। পার্কের ও আস্তাবলের জন্তু-জানোয়ারগুলোর দশা ঠাণ্ডার দাপটে কাহিল।

সন্ধে লেগে এল, প্রকাণ্ড বাড়িটার সামনে পাকা চত্বরে টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে চলেছে। লোকমুখে এই চত্বরটা 'ভূতের রাস্তা' নামে খ্যাতি পেয়েছে। মাঝে মাঝে পায়ের শব্দ পাওয়া যায় এখানে। অপর এক লেডি

ডেডলক, অনেক বছর আগে যিনি মারা গেছেন, তিনি নাকি পদশব্দটার মালিক। মৃত্যুর আগে পরিবারের মুখে চুনকালি মাখিয়ে যান মহিলা। ডেডলক পরিবারে যখনই মৃত্যু আর অমর্যাদা হানা দিতে আসে, পাথুরে চত্বরে বেজে ওঠে অশুভ পায়ের আওয়াজ। আজ যেমন উঠছে।

লেডি ডেডলক কখনও কি শুনেছেন শব্দটা? কেউ জানে না। তাঁর মুখ–বয়স সত্ত্বেও আকর্ষণীয়–মনের কথা কোনদিন প্রকাশ করে না। ভদ্রমহিলা নিজে অহঙ্কারী মহিলা, বিয়ে করেছেন তাঁর চাইতেও দাম্ভিক এক লোককে।

লেডি ডেডলক নভেম্বরের ভেজা সন্ধেটিতে বসে রয়েছেন লাইব্রেরীতে। আগুনের পাশে, ফর্সা, মসৃণ একখানা হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে। স্যার লিস্টারও বসে ওখানে, গর্বিত মুখখানার একটা পাশে ছায়া পড়েছে। প্রায়ই লেডি ডেডলকের দিকে চাইছেন তিনি। ভদ্রমহিলাকে খুশি করা ভারী শক্ত, স্যার লিস্টারের অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি নেই এ ব্যাপারে।

কামরায় আরেকজন উপস্থিত রয়েছেন। প্রায়ই চেসনি ওয়াল্ড ও স্যার লিস্টারের লন্ডনের বাসভবনে দেখা যায় এঁকে। বয়স্ক লোক তিনি, সব সময় কালো রঙা পুরানো মামুলি পোশাক পরে থাকেন। নাম তাঁর টুলকিংহর্ন। স্যার লিস্টারের উকিল। মি. টুলকিংহর্ন চ্যান্সেরির খানিকটা অন্ধকার বয়ে নিয়ে এসেছেন চেসনি ওয়াল্ডেও, কেননা লেডি ডেডলকও জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস মামলার অন্যতম দাবিদার।

'আমার স্ত্রীর কেসটা আদালতে আবারও উঠেছে, তাই না, মি. টুলকিংহর্ন?' বললেন স্যার লিস্টার। মাই লেডি নিজ মুখে প্রশ্নটা করেননি, তাঁর একটা গুমর আছে না?

আইনজীবী সায় জানালেন।

'কোন ফয়সালা হয়নি নিশ্চয়ই?' এবার বললেন মাই লেডি।

'তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি,' জানালেন মি. টুলকিংহর্ন।

'হবেও না এজন্মে,' বললেন মাই লেডি।

'আমি কয়েকটা কাগজ এনেছি সাথে করে। বললে পড়ে শোনাতে পারি,' বললেন আইনজীবী। লেডি ডেডলকের পাশে ছোট টেবিলটার ওপর কাগজগুলো রেখে, চশমা পরে নিলেন।

'চ্যান্সেরিতে জন জার্নডিস এবং...'

মাই লেডি চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। টেবিলে রাখা কাগজগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ নজর তাঁর।

'কে কপি করেছে এগুলো?' জানতে চাইলেন, কণ্ঠে সামান্য জরুরী তাগিদ।

মি. টুলকিংহর্ন পড়া থামিয়ে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চাইলেন।

'একে ল-হ্যান্ড বলে না?' মাই লেডি শুধালেন, কণ্ঠস্বর যথারীতি নিরুত্তাপ এবার।

'সাধারণ ল-হ্যান্ড ঠিক না এটা,' বললেন মি. টুলকিংহর্ন। 'আমার মনে হয় না লেখক সারা জীবন ল-পেপার কপি করেছে। কেন জানতে চাইছেন বলবেন?'

মাই লেডি নীরব রইলেন, তবে আবারও হাত দিয়ে মুখ আড়াল করলেন। মি. টুলকিংহর্ন একঘেয়ে সুরে পড়ে চললেন। ঘরের মধ্যে আগুনের উপভোগ্য আঁচ। আরামে চোখ বুজলেন স্যার লিস্টার।

মি. টুলকিংহর্ন হঠাৎই সটান উঠে দাঁড়ালেন।

'স্যার লিস্টার, মাই লেডি বোধহয় অসুস্থ বোধ করছেন।'

'মূর্ছা,' মাই লেডি বললেন ফিসফিস করে। মুখ ছাই বর্ণ। 'আমাকে ঘরে নিয়ে যাও।'

ঘণ্টি বেজে উঠল। ডাক পড়ল ভৃত্যদের। তাঁর খাস বাঁদী–রোজা নামের রূপবতী তরুণীটি বেগম সাহেবাকে ধরে ধরে বের করে নিয়ে গেল ঘর থেকে। স্যার লিস্টারও গেলেন সঙ্গে, ফিরে এলেন একটু পর।

'মাই লেডি শিগ্‌গিরি সেরে যাবে,' বললেন স্যার লিস্টার। 'আপনি পড়ুন, মি. টুলকিংহর্ন। যেরকম পচা বৃষ্টি, মাই লেডি তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আগে তো কখনও এমন অজ্ঞান হয়নি।'

আইনজীবী নিরুত্তর রইলেন, কিন্তু আড়চোখে একবার নজর বুলিয়ে নিলেন টেবিলে রাখা কাগজগুলোর ওপর।

আঁধার ঘন হয়েছে চেসনি ওয়াল্ডে বৃষ্টি পড়ে চলেছে তখনও। আইনী কাগজ পড়ে চলেছেন মি. টুলকিংহর্ন। চত্বরে শব্দ হলো কি? ভূতের রাস্তায় কি পায়ের শব্দ শোনা গেল কারও? লেডি ডেডলক তাঁর সুবিশাল বেডরুমে শুয়ে শুয়ে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন। এমনকি মি. টুলকিংহর্নও হয়তো শুনলেন।

চেসনি ওয়াল্ডের নিয়মিত অতিথি মি. টুলকিংহর্ন। দুর্গে তাঁর জন্যে একখানা ছোট কামরা বরাদ্দ রয়েছে। এলেই ওটায় থাকেন। সে রাতে, দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে লেডি ডেডলকের কথা ভাবলেন তিনি। কাগজে ওই বিশেষ হাতের লেখাটি দেখে সংজ্ঞা হারিয়েছেন ভদ্রমহিলা। হাতের লেখার মালিক কি তাঁর পূর্বপরিচিত?

বৃদ্ধ মি. টুলকিংহর্ন অনেকের অনেক গোপন কথা জানেন। তবে ওসব ব্যাপারে কখনও মুখ খোলেন না। তক্কে তক্কে থাকেন কখন কাকে ফাঁসানো যায়। এই সুন্দরী অহঙ্কারী লেডি ডেডলকেরও কি তেমনি কোন গোপন ব্যাপার রয়েছে?

পরদিন ভোরে বিছানা ছাড়লেন মি. টুলকিংহর্ন। দুর্গের সমতল ছাদে হাঁটাহাঁটি করলেন খানিকক্ষণ। তখনও লেডি ডেডলকের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার মধ্যে। মহিলার গুপ্ত ব্যাপার আছে কোন সন্দেহ নেই। এখন জানতে হবে কি সেটা। সবার আগে হাতের লেখাটা যার, তাকে খুঁজে বের

করতে হবে।

মি. টুলকিংহর্ন একবার কোন কাজ করবেন বলে মনস্থির করলে সেটা করে ছাড়েন। বাড়ির মালিকদের সাথে দেখা না করেই সাত সকালে চেসনি ওয়াল্ড ত্যাগ করলেন তিনি। ক'ঘণ্টা পর লন্ডনে পৌঁছে গেলেন তিনি। এখানে-সেখানে প্রশ্ন করে শীঘ্রিই কিছু কিছু জবাবও জেনে নিলেন।

তিন

লন্ডনে বেজায় ঠাণ্ডা যেমন, কুয়াশাও আছে। অ্যাডা আর এসথার সকাল সকাল উঠে পড়ল। লন্ডনে এই প্রথমবার এসেছে ওরা, মহানগরীটা ঘুরে ঘুরে দেখতে চায়। রিচার্ডও তৈরি হয়ে বসে ছিল।

'কি খবর?' কাজিনকে, অর্থাৎ অ্যাডাকে উদ্দেশ্য করে বলল রিচার্ড। 'তোমার বিছানাটা আমারটার মত শক্ত ছিল না তো? মিসেস জেলিবির বাড়িটা খুব একটা আরামদায়ক নয়, কি বলো? যাকগে, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

'যেখানে ইচ্ছে,' বলল অ্যাডা। 'আমাদের কাছে তো সবই নতুন। তুমি কি বলো, এসথার?'

এসথার অমত করল না।

একটু পরই তিন যুবক-যুবতী বেরিয়ে পড়ল। হনহন করে হাঁটছে তারা। সুদীর্ঘ বড় রাস্তাগুলো মন কাড়ল ওদের। ক্রমেই ব্যস্ত পথচারীদের দখলে চলে যাচ্ছে ফুটপাথ, আশপাশ দিয়ে ক্যারিজ যেতে দেখা যাচ্ছে। দোকানিরা ঝাঁট-পাট দিয়ে দোকান খোলার আয়োজন করছে, আর জঞ্জাল হাতড়াচ্ছে ফুটপাথবাসীরা।

'দেখো,' সহসা অ্যাডার উদ্দেশে বলল রিচার্ড, 'চ্যান্সেরির হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই। ঘুরপথে আবারও কোর্টের কাছে এসে পড়েছি, আর ওই যে, সেই বুড়ী মহিলা।'

মিস ফ্লাইট হাজির ওখানে, ওদের উদ্দেশে হাসিমুখে বাউ করছেন।

'আরে, কেমন আছ তোমরা?' চেঁচিয়ে জানতে চাইলেন। 'চলো না, আমার ওখান থেকে ঘুরে আসবে। খুব কাছে, বেশি দূর হাঁটতে হবে না।'

এসথারের হাত ধরলেন তিনি, ওঁদের অনুসরণ করল অ্যাডা আর রিচার্ড। শীঘ্রিই, ব্যস্ত রাস্তা ছেড়ে সরু এক গলির ভেতর পা রাখলেন মিস ফ্লাইট। তারপর আচমকা থমকে দাঁড়ালেন এক দোকানের সামনে। ওটায় লেখা: "ক্রুক, পুরানো শিশি-বোতল ও কাগজের দোকান।"

এধরনের দোকান মেলা রয়েছে লন্ডনে, তবে ক্রুকেরটাই সবচাইতে প্রাচীন ও বিতিকিচ্ছি। দোকানের নোংরা জানালায় নোটিশ সাঁটা রয়েছে:

"হাড়-গোড় ক্রয় করা হয়।" "বাতিল কাগজ ক্রয় করা হয়।" "পুরানো কাপড় ক্রয় করা হয়।" এক কোণে ওগুলোর চাইতে ছোট আরেক নোটিশে লেখা: "এখানে দ্রুত ও যত্ন সহকারে কপি করা হয়।"

দোকানঘরটা জঞ্জালময়। সব কিসিমের জিনিসই কেনা হয় এখানে। তবে কিছুই বিক্রি করা হয় না। ল-হ্যান্ডে লেখা থলে ভর্তি পুরানো কাগজ দেখা গেল। টেপ দিয়ে বাঁধা কাগজ, আইনের বই আর মরচে ধরা চাবির গোছা রয়েছে। ভাঙা বাক্স ভর্তি নোংরা নেকড়া, আর ছেঁড়া থলে ভর্তি মানুষের মাথার চুল আবিষ্কার করল ওরা।

দোকানের পেছনটায় পশমী টুপি মাথায়, চশমা চোখে এক বুড়ো বসে। লোকটা খর্বকায় ও বাঁকা–রুক্ষ মুখো। তার পায়ের কাছে ধূসর এক বেড়াল বসে, সবুজ চোখ মেলে জ্বলজ্বল করে চেয়ে রয়েছে।

'ইনি আমার ল্যান্ডলর্ড, ক্রুক,' বললেন মিস ফ্লাইট।

বুড়ো হেসে উঠে মোমবাতি তুলে ধরল।

'আমাকে ওরা লর্ড চ্যান্সেলর বলে ডাকে, আর আমার দোকানটার নাম দিয়েছে চ্যান্সেরি। কেন, জানো? বহু জিনিস আছে আমার কাছে–বহু পদের–আর বুঝলে কিনা, আমি কোন জিনিস হাতছাড়া করি না। পুরানো কাগজ, ধুলো আর মাকড়সার জাল ভারী ভালবাসি আমি। আমার এখানে ঘর-দোর সাফ-সুতরো করা, মেরামতির কোন বালাই নেই। সেজন্যে আমার নাম হয়েছে চ্যান্সেলর।'

'ওরা জার্নডিস কেসের ওয়ার্ড,' বললেন মিস ফ্লাইট।

'ওহ, তাই বুঝি!' বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলে ওঠে। 'জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিসের সেই মহান কেস! টম জার্নডিসকে চিনতাম আমি। খুব আসত আমার এখানে। এই দোকানে গুলি করে আত্মহত্যা করে সে–সোনালী চুলের মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে।'

মি. ক্রুক অ্যাডার দিকে চেয়ে বিরস হাসি হাসল।

'অনেক হয়েছে, ক্রুক,' বললেন মিস ফ্লাইট। 'বেচারাদের আর ভয় দেখাতে হবে না। এই, চলো তোমরা।'

সিঁড়ি ভেঙে ওদেরকে ওপরে নিয়ে গেলেন তিনি। চিলেকোঠায় তাঁর কামরাটা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলেও আসবাবপত্র খুব সামান্য।

'কিছু মনে কোরো না, তোমাদের কিছু খেতে দিতে পারছি না,' কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন মিস ফ্লাইট। 'কি বলব, জীবনটা মাঝে মাঝে বড় কষ্টের মনে হয়। তাও রায়ের ফলাফলের আশায় বুক বেঁধে আছি, দেখা যাক কি হয়।...আমার পাখিগুলো দেখবে এসো।'

জানালার কাছে ঝুলছে বেশ কয়েকটা পাখির খাঁচা, মিস ফ্লাইট সেদিকে নিয়ে গেলেন ওদের। 'বন্দীদশা বেচারীদের। কোন কোনটা মারাও যায়। তবে যেদিন রায় ঘোষণা হবে সেদিন সব কটাকে ছেড়ে দেব ঠিক করে রেখেছি। ওদের আরও বাতাস চাই, কিন্তু জানালা খুলতে পারি না আমি।

পাছে মি. ক্রুকের বেড়ালটা ধরে ধরে সাবড়ে দেয়।'

ঘণ্টা বেজে উঠল আশপাশের গির্জাগুলোয়। মিস ফ্লাইটের আদালতে যাওয়ার সময় হলো। অ্যাডা রিচার্ডের উদ্দেশে চাইতে, তাকে এক শেলফের ওপর মিস ফ্লাইটের জন্যে কিছু টাকা রাখতে দেখল। মিস ফ্লাইট হতদরিদ্র বুঝতে কারও বেগ পাওয়ার কথা নয়।

মিস ফ্লাইট মেহমানদের নিচতলায় নিয়ে গেলেন। তারপর একটা দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে আঙুল তাক করলেন।

'আরেকজন মাত্র থাকে এখানে,' বললেন খাটো গলায়। 'একজন ল-রাইটার, নিজের নাম বলে নিমো।'

'নিমো! এর ল্যাটিন অর্থ তো "কেউ না!" ' বিস্মিত কণ্ঠে বলল রিচার্ড।

'হবে হয়তো,' বললেন মিস ফ্লাইট।

রিচার্ড ও দুই যুবতী তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিল। মি. ক্রুক ও তার বেড়ালটা ওদের চলে যেতে লক্ষ করল।

'বাব্বা, লন্ডন ভালই ঘুরলাম আজ,' বলল রিচার্ড। 'বড় আজব জায়গা এই চ্যান্সেরি। তবে আমাদেরকে টসকাতে পারবে না, কি বলো?'

'না পারলেই ভাল,' নরম সুরে বলল অ্যাডা।

মিসেস জেলিবির বাড়ি যখন পৌঁছল, ভদ্রমহিলা তখন কাজে লেগে পড়েছেন। বিশাল এক ডেস্কে, উপচে পড়া কাগজপত্র সামনে নিয়ে বসে তিনি। গোটা কামরাটা অগোছাল আর অপরিষ্কার। মিসেস জেলিবির বয়স পঁয়তাল্লিশের এদিক-সেদিক। দীর্ঘ বাদামী চুল মহিলার, কালো চোখে সুদূরের দৃষ্টি। তাঁর স্বামী ব্যক্তিটিকে টুঁ শব্দটিও করতে দেখেনি ওরা। একগাদা সন্তান ওঁদের—ছেঁড়াখোঁড়া, ময়লা পোশাক পরনে।

'বুঝলে, ওই আফ্রিকাই আমার সব সময় খেয়ে নিল,' ওদের দেখে বললেন মিসেস জেলিবি। 'নাইজারের তীরে যেসব নেটিভরা বাস করে, তাদের খাদ্য আর শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। আমার জীবনের এই একটাই ধ্যান-জ্ঞান।'

মিসেস জেলিবিকে সমাজের রথী-মহারথীদের কাছে গাদা গাদা চিঠি পাঠাতে হয়। তাঁর বড় মেয়ে সুন্দর হস্তাক্ষরে সেগুলো কপি করে দেয়। মেয়েটিকে দেখলে মনে হয়, জগতে এত দুঃখী বুঝি আর কেউ নেই। হাতে-মুখে-কাপড়ে ছোপ ছোপ কালি তার। নাস্তা পায়নি বলে অন্যান্য বাচ্চাগুলো এমুহূর্তে কান্নাকাটি করছে। এসথার সামান্য যা পারে ওদের খেতে দিয়ে, সবচেয়ে ছোটটিকে কোলে বসাল। মিসেস জেলিবি এসব লক্ষই করলেন না। আফ্রিকার নেটিভদের চিন্তায়-চিন্তায় তাঁর তো ঘুম হারাম।

'কি অদ্ভুত এক বাড়িরে বাবা,' বলল অ্যাডা। সে আর এসথার ওপরে চলে এলে পরে।

'ঠিকই বলেছ,' সায় জানাল এসথার। 'মিসেস জেলিবি ভাল মানুষ, আফ্রিকার নেটিভদের জন্যে তাঁর কত চিন্তা। তবে নিজের বাচ্চাদের দিকে

একটুখানি খেয়াল দিলে আরও ভাল হত।'

বেলা একটার দিকে, ক্যারিজ এল এসথার ও দুই ওয়ার্ড অভ কোর্টকে ব্লিক হাউজে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ও বাড়ির বাচ্চারা হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল, কিন্তু মিসেস জেলিবি কাজে এতই ব্যস্ত, টেরই পেলেন না অতিথিরা বিদায় হয়েছে।

ক্যারিজটা ব্লিক হাউজে পৌঁছনোর অনেকক্ষণ আগে, কালো পোশাক পরিহিত এক লোক মি. ক্রুকের দোকানে প্রবেশ করলেন।

'আপনার ভাড়াটে বাসায় আছে?' কালো পোশাক জানতে চাইলেন।

'কার কথা বলছেন, স্যার? মহিলা ভাড়াটে না পুরুষ?'

'পুরুষ, কপি করে যে।'

সাগ্রহে আগন্তুকের দিকে চেয়ে রইল মি. ক্রুক।

'তিনতলা, স্যার। উঠে যান,' বলল।

কালো পোশাক বলাবাহুল্য, মি. টুলকিংহর্ন। মোমবাতি হাতে, সতর্ক পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করলেন। খানিক পর, টোকা দিলেন একটা দরজায়। সাড়া পেলেন না। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলতে মোমটা গেল নিভে।

ভেতরে ভাপসা গন্ধ, ছোট্ট ঘরটায় পুরু ধুলোর আস্তরণ। এক কোণে নড়বড়ে এক ডেস্ক। মেঝেতে কার্পেট নেই। পর্দার বালাই নেই জানালাতে।

জানালার উল্টোদিকে নিচু এক খাটে, মি. টুলকিংহর্ন এক লোককে নিথর শুয়ে থাকতে দেখলেন। পরনে শার্ট ও ট্রাউজার তার। মাথায় লম্বা-লম্বা চুল, মুখে দাড়ির জঙ্গল–চোখজোড়া খোলা।

পেছনে শব্দ হতে ঘুরে দাঁড়ালেন মি. টুলকিংহর্ন। মি. ক্রুক, পায়ের কাছে বেড়ালটাকে নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, হাতে আরেকটি মোমবাতি। খাটের কাছে একসাথে হেঁটে গেলেন দু'জনে।

'একি!' সবিস্ময়ে বলে উঠলেন মি. টুলকিংহর্ন। 'লোকটা মরে গেছে নাকি? শিগ্‌গির ডাক্তার ডাকুন।'

মি. ক্রুক মিস ফ্লাইটকে খবর দিতে তিনি তড়িঘড়ি গেলেন ডাক্তার আনতে। একটু পরেই, কালোচুলো এক যুবককে নিয়ে ফিরে এলেন। যুবকটি গরীব এলাকাবাসীর মাঝে কাজ করে থাকে।

'এই লোককে আগে বহুবার দেখেছি আমি,' বলল যুবক ডাক্তার, মানে অ্যালান উডকোর্ট। 'আমার কাছ থেকে গত প্রায় এক বছর ধরে আফিম কিনেছে। অতিরিক্ত আফিম খেয়েই মারা পড়েছে। এর পরিবারের লোকজন কেউ নেই?'

'আমার বাসায় থাকত,' বলল ক্রুক। 'একবার বলেছিল, আমি ছাড়া তার আর কেউ নেই।'

অ্যালান উডকোর্ট মৃত মুখটার কাছে মোমবাতি ধরল। 'চেহারা দেখলে ভদ্র বংশের সন্তান মনে হয়।'

'নিজের নাম বলত নিমো,' বললেন মি. টুলকিংহর্ন। 'আসলেই দেখা যাচ্ছে অজ্ঞাতকুলশীল। কোন কাগজপত্রও কি নেই? তদন্ত হওয়া দরকার, তাই না?'

কামরায় উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না। পুলিস ডেকে আনা হলো এবং মি. টুলকিংহর্ন খানিক পরে বিদায় নিলেন।

বাড়ি ফেরার পর, দীর্ঘক্ষণ নিমো ও লেডি ডেডলকের ভাবনা খেলা করল তাঁর মগজে। নিমো কি লেডি ডেডলকের গুপ্তরহস্যের অংশীদার? মি. টুলকিংহর্ন সিদ্ধান্ত নিলেন, নিমোর মৃত্যুর খবরটা নিজমুখে জানাবেন লেডি ডেডলককে। তারপর লক্ষ করবেন ভদ্রমহিলার কি প্রতিক্রিয়া হয়। কোন গোপন ব্যাপার যদি থেকেই থাকে, মি. টুলকিংহর্ন সেটা ফাঁস করে ছাড়বেন।

চার

ক্যারিজে চেপে লন্ডন থেকে ব্লিক হাউজে যাত্রা কয়েক ঘণ্টার মামলা। রাস্তা-ঘাটের বেহাল দশা, ফলে একাধিকবার ঘোড়া বদলাতে হয়।

অ্যাডা, রিচার্ড কিংবা এসথার, এরা কেউই কখনও জন জার্নডিসকে দেখেনি। ব্লিক হাউজের মালিকের প্রসঙ্গে পথে নিজেরা নিজেরা আলাপ করল ওরা। কেমন মানুষ তিনি? ওদের নতুন বাড়িটা দেখতে কেমন হবে? বাড়ির নামটা তো মন খারাপ করে দেয়–'বিবর্ণ বাড়ি।'

চাঁদ-তারা উঠে গেছে, এমনিসময় চালক আচমকা সটান সিধে হলো, চাবুক দুলিয়ে চিৎকার ছাড়ল: 'ওই যে, ব্লিক হাউজ–পাহাড়ের ওপরে।'

একটা জানালায় আলো জ্বলতে দেখা গেল। ক্যারিজ এসে থেমে দাঁড়াল সদর দরজায়। তখুনি খুলে গেল দরজা, একটা আলো বেরিয়ে এল এবং একজনের উচ্চকিত কণ্ঠ শোনা গেল: 'এসো অ্যাডা, এসো। এসথার এসো–তোমাদেরকে আমার বাসায় স্বাগতম। আমি খুব খুশি হয়েছি তোমরা আসাতে। এই যে, রিচার্ড, এসো এসো।'

যে ভদ্রলোক ওদের সাদর আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর মাথার চুল ধূসর হয়ে এসেছে, সুন্দর মুখটায় সুখী-সুখী অভিব্যক্তি। ইনিই জন জার্নডিস। বয়স প্রায় ষাট হলে কি হবে, ভদ্রলোক এখনও রীতিমত বলিষ্ঠ ও ঋজু।

উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত এক কামরায় অতিথিদের নিয়ে এলেন জন জার্নডিস। তার পরপরই ছুঁড়ে দিলেন একগাদা প্রশ্ন।

'জার্নি কেমন লাগল? পথে কোন কষ্ট হয়নি তো? মিসেস জেলিবিকে কেমন বুঝলে?' অ্যাডার উদ্দেশে সহৃদয় দৃষ্টিতে চেয়ে শুধালেন।

'আফ্রিকার মানুষদের জন্যে ভারী দরদ ওঁর, বলল অ্যাডা, 'কিন্তু...'

'আমাদের কাছে মনে হয়েছে,' বাকিটুকু যোগ করল এসথার, 'তাঁর পেটের সন্তানদের দিকেও খানিকটা নজর দেয়া উচিত।'

'আমারও তাই ধারণা,' বললেন জন জার্নডিস। ভয়ানক অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাঁকে। 'ওরা মার স্নেহ-ভালবাসা পায়ই না বলতে গেলে।'

'এসথার ওদেরকে খুব আদর করেছে,' বলল রিচার্ড। 'চলে যাবে বলে সে কি কান্না বাচ্চাগুলোর।'

অ্যাডাও সায় দিল ওর কথায়। ওদিকে এসথার সলাজ হেসে মাথা দোলাল।

'এসো মেয়েরা, এসো, রিচার্ড,' ডাকলেন জন জার্নডিস। 'তোমাদের নতুন বাড়ি ঘুরে দেখে নাও।'

ব্লিক হাউজের নামটাই যা বিষণ্ন; জন জার্নডিস কিন্তু ওটাকে আনন্দমুখর, মনোরম এক বাসস্থানে রূপ দিয়েছেন। এবাড়িতে অগুনতি দরজা আর খুদে খুদে প্যাসেজ। এক কামরা থেকে অন্যটায় যাওয়ার কায়দাটা ভারী অদ্ভুত। ওদের তিনজনের কামরা গোছগাছ করা ছিল। ঘরের আসবাবপত্র পুরানো আমলের হলেও চমৎকার পরিপাটি করে সাজানো। মন খুশি হয়ে উঠল ওদের।

'যাক, ঘর পছন্দ হয়েছে তাহলে,' বললেন জন জার্নডিস। 'এ বাড়িতে ইয়াং ছেলেমেয়েদের বড্ড প্রয়োজন। আমারও প্রাণবন্ত মানুষ ভাল লাগে। তোমরা আরাম করো। আধ ঘণ্টার মধ্যে ডিনার তৈরি হয় যাবে।'

আনন্দে উদ্বেলিত এসথার তার ঘরের চারধারে নজর বুলিয়ে নিল। জীবনটা সুখে কাটেনি ওর, নিজের বলতে কোন ঘর কখনও হয়নি। চটপট তৈরি হয়ে নিল ও। ব্যাগ থেকে কাপড় বের করছিল, এমনিসময় এক মেইড এসে ঢুকল ঘরে। দুটো পেল্লায় চাবির গোছা তার হাতে।

'এগুলো আপনার, মিস,' মেইড বলল এসথারকে। 'বাড়ির চাবি।'

হতচকিত দেখাল এসথারকে।

'মি. জার্নডিস আপনাকে দিতে বলেছেন।'

এসথারের মনটা খুশিতে ভরে উঠল। জন জার্নডিস তাকে প্রথম সাক্ষাতেই বিশ্বাস করেছেন। বিশ্বাস করে ঘরের চাবি তুলে দিয়েছেন। তারমানে ব্লিক হাউজে ওর প্রয়োজন আছে।

কারা ওর বাবা-মা জানে না এসথার। মায়া-মমতা, ভালবাসা কারও কাছে কোনদিন পায়নি। কিন্তু অসুখী শৈশবের দিনগুলোর কথা মনে করতে চায় না ও। জন জার্নডিস ওকে যে সম্মান দিয়েছেন তার মর্যাদা রক্ষা করতে সবই করবে সে। এবাড়ির মানুষদের জন্যে ব্লিক হাউজকে সুখের নীড় হিসেবে গড়ে তুলবে সে।

ডিনার সেরে, মি. জার্নডিসের রূমে নিঃশব্দে প্রবেশ করল এসথার। ভদ্রলোকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনেক রকম চেষ্টা করল।

'আমাকে ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই,' বললেন মি. জার্নডিস। 'এসথার

নামে ফুলের মত এক মেয়ের কথা শুনেছিলাম। এতিম বলে ওর লালন-পালনের ভার নেব ঠিক করি। সে এখন বড় হয়ে গেছে, কিন্তু আমি এখনও তার অভিভাবক এবং বন্ধু রয়েছি। আমরা সবাই মিলে ব্লিক হাউজে সুখে-শান্তিতে থাকব। আমাদের ওয়ার্ড ইন চ্যান্সেরিদেরও যাতে খানিকটা স্বস্তি দিতে পারি সেদিকে লক্ষ রাখব।'

'চ্যান্সেরি,' আস্তে করে উচ্চারণ করল এসথার। 'কোর্ট অভ চ্যান্সেরিটা আসলে কি একটু বলবেন আমাকে? আমার মাথায় বুদ্ধি-শুদ্ধি কম তো, ঠিক বুঝি না।'

'বোঝে এমন কাউকে আমিও চিনি না,' জবাবে বললেন জন জার্নডিস। 'তবে এটুকু বলতে পারি, জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিসের কেসটা একটা উইল নিয়ে। মানে ব্যাপারটা তাই ছিল এক সময়। এখন অবশ্য টাকাটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'বহু বছর আগে, জার্নডিস নামে এক লোক বিপুল টাকার মালিক হয়। তো সে বেচারা মহা এক উইল করে যায়। কিন্তু এমনই কঠিন যে ওটা বোঝে কার সাধ্য। তারপর থেকে উকিলরা আদা-জল খেয়ে লেগেছে ওটার পেছনে, লড়ে চলেছে। টাকার ব্যাপারটা ফয়সালা করতে হবে কোর্ট অভ চ্যান্সেরিকে। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে কখনও না কখনও আদালতে হাজিরা দিতেই হবে। এ ব্যাপারে কোন ছাড় নেই। আমি এই কেস নিয়ে ভাবি না। টম জার্নডিস নামে আমাদের এক আত্মীয় শুধু এই কেস নিয়েই পড়ে থাকতেন; বেচারা শেষমেষ আত্মহত্যা করেন।'

'উনি কি মি. ক্রুকের দোকানে মারা গেছেন?' এসথার শান্ত সুরে জানতে চায়।

'হ্যাঁ। সমস্ত সম্পত্তি তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন। এ বাড়িটা তাঁরই ছিল। মনে শান্তি ছিল না তো, তাই এটার নাম রাখেন "ব্লিক হাউজ।" সত্যিই বড্ড বিমর্ষ বাড়ি ছিল, উনি যখন বাস করতেন এখানে।'

'থাক, আর বলতে হবে না, স্যার,' বলল এসথার। 'এসব কথায় আপনার মন ভার হয় বুঝতে পারছি।'

'হ্যাঁ, চ্যান্সেরির কথা পারতপক্ষে আলাপ না করাই ভাল,' বললেন মি. জার্নডিস। 'আরেকটা কথা, তুমি আমাকে "গার্জেন" বলে ডেকো, কেমন? "স্যার" শব্দটা কেমন জানি ভারী ভারী লাগে।'

এসথার স্মিত হেসে ধন্যবাদ জানাল ভদ্রলোককে।

সে রাতে দুই তরুণীর তোফা ঘুম হলো। ব্লিক হাউজ এরইমধ্যে সুখের আলয় হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে ওদের অন্তরে। শীঘ্রিই এ বাড়িতে ব্যস্ত সময় কাটানোর সুযোগ জুটছে এসথারের কপালে। আর অ্যাডা পছন্দের মানুষদের সাথে বাস করতে পারবে, এজন্যে যারপরনাই আনন্দিত।

ভবিষ্যতের সাত-পাঁচ ভাবনায় দীর্ঘক্ষণ জেগে শুয়ে রইল রিচার্ড। কোর্ট অভ চ্যান্সেরি ইতোমধ্যে টানতে শুরু করেছে ওকে। জার্নডিস অ্যান্ড

জার্নডিস কেসের একদিন না একদিন নিষ্পত্তি হবেই। কত মানুষের জীবনে ওটা অশান্তির কারণ হয়েছে ভাবতে চাইল না ও।

সুখেই কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। ব্লিক হাউজে বাস করছে যেহেতু, পড়শীদের কারও কারও সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল অ্যাডা আর এসথারের। এঁদের একজন মিসেস পার্ডিগল। এলাকার সব দরিদ্র পরিবারে তাঁর যাতায়াত। গরীব মানুষদের সবচাইতে বেশি প্রয়োজন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান। না, মিসেস পার্ডিগল তাদের এসব চাহিদা মেটাতে যান না। তিনি যান, ধর্মীয় বই পড়ে শোনাতে, আর বলেন সর্বক্ষণ ঈশ্বরের কথা ভাবতে। বলাবাহুল্য, অভাবী মানুষরা তাঁকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে। মহিলাকে ঘরে উঠতে দিতে নারাজ তারা, কিন্তু কে শোনে কার কথা--মিসেস পার্ডিগল তাদের গায়ে পড়ে হেদায়েত করতে যাবেনই। ক্ষুধার্ত মানুষগুলো যতক্ষণ না ফুঁসে ওঠে, একঘেয়ে কণ্ঠে ভোঁতা-ভোঁতা ধর্মীয় বই পাঠ করে যান ভদ্রমহিলা।

এক বিকেলে, মিসেস পার্ডিগল ব্লিক হাউজে বেড়াতে এলেন।

'আমাদেরকে গরীব মানুষদের প্রয়োজন,' অ্যাডাকে বললেন তিনি। 'সৎ জীবনযাপনের কায়দা তাদেরকে শেখানো আমাদের দায়িত্ব। বস্তির পুরুষগুলো মদখোর, আর মেয়েলোকগুলো নোংরার হদ্দ। ব্রিকমেকাররা হচ্ছে ওদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য জাত। আমি এখন যাচ্ছি ওদের ওখানে। তোমরাও আমার সাথে চলো না, নিজের চোখেই দেখবে।'

চটপট তৈরি হয়ে নিল ওরা। তারপর মিসেস পার্ডিগলের সঙ্গে ব্রিকমেকারদের কুটিরের উদ্দেশে রওনা হলো। অন্ধকার, ঘিঞ্জি বাসাগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ব্রিকমেকাররা। সখেদে মিসেস পার্ডিগলের উদ্দেশে, নানারকম কুৎসিত বাক্যবাণ হানল তারা।

অ্যাডা ও এসথারকে নিয়ে এক কুটিরে প্রবেশ করলেন মিসেস পার্ডিগল। ছোট্ট এক আগুনের পাশ ঘেঁষে অল্পবয়সী এক তরুণী বসে। মলিন মুখটায় কালশিটে তার। ফ্যাকাসে এক শিশু নিথর শুয়ে ওর কোলে। মিসেস পার্ডিগল কুটির ত্যাগ করার পরও ওখানে রয়ে গেল অ্যাডা ও এসথার। অ্যাডা হাত বাড়িয়ে আলতো করে স্পর্শ করল বাচ্চাটার মুখ।

'আহারে, মারা গেছে সোনামণিটা,' হাহাকার করে উঠল অ্যাডা।

মার কোল থেকে নিয়ে বিছানায় শোয়াল বাচ্চাটাকে এসথার। তারপর নিজের রুমাল বের করে আলগোছে ঢেকে দিল মুখটা। জেনিকে, অর্থাৎ বাচ্চার মাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল ওরা। বিদায় নেয়ার আগে, শেষবারের মত রুমালটা তুলে, মৃত মুখটা লক্ষ করল এসথার। পরম প্রশান্তি ফুটে রয়েছে নিষ্পাপ মুখটাতে। রুমালটা টেনে দিতে, ওটার ওপর টপ টপ করে দু'ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল এসথারের।

পাঁচ

মাই লেডি ডেডলক চেসনি ওয়াল্ডে মহা বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। কিছুতেই মন টিকছে না তাঁর। স্যার লিস্টার অসুস্থ। কাজেই মাই লেডি লন্ডনে ফিরে যাবেন ঠিক করলেন। ভাল লাগতে পারে হয়তো ওখানে। লন্ডনে গেলে কেতাদুরস্ত লোকজনদের সাথে ওঠাবসা করতে পারবেন তিনি, গান শুনতে পারবেন, নতুন নতুন নাটক দেখতে পারবেন।

তো, মাই লেডি ডেডলক লন্ডনে ডেডলক পরিবারের সুরম্য অট্টালিকায় বাস করতে গেলেন এবং স্যার লিস্টার পড়ে রইলেন চেসনি ওয়াল্ডে।

লন্ডন শহর যথারীতি জমজমাট। কাক ভোরে ঘুম ভাঙে শহরটার। ব্যস্ত সড়কে সূর্যরশ্মি পৌঁছতে না পৌঁছতে বহু লোক কর্মস্থানে পৌঁছে যায়।

তবে লন্ডনে এমন রাস্তাও আছে—অসূর্যম্পশ্যা। এসব চির অন্ধকারাচ্ছন্ন নোংরা রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করাও বিপজ্জনক। বহু বছর আগে, এসব রাস্তার বাড়ি-ঘরে বাস করে আরাম ছিল। কিন্তু এখন ওগুলোর গায়ে পুরু ধুলোর আস্তর, কাঠ পচে খসে পড়ছে, কাঁচবিহীন জানালা শূন্য কোটরের মত চেয়ে রয়েছে। বাড়ির সামনের পাথুরে ধাপ শ্যাওলা পড়ে পিচ্ছিল।

বাড়িগুলো চ্যান্সেরির আশপাশে, বলাবাহুল্য। ভাঙাচোরা, ধ্বংসপ্রায় দালানগুলোও বিচারের প্রতীক্ষা করছে যেন। মাঝে মাঝেই বিকট শব্দে ধসে পড়ে কোন কোন বাড়ি, ওঠে কালো ধুলোর মেঘ। তারপরও অসংখ্য গরীব মানুষ ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এসব রাস্তায় বাস করে। তাদের অবশ্য আর কোন গতিও নেই।

সবচাইতে প্রাচীন, আবর্জনাময় রাস্তাটার নাম টম-অল-অ্যালোন। শহরের কালিমাখা, সবচাইতে দীন-হীন বাড়িগুলো এখানে দাঁড়িয়ে। কে যে ছিল এই টম কারও জানা নেই। তবে লোকটি যে চ্যান্সেরিতে বাস করত এতে সন্দেহ নেই।

গরীব মানুষরা গর্তের ইঁদুরের মত ভিড় করে এখানে। একটাও ফাঁকা ঘর পাওয়ার জো নেই। সেই ক্রসিং-সুইপার জো-ও বাস করে এখানে। নিজের সম্পর্কে কিছুই প্রায় জানে না সে। শুধু এটুকু জানে, ওর নাম জো। তবে কে দিয়েছে নামটা তা বলতে পারে না। স্কুলে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি তার। সম্বল বলতে ওর একখানা ঝাড়ু। ওটা দিয়ে ক্রসিং সাফ-সুতরো রাখে জো। এ থেকে সামান্য যা আয় হয় তা দিয়েই চলে।

জো-র জানা নেই কিছুই, তবু কখনও সখনও কেউ কেউ ওকে নানা প্রশ্ন করে। নিমো সাহেব, মি. ক্রুকের ভাড়াটে, মাঝে সাঝে কথা বলত ওর সঙ্গে, হাতে গুঁজে দিত কিছু পয়সা। তার মৃত্যুর পর, তদন্তে হরেক প্রশ্ন

উঠেছিল। কেউ একজন জো-র সন্ধান পায়, কিন্তু জো নিমো সাহেব সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য জানাতে পারেনি। মি. টুলকিংহর্নের প্রশ্নের জবাবে ও শুধু বলেছে: 'উনি খুব ভাল মানুষ ছিলেন।'

নিমো সাহেবকে পুরানো এক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জায়গাটা টম-অল-অ্যালোন থেকে বেশি দূরে নয়। জো প্রতিদিন কবরস্থানের সিঁড়ি ঝাঁট-পাট দিয়ে পরিষ্কার রাখে। এ কাজটা সে করে তার সহৃদয় বন্ধু নিমো সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে।

আজ সকালেও, জো যথারীতি টম-অল-অ্যালোন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। ব্যস্ত রাজপথ ধরে হাঁটছে, লক্ষ করছে সবই, কিন্তু উপলব্ধি করতে পারছে না কিছুই।

মিসেস জেলিবির মত মানুষরা আফ্রিকার গরীব জনগোষ্ঠীর জন্যে প্রাণপাত করছেন। অথচ ঘরের দুয়ারে, জীবনযুদ্ধরত জো-দের কথা তাঁরা ভাবেন না কেন? এ প্রশ্নের জবাব জানা নেই ওরও। জীবন বলতে তো কেবল ঝাড়ুটা, নিজের ক্রসিং আর টম-অল-অ্যালোন বোঝে সে।

লন্ডন শহর স্বাভাবিক ছন্দে আরেকটি দিন পার করে দিল। জো রাস্তার ধুলো-ময়লা ঝাঁট দিয়ে একপাশে করল। আঁধার ঘনাতে, শুরু হলো বৃষ্টি। কিন্তু জো-র কাজে বিরাম নেই। দোকানে-দোকানে, অফিসে-আদালতে জ্বলে উঠল আলো।

মি. টুলকিংহর্ন তাঁর অফিসে যথারীতি কর্মব্যস্ত। কোনদিকে নজর দেয়ার ফুরসত নেই তাঁর। জানালাপথে বাইরে চাইলে দেখতে পেতেন, এক মহিলা শশব্যস্তে হেঁটে যাচ্ছে। পরিপাটি অথচ সাদামাঠা পোশাক তার পরনে। ঘোমটায় মুখ ঢাকা, দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ কোন অভিজাত ভদ্রমহিলার কাজের লোক মনে হয় তাকে দেখলে। কাদাটে রাস্তায় দ্রুত ও নিখুঁত পা ফেলে হেঁটে চলেছে সে। জো-র ক্রসিঙে পৌঁছে ছেলেটির সঙ্গে পরিষ্কার কণ্ঠে কথা বলল।

'এদিকে এসো।'

সুনসান এক কোনায় মহিলাকে অনুসরণ করল জো।

'তদন্তের সময় কি তুমি হাজির ছিলে?'

'যার কথা বলছেন তার নাম কি জো ছিল?' ক্রসিং-সুইপার প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ,' চট করে বলল মহিলা।

'তাহলে আমিই সেই।'

'যে লোকটা মারা গেছে তার কথা বলো তো শুনি,' বলল মহিলা। 'সে কি খুব গরীব মানুষ ছিল?'

'হ্যাঁ, মাই লেডি,' জানাল জো।

'আমাকে লেডি বলছ কেন? আমি তো বাসায় কাজ করি।'

জো মূর্খ হলে কি হবে, এটুকু বুদ্ধি তার মাথায় আছে মহিলা কাজের লোক হতে পারে না।

মহিলার জেরা তখনও ফুরায়নি।

'লোকটা কোথায় থাকত জানো? আর তাকে কবরই বা দেয়া হয়েছে কোথায়?'

মাথা ঝাঁকাল জো। জানে সে।

'আমাকে ও দুই জায়গায় নিয়ে চলো,' বলল মহিলা। 'কই, হাঁটা দাও। তোমাকে আমি খুশি করে দেব। এত টাকা তুমি কোনদিন চোখেও দেখোনি।'

বিনাবাক্যে ঝাড়ুটা তুলে নিয়ে, অন্ধকারময় গলি-ঘুঁচির কাদা মাড়িয়ে হাঁটা ধরল জো। প্রথমে মি. ক্রুকের পুরানো শিশি-বোতল ও কাগজের দোকানে মহিলাকে নিয়ে এল ও।

'উনি এখানে থাকতেন,' বলল।

'কোন্ ঘরে?'

'ওপরতলার পেছনদিকে। এই কোনা থেকে জানালা দেখতে পাবেন। উনি ও ঘরেই মারা গেছেন।'

হাঁটা দিল জো। রাস্তায় আঁধার আরও গাঢ় হয়েছে, আরও গভীর হয়েছে কাদা। প্রাচীন কবরস্থানটির লোহার গেটে এসে পৌঁছল ও। ওর সঙ্গিনী সভয়ে পিছু হটে দাঁড়াল।

'এখানে থামলে কেন?' জানতে চাইল।

'নিমো সাহেবকে তো এখানেই কবর দেয়া হয়েছে।'

'এখানে? এই কুৎসিত জায়গায়?'

'ওই যে, ওখানে,' বলে আঙুল ইশারা করল জো। 'ওই হাড়-গোড়ের মাঝে, গেটটা খোলা পেলে দেখাতে পারতাম। কিন্তু এটা সব সময়ই বন্ধ থাকে। ওই দেখুন, ইঁদুর যায়!' ঝাড়ু দিয়ে ওটাকে ইঙ্গিত করল জো।

মহিলা একদৃষ্টে জো-র দিকে চেয়ে।

'এটা একটা কবরস্থান হলো?'

'ওনাকে এখানে কবর দেয়া হয়েছে ব্যস, আমি আর কিছু জানি না,' সোজাসাপ্টা বলে দিল জো।

দস্তানা খুলল মহিলা, খুদে এক ব্যাগ থেকে টাকা বের করবে। তার ফর্সা, মসৃণ আঙুলে কয়েকটা বাহারি আঙটি ঝিকিয়ে উঠতে দেখল জো।

জো-র হাতে একটা পয়সা ফেলে দিয়ে বলল, 'জায়গাটা আরেকবার দেখাও দেখি।'

লোহার গরাদের ভেতর দিয়ে ঝাড়ু গুঁজে, নিমো সাহেবের কবর নির্দেশ করার চেষ্টা করল জো। ফিরে যখন চাইল, মহিলা হাওয়া হয়ে গেছে। মুঠোবন্দী টাকাটা এক পলক দেখল জো। আলোর নিচে নিয়ে এসে ভাল করে লক্ষ করল। সোনার একটা মোহর। নিরাপত্তার খাতিরে মুখের ভেতর ওটা চালান করে দিল ও। তারপর ঝাড়ুটা তুলে নিয়ে, কবরস্থানের ধাপগুলো রোজকার মত সযত্নে ঝাঁট দিতে লাগল।

*

সে রাতে, জো তার হতশ্রী ঘরে ফিরে যাওয়ার বহু পরে, লেডি ডেডলক তাঁর বাড়ির সিঁড়ি ভেঙে নেমে ক্যারিজে চাপলেন। সুবেশিনী লেডি ডেডলক আজ তাঁর সেরা অলঙ্কারে সজ্জিত। অভিজাত এক পরিবারে ডিনারের দাওয়াত পড়েছে ভদ্রমহিলার।

ওদিকে, চেসনি ওয়াল্ডে অসুস্থ স্যার লিস্টারের চোখে ঘুম নেই। রাতে, ভূতের রাস্তায় এ যাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে জোরাল শুনিয়েছে পদশব্দ।

ছয়

পুরো শীতকালটা, এসথার ও অ্যাডা ব্লিক হাউজে আনন্দে কাটাল। পড়াশোনা, কাজ-কর্ম সবই একসাথে দুই বান্ধবীর। ফলে, শীতের দিনগুলো যেন উড়ে চলে গেল। মাঝে মধ্যে, বিকেলে কিংবা সন্ধ্যায়, রিচার্ড কারস্টোন সঙ্গ দিয়েছে ওদের।

রিচার্ড অস্থিরচিত্ত যুবক। কোন কাজেই তার মন বসে না। মুখে সব সময় এক কথা, জীবনে সে কি করবে না করবে। প্রথমটায় ওর ইচ্ছে ছিল, নাবিক হবে। সাগর ভালবাসে ও। কিন্তু যত কথাই বলুক, মনস্থির করতে পারে না সে কোনমতেই। কখনও বই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুঁদ হয়ে থাকে তো কখনওবা সারা দিন গাঁয়ে ঘোড়া দাবড়ে বেড়ায়।

জীবন সম্পর্কে ওর ছাড়া-ছাড়া ভাব উদ্বিগ্ন করে তুলল জন জার্নডিসকে। এসথারের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললেন তিনি।

'রিচার্ডের কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দেখতে পাচ্ছি না,' বললেন। 'এজন্যে সম্ভবত চ্যান্সেরি দায়ী। ওর ধারণা, বসে বসে একদিন প্রচুর টাকার মালিক বনে যাবে। জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস কেসের আশায় তীর্থের কাকের মত বসে রয়েছে সে। ওর সাথে যখন কথা বলি, আমার সব কথায় সায় দেয়, কোন প্রতিবাদ করে না। কিন্তু খানিক পরেই দেখা যায়, মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে ওর—অন্য বিষয়ে বকবক করছে।'

রিচার্ড তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত হলেও একটি বিষয়ে নিশ্চিত—কাজিন অ্যাডার প্রতি হৃদয়ানুভূতির প্রশ্নে।

অনেক সঙ্কেতে, এসথার লক্ষ করেছে ওরা দু'জন মগ্ন হয়ে গল্প-গুজব করছে। তার বুঝতে বেগ পেতে হয়নি, ওরা পরস্পরকে ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু এসথার আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে গেল না, অ্যাডা নিজে যদ্দিন না কথাটা ভাঙল।

'রিচার্ড বলে ও নাকি আমাকে ভালবাসে,' বলল অ্যাডা। 'কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।'

'ভাল যে বাসে সে আমি অনেক আগে থেকেই জানি,' সহাস্যে বলল

এসথার।

'কাজিন জন কি ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছেন?' শুধাল অ্যাডা। 'তাঁকে জানানো দরকার না?'

'কানা না হলে ঠিকই জানেন,' মুচকি হেসে বলল এসথার। 'নতুন করে জানাতে হবে না।' জন জার্নডিস সত্যিই জানেন এবং এতে তাঁর সায়ও রয়েছে; তিনি আশা করছেন, অ্যাডার প্রতি রিচার্ডের ভালবাসা তাকে পরিণত করবে, ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করবে। প্রেমিক যুগলের বাক্‌দান অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন জন জার্নডিস।

এক সন্ধেবেলা, ব্লিক হাউজে ছোটখাট এক ডিনার-পার্টির আয়োজন করা হলো। বড় মধুর সময় কাটল সবার। আমন্ত্রিত অতিথি বলতে শুধু অ্যালান উডকোর্ট, সেই তরুণ ডাক্তার। ল-রাইটার নিমোর ঘরে যাকে ডাকা হয়েছিল। শান্ত-শিষ্ট, বিচক্ষণ যুবকটি এসথারের পাশে বসে রইল।

সম্প্রতি রিচার্ডের মনে সাধ জেগেছে, অ্যালান উডকোর্টের মত সে-ও ডাক্তার হবে। পেশা হিসেবে ডাক্তারি বেছে নেবে ঠিক করেছে সে। বইপত্র কিনে ফেলেছে, যথাশীঘ্র সম্ভব লন্ডনে পড়াশোনা শুরু করতে চায়।

রিচার্ড সেদিনের সন্ধেয়, নিজেই ভবিষ্যতের কথা তুলল।

'এসথার, তুমি কিন্তু আমাকে প্রতি সপ্তায় চিঠি লিখবে, অ্যাডা কেমন আছে জানাবে। দেখো, কেমন পরিশ্রম করি আমি। আমাদের বিয়েতে তুমিই তো নিতকনে হবে। আর কেসটা যদি জিতে যাই...'

অ্যাডার মুখের চেহারা অপ্রসন্ন হয়ে উঠছে লক্ষ করে চুপ করে গেল রিচার্ড।

'আমরা যেমন আছি তেমনি গরীবই থাকব, রিচার্ড, তুমি যাই বলো,' বলল অ্যাডা।

'না, মানে বলছিলাম যে জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিসের কেসটা আমাদের একদিন লালে লাল বানিয়ে দিতেও পারে। আশা হারানো ঠিক না। কিন্তু তুমি যদি না চাও, আমি না হয় আর ওকথা তুলব না।'

এরপর বাকি সন্ধেটা হাসাহাসি, আমোদ-ফুর্তি করে কেটে গেল। এক কালের নিরানন্দ এই বাড়িতে বয়ে গেল খুশির বন্যা। জন জার্নডিস ওয়ার্ড-ইন চ্যান্সেরিদের বাড়িতে ঠাঁই দিয়ে আজ বেজায় খুশি। এসথার সবাইকে খাতির-যত্ন করছে, এটাও তাঁকে কম আনন্দ দিল না।

তো, রিচার্ড কারস্টোন ব্লিক হাউজ ছাড়ল। লন্ডনের এক সফল ডাক্তারের সঙ্গে বাস করতে যাচ্ছে সে। তার ডাক্তারি পড়ার স্বপ্নসাধ এতদিনে পূরণ হবে।

ব্লিক হাউজ ত্যাগের আগে, চিঠি লিখবে কথা দিল ও অ্যাডা আর এসথারকে। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে ক্রমেই কমে এল ওর চিঠি পাঠানো।

ক'মাস পরে, রিচার্ড যে ডাক্তারটির কাছে পাঠ নিচ্ছে, তাঁর চিঠি পেলেন মি. জন জার্নডিস। চিঠিতে জানা গেল, রিচার্ডের পড়াশোনায় মন নেই।

প্রথম প্রথম বেশ আগ্রহ দেখা গেছিল, এখন আর তার ছিটেফোঁটাও নেই। তাছাড়া ও নাকি প্রচুর অপচয় করছে।

রিচার্ডের সঙ্গে দেখা করতে যাবে, সিদ্ধান্ত নিল অ্যাডা ও এসথার। রিচার্ড ওদের কাছে মন খুলে কথা বলবে, আশা করছে। অ্যাডার অবশ্য ধারণা, রিচার্ড কোন ভুল করতে পারে না। সে যা করছে ঠিকই করছে। কিন্তু এসথার মুখে কিছু না বললেও সত্য উদ্‌ঘাটন করতে চায়।

লন্ডনে পৌঁছে সোজা ডাক্তারের ওখানে গেল দু'বান্ধবী।

'কেমন চলছে সব, রিচার্ড?' এসথার প্রশ্ন করল।

'ভালই, কিন্তু বড্ড একঘেয়ে কাটছে সময়। বুঝলে না, কেসের সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত সময়টা কোনমতে পার করা আর কি।'

'কিছু মনে কোরো না, রিচার্ড,' ধীর কণ্ঠে বলল এসথার। 'সব কাজেই তুমি এই একই দোহাই দেবে না তো?'

'আসলে আমার আরও ভেবেচিন্তে ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়া উচিত ছিল,' বলল রিচার্ড। 'এখন মনে হচ্ছে আইন নিয়ে পড়লেই ভাল করতাম।'

'আইন,' এমনভাবে পুনরাবৃত্তি করল অ্যাডা, শব্দটাকে যেন দস্তুরমত ভয় পায় ও।

'আইন পড়লে,' বলে চলেছে রিচার্ড, 'কোর্টে যেতে পারতাম। আমার আর অ্যাডার স্বার্থটা দেখতে পারতাম। তাতে কাজে লাগত পড়াশোনাটা।'

দু'বান্ধবী মিলেও রিচার্ডের মত পরিবর্তন করাতে পারল না। তবে ওদের সঙ্গে ব্লিক হাউজে ফিরে যেতে রাজি হলো সে। জন জার্নডিসকে রিচার্ডের নয়া পরিকল্পনার কথা খুলে জানানো উচিত।

রিচার্ডের মনে কোন প্যাঁচ-ঘোঁচ নেই। সে মি. জার্নডিসকে পড়াশোনায় অনীহার কথা জানাল। এ-ও বলল, এখন সে আইন পড়তে চায়।

জন জার্নডিস ব্যাপারটা পছন্দ না করলেও গভীর মনোযোগে ওর কথা শুনলেন।

'আমি ভুল করে ফেলেছি,' বলল রিচার্ড। 'অবশ্য মানুষমাত্রই ভুল করে। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি, মন দিয়ে আইন পড়ে নিজের পায়ে দাঁড়াব। বিশ্বাস করুন, এর কোন এদিক-সেদিক হবে না।'

মি. জার্নডিস নীরবে বসে রইলেন বেশ ক'মিনিট।

'সাবজেক্ট যদি বদলাতেই হয়, বদলাবে। কিন্তু অ্যাডার কথাটাও একটু ভাবা দরকার, রিচার্ড, তোমাকে এখন থেকে সিরিয়াস হতে হবে।'

'আপনি ওর ওপর রাগ করছেন না তো, কাজিন জন?' বলল অ্যাডা।

'না, না,' বলে উঠলেন জন জার্নডিস। 'ছেলেমানুষ, ভুল তো হতেই পারে। যাকগে, আমি সাধ্যমত ওকে সাহায্য করব কথা দিচ্ছি।'

জন জার্নডিস আলতো হাতে দু'কাঁধ স্পর্শ করলেন অ্যাডার, রিচার্ডের উদ্দেশে মৃদু হেসে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ধীর পায়ে। একমাত্র এসথারের চোখেই তাঁর বিষণ্ন অভিব্যক্তি ধরা পড়ল।

একটু পরে নিজের কামরায় চলে গেল এসথার, কিন্তু দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। শেষমেষ সেলাইয়ের সরঞ্জাম বের করে কাজে মন দিল। এক সময় সুতো ফুরিয়ে যেতে মনে পড়ল, নিচে রাখা আছে। একটা মোমবাতি নিয়ে সন্তর্পণে নেমে এল ও। কিন্তু অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, তার গার্জেন ফায়ারপ্লেসের পাশে তখনও বসে। গালে হাত তাঁর, মুখখানা বিষাদগ্রস্ত।

'আরে, এসথার, এখনও জেগে আছ দেখছি,' অবাক কণ্ঠে বললেন ভদ্রলোক।

'ঘুম আসল না, তাই ভাবলাম বসে বসে সেলাই করি,' বলল এসথার। 'আপনার শরীর ভাল তো?'

'শরীর ঠিকই আছে,' বললেন জন জার্নডিস। 'আমি আসলে তোমার কথা ভাবছিলাম। তোমার জীবনটা–'

'আমার আবার জীবন,' বলল এসথার। 'পুরোটাই তো এক দুঃখের পাঁচালী। জন্মের পর থেকেই শুনে আসছি আমার মা নাকি কুলটা। আমরা মা-মেয়ে নাকি একে অন্যের কলঙ্ক।' দু'হাতে মুখ ঢাকল মেয়েটা।

'ন'বছর আগে,' বললেন জন জার্নডিস তোমার কথা জানিয়ে আমার কাছে একটা চিঠি আসে। যে মহিলা তোমাকে ওসব কঠিন-কঠিন কথা বলত চিঠিটা তার লেখা। গোপনে তোমাকে মানুষ করছিল সে। একাজে আমার সাহায্য চায়, আমি রাজি হই। তোমার অবশ্য এসব কথা তখন জানার কথা নয়। সেদিনের সেই ছোট্ট এসথারকে আজ ব্লিক হাউজে পেয়ে আমার খুশির সীমা নেই।'

'আমারও খুব ভাল লাগছে এখানে এসে, প্রিয় গার্জেন। আপনি আমার বাবার দায়িত্ব পালন করেছেন।'

'ওসব কথা থাক। যাও, শুয়ে পড়োগে।'

খুশি মনে নিজের ঘরে ফিরে এল এসথার।

পরদিন ব্লিক হাউজে এক অতিথি এল। অ্যালান উডকোর্ট। ব্লিক হাউজের বন্ধুদের কাছে বিদায় নিতে এসেছে। এক জাহাজে চাকরি পেয়ে চলে যাচ্ছে যুবক। ভারত ও চীনে যাবে সে জাহাজ। দীর্ঘ দিনের যাত্রা।

বন্ধুদের সবার মন খারাপ হয়ে গেল।

অ্যালান উডকোর্টকে বিদায় জানানোর পর কাজে-কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এসথার। তাকে গান গাইতে শুনল অ্যাডা, কিন্তু বেচারীর মুখের চেহারায় বিষাদের ছায়া।

সন্ধেবেলা এসথার গেল অ্যাডার কামরায়।

'বাহ, ফুলগুলো তো ভারী সুন্দর,' বলল। 'রিচার্ড দিয়েছে বুঝি?'

'না, রিচার্ড না,' হেসে উঠে বলল অ্যাডা।

'ও, বুঝেছি। দু'জনের সাথে চুটিয়ে প্রেম চালাচ্ছ।' হালকা সুরে বলল এসথার।

'প্রেমিকের দেয়া ফুল মনে হচ্ছে এগুলো দেখে?'

'নিশ্চয়ই,' হেসে বলল এসথার। 'লোকটা কে?'

জবাব দিল না অ্যাডা, এসথারের কাপড়ের সাথে সাঁটিয়ে ধরল ফুলগুলো।

'এগুলো তোমার জন্যে, এসথার। জাহাজে চেপে কে একজন বহু দূরে যাচ্ছে, সে বেচারা রেখে গেছে। প্রেমিকের দেয়া উপহারের মত লাগছে না, এসথার? কি, লাগছে না?'

এসথার ওখানে থাকলে তো, খুশিতে চোখে জল এসে গেছে–এক ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তবে তার আগে ফুলগুলো সঙ্গে নিতে ভোলেনি।

সাত

লরেন্স বয়থর্ন নামে জন জার্নডিসের একজন বন্ধু আছেন। ব্লিক হাউজে প্রায়ই আসেন তিনি। দশাসই দেহ তাঁর, দরাজ কণ্ঠ। লরেন্স বয়থর্ন জন জার্নডিসের প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের আলাপী।

ভদ্রলোক ব্লিক হাউজে বেড়াতে এলে, তাঁর ভারী গলা গমগম করে পুরো বাড়িতে। দেখলে মনে হয় ভদ্রলোক বুঝি বেজায় রাগী। কিন্তু আদতে তা নয়। অত্যন্ত নরম স্বভাবের একজন সত্যিকারের ভালমানুষ তিনি।

গরমকাল এলে, লরেন্স বয়থর্ন জন জার্নডিস ও তাঁর অতিথিদের আমন্ত্রণ জানালেন নিজের গাঁয়ের বাড়িতে।

রিচার্ড তখন লন্ডনে। এক উকিলের অফিসে কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। আইনজীবীরা সচরাচর লম্বা গরমের ছুটি কাটাতে অভ্যস্ত, কিন্তু রিচার্ড কাজ ছেড়ে আসতে পারবে না জানিয়ে দিয়েছে। কাজ বলতে ওর এখন শুধু পড়াশোনা আর জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস কেস নিয়ে ভাবনা-চিন্তা।

লরেন্স বয়থর্ন চেসনি ওয়াল্ডের কাছেপিঠে বাস করেন। তিনি স্যার লিস্টার ডেডলকের প্রতিবেশী। কিন্তু তাতে কি, মি. বয়থর্ন অহঙ্কারী স্যার লিস্টারকে দু'চোখে দেখতে পারেন না।

গ্রামে আবহাওয়া এখন বড়ই মনোরম। পাখিদের কলতানে আকাশ-বাতাস মুখরিত, মাঠে-মাঠে সুগন্ধী ফুলের সমারোহ। শেষ বিকেল নাগাদ ব্লিক হাউজের বাসিন্দারা ছোট্ট পাড়া-গাঁটিতে এসে পৌছল। খুদে ক্যারিজটা নিয়ে মেহমানদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন মি. বয়থর্ন।

'আমি দুঃখিত, আমাদেরকে একটু ঘুরে যেতে হবে,' বললেন মি. বয়থর্ন। 'স্যার লিস্টারের পার্কের ভেতর দিয়ে গেলে অবশ্য শর্টকাট হয়, কিন্তু আমি ওই লোকের জমি মাড়াতে চাই না।'

'ডেডলকরা কি এখন এখানে নাকি, লরেন্স?' ক্যারিজ চলতে শুরু করলে প্রশ্ন করলেন মি. জার্নডিস।

'হ্যাঁ, অহঙ্কারী লোকটা এখানেই আছে,' বললেন মি. বয়থর্ন। 'তার স্ত্রী লেডি ডেডলকও শিগ্‌গিরি এসে পড়বে। মহিলা কেন যে অমন একটা হামবড়া লোককে বিয়ে করতে গেল আল্লাই জানে।'

একটু পরেই, পার্কটার পাশ দিয়ে এগোল ক্যারিজ, এবং স্যার লিস্টারের চেসনি ওয়াল্ড দেখা গেল। গাছ-পালা আর বাগান বেষ্টিত বাড়িটা অপূর্ব লাগল ওদের চোখে, মনে হলো যেন শান্তির নীড়।

মি. বয়থর্ন ছোট অথচ চমৎকার এক বাড়িতে বাস করেন। চোখ জুড়ানো বাগান তাঁর বাড়ি ঘিরে। গাছে-গাছে ফল পেকে ঝুলছে। আশ্চর্য শান্ত-সমাহিত পরিবেশ। পাখিগুলো অবধি নীরবে গান গাইছে মনে হলো অতিথিদের কাছে।

সেদিনটা ছিল শনিবার। রোববার সবাই মিলে পার্কের ভেতরকার ছোট্ট গির্জাটার উদ্দেশে পায়ে হেঁটে চলল।

গির্জার ভেতর ঢুকে এসথার চারদিকে দৃষ্টি বুলাতে লাগল। উপস্থিত বেশিরভাগ লোক চেসনি ওয়াল্ডের ভৃত্য স্থানীয়। এদের মধ্যে বয়সে সবচাইতে ছোট এক সুন্দরী মেয়ে। কালো কুচকুচে চুল তার, গাল দুটো লাল টুকটুকে। এই মেয়েটির পেছনে দাঁড়িয়ে নিখুঁত পোশাক পরা দীর্ঘাঙ্গী এক মহিলা। দেখে মনে হয় ফরাসী। মহিলা সুদর্শনা বটে, তবে তার কঠোর, কাজলকালো চোখ দুটোয় যেন কিসের ঘৃণা আর ক্ষোভ ধকধক করছে।

ঘণ্টা বাজা বন্ধ হলো। উঠে দাঁড়াল লোকজন। স্যার লিস্টার ডেডলক, স্ত্রীকে পাশে নিয়ে, ধীর পায়ে গির্জায় প্রবেশ করলেন।

এসথার লেডি ডেডলকের উদ্ধত, সুন্দর মুখখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। ভদ্রমহিলাও ওর চোখ থেকে দৃষ্টি সরালেন না।

হঠাৎই কেমন অদ্ভুত এক অনুভূতি গ্রাস করল এসথারকে। মুহূর্তের জন্যে ছেলেবেলার অসুখী দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল ওর। যাঁর কাছে মানুষ, সেই কঠোর হৃদয় মহিলার ছবি ভেসে উঠল মানসপটে। লেডি ডেডলক কি তাঁর মত দেখতে? না, মোটেই তা নয়। কিন্তু তবু কেন কে জানে এঁকে দেখামাত্র শৈশবের দুঃখময় স্মৃতিগুলো হানা দিল ওর অন্তরে।

এক সময় কেটে গেল অনুভূতিটা, এবং এ ব্যাপারে বন্ধুদের কিছু জানাল না এসথার।

পরের গোটা সপ্তাহটায় চমৎকার ঝলমলে রোদ আর উজ্জ্বল নীল আকাশ পেল ওরা। অতিথিরা বাইরে বাইরেই কাটাল বেশিরভাগ সময়। বনে উদ্দেশ্যবিহীন ঘোরাঘুরি আর মন চাইলে চেসনি ওয়াল্ডের সুবিশাল গাছ-গাছালির ছায়ায় বিশ্রাম।

পরের শনিবার, মি. জার্নডিস যথারীতি অ্যাডা আর এসথারকে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। বাতাস তেতে রয়েছে, ঝড় আসন্ন।

আচমকা বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হলো শুরু। কপালগুণে, ওরা তখন এক

ছোট কুটিরের কাছে ছিল। মি. জার্নডিস মেয়ে দু'টিকে নিয়ে ত্বরিত ওটার ভেতরে ঢুকে পড়লেন। খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে প্রবল হাওয়ায় গাছগুলোকে নুয়ে পড়তে লক্ষ করল ওরা। মুষলধারে পড়েই চলেছে বৃষ্টি। অন্ধকার বন আলোকিত হয়ে উঠল বিজলির চমকে। তারপর বিকট শব্দে পড়ল বাজ। বাতাসে তাজা ঘ্রাণ।

'দরজার এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকাটা বিপজ্জনক হতে পারে।'

'আরে না,' অভয় দিল অ্যাডা। 'অত ভয়ের কিছু নেই, এসথার,' বলল।

সবিস্ময়ে মুখ তুলে চাইল এসথার। সে তো কথা বলেনি। ঘুরে চাইতে এক মহিলাকে আবছায়ায় দাঁড়ানো দেখতে পেল। ভদ্রমহিলা লেডি ডেডলক।

'ভয় পেলে নাকি?' বললেন তিনি। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে এসথারের মুখের চেহারা, ওর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে লেডি ডেডলক।

'মি. জার্নডিসের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছি নিশ্চয়ই,' বললেন লেডি ডেডলক। 'রোববার তো চার্চে গেছিলেন আপনারা, তাই না?'

লেডি ডেডলক মি. জার্নডিসকে তাঁর একখানা হাত এগিয়ে দিলেন। আকর্ষণীয়া, সুরূপা লেডি ডেডলক বিনীত সুরে কথা বললেন ভদ্রলোকের সঙ্গে।

'এ নিশ্চয়ই আপনার ওয়ার্ড, মিস ক্লেয়ার,' অ্যাডার দিকে চেয়ে বললেন লেডি ডেডলক। 'অন্যজনের সাথে তো পরিচয় হলো না।'

'ও হচ্ছে মিস সামারসন,' বললেন মি. জার্নডিস। 'ও-ও আমার ওখানে আছে।'

'মিস সামারসনের বাবা-মা নেই বুঝি?' জানতে চাইলেন মাই লেডি।

'না।'

'আপনার মত সহৃদয় গার্জেন পাওয়া কিন্তু ভাগ্যের কথা।' এসথারের উদ্দেশে চেয়ে থেকে কথাগুলো বললেন লেডি ডেডলক।

ঠিক সে মুহূর্তে ছোট এক ক্যারিজ কুটিরের দরজায় এসে থামল। ভেতরে বসা ছিল দুই মহিলা। এসথার এদের দু'জনকে গির্জায় দেখেছে। একজন হচ্ছে সেই ফরাসী চেহারার মহিলা, অপরজন সুন্দরী সেই তরুণী।

রাজকীয় ভঙ্গিমায় ক্যারিজ অবধি হেঁটে গেলেন লেডি ডেডলক। ভাবে-ভঙ্গিতে বোঝা গেল, ফরাসী মহিলাকে এখানে আশা করেননি।

'তোমাকে তো আসতে বলিনি,' বললেন তিনি। 'আমি রোজাকে ডেকেছিলাম।'

ফরাসী মহিলা বিনাবাক্যব্যয়ে বেরিয়ে এল। লেডি ডেডলক ক্যারিজে উঠতে কোচোয়ান রওনা দিল।

ফরাসী মহিলাটির নাম হরটেন্স। এক মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ক্যারিজটা লক্ষ করল সে। তার মুখের চেহারায় আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল অদ্ভুত এক ঘৃণার অভিব্যক্তি। হরটেন্স এবার জুতো খুলে লম্বা-লম্বা, ভেজা

ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। তারপর লেডি ডেডলকের মত উদ্ধত ভঙ্গিতে হাঁটা ধরল চেসনি ওয়াল্ডের পথে।

আট

লন্ডনে, আইনজীবীরা তখনও ছুটি কাটাচ্ছে। লিঙ্কন'স ইনে আবহাওয়া ভয়ানক গুমোট। শূন্য রাস্তা-ঘাট ধূলিধূসরিত। বয়স্ক উকিলরাও বলছেন এত গরম পড়তে তাঁরা আগে কখনও দেখেননি।

তৃষ্ণার্ত কুকুর পানির জন্যে গর্জাচ্ছে। অলিতে-গলিতে আগুন ধরে গেছে যেন। মি. ক্রুকের পড়শীরা বাড়ির বাইরে চেয়ার এনে ছায়ায় বসে রয়েছে, গরমে এতটাই অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। মি. ক্রুকও এর ব্যতিক্রম নয়। তার বেড়ালটা, কখনোই যেটা গরমে কাবু হয় না, একপাশে গা এলিয়ে শুয়ে।

মি. স্ন্যাগসবি, ল-স্টেশনার, তাঁর দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে–গরমের দাপট ভুলে থাকতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। এসময় এক উত্তেজিত পুলিসকে সরু রাস্তাটা ধরে এদিকে আসতে দেখা গেল। রাস্তার এক ছোঁড়াকে বাহু ধরে টেনে আনছে হিড়হিড় করে।

মি. স্ন্যাগসবিকে দেখামাত্র জ্বালামুখ খুলে গেল পুলিসটির।

'ছোঁড়াকে কতবার বলেছি একখানে থাকবি না, ভেসে বেড়াবি,' বলল সে। 'কিন্তু কে শোনে কার কথা।'

'আমি তো সেই জন্মের পর থেকেই ভেসে বেড়াচ্ছি,' শতচ্ছিন্ন জামার হাতায় চোখ মোছে ছেলেটি।

'এখন বোঝ ঠেলা,' বলল পুলিস লোকটা। 'কথা তো শুনিস না, এখন থাক্ গারদের ভেতর।'

'আরে, জো না?' বলে উঠলেন মি. স্ন্যাগসবি।

'ও, একে চেনেন নাকি, স্যার?'

'হ্যাঁ, চিনি বৈকি,' বললেন মি. স্ন্যাগসবি। মায়াভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন অসহায় ছেলেটির দিকে। 'বেচারা টম-অল-অ্যালোনে থাকে।'

'ছোঁড়া "বেচারা" কিনা আমার জানা নেই,' বলল পুলিস। 'এই রুপোর পয়সা দুটো ওর কাছে পেয়েছি। ওর মত একটা রাস্তার ছেলে চুরি না করলে এগুলো পায় কোথায়?'

'খরচ করার পর এ-ই বেঁচেছে,' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল জো। 'এক ভদ্রমহিলা আমাকে একটা সোনার মোহর দিয়েছিলেন। ঘোমটা পরা এক মহিলা, অনেকগুলো আঙটি হাতে। আমাকে বলেন কবরস্থানটা দেখিয়ে দিতে।'

'রাখ্, ছোঁড়া! তোর কথা বিশ্বাস করি না,' দাবড়ে ওঠে পুলিসম্যান।

'সত্যি বলছি!' নিষ্পাপ চোখ মেলে মি. স্ন্যাগসবির দিকে সাহায্যের আশায় চেয়ে থাকে জো।

'এক কাজ করুন,' কোমল কণ্ঠে বললেন সদাশয় মি. স্ন্যাগসবি। 'ওকে এবারের মত ছেড়ে দিন। কথা দিচ্ছি ও আর এ তল্লাটে থাকবে না।'

'যা ভাগ,' জো-র ওপর তড়পে ওঠে পুলিস লোকটা। 'পয়সা নিয়ে পালা এখান থেকে, তোকে যেন আর কোনদিন এদিকে না দেখি।'

সেদিন সন্ধেয়, জো যখন অবিরাম পথ চলছে, মি. স্ন্যাগসবি দেখা করলেন মি. টুলকিংহর্নের সঙ্গে।

খোলা জানালার পাশে বসে ওয়াইন পান করছিলেন ভদ্রলোক। তাঁকে জো-র ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন মি. স্ন্যাগসবি। বাধা না দিয়ে পুরোটা একমনে শুনে গেলেন মি. টুলকিংহর্ন।

মি. স্ন্যাগসবি সহসা কামরায় তৃতীয় আরেকজন মানুষের উপস্থিতি টের পেলেন। কখন নীরবে এসে তাঁর সমস্ত কথা শুনে ফেলেছে লোকটা।

'ঘাবড়িয়ো না, ইনি জানলে অসুবিধে নেই,' স্ন্যাগসবিকে আশ্বস্ত করলেন টুলকিংহর্ন। 'তা সব শুনে কি মনে হলো তোমার, বাকেট? ও, হ্যাঁ, তোমাকে বলা হয়নি, মি. বাকেট একজন গোয়েন্দা,' শেষের কথাগুলো মি. স্ন্যাগসবিকে উদ্দেশ্য করে বলা।

'ছেলেটার সাথে কথা বলা দরকার,' বলল বাকেট। 'আপনাকে সঙ্গে পেলে ভাল হয়, মি. স্ন্যাগসবি। ওর কোন ক্ষতি হবে না, কথা দিচ্ছি। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘরে ফিরে গেছে ও?'

মি. বাকেট সটান উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে হ্যাট তুলে নিল।

'আমি রেডি, স্যার,' বলল।

মি. স্ন্যাগসবিকে পেছনে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

রাস্তায় নেমে হাঁটছেন, মি. স্ন্যাগসবি লক্ষ করলেন অনেকে চেনে গোয়েন্দাপ্রবরকে। বেশ ক'জন অমার্জিত চেহারার লোক তার দিকে কঠোর দৃষ্টি হেনে, হনহন করে উল্টোমুখো হাঁটা দিল। মি. বাকেটের দৃষ্টি যদিও সিধে সামনে নিবদ্ধ, মি. স্ন্যাগসবি অনুভব করলেন কিছুই তার নজর এড়াচ্ছে না।

একটু পরেই, আলো হাতে এক পুলিসম্যান যোগ দিল ওঁদের সাথে। গলিপথে গাঢ় অন্ধকার। পাথরে নোংরা পানি আর কালো কাদা লেপ্টে রয়েছে। পুতিগন্ধময় পরিবেশ।

মি. বাকেট শেষমেষ জো-র খোঁয়াড়সদৃশ ঘরটা খুঁজে বের করল।

জো ছিল না ওখানে। নেশাগ্রস্ত ঘুমকাতুরে দু'জন পুরুষ ও তাদের স্ত্রীদের পাওয়া গেল।

'তোমরা কারা?' প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল মি. বাকেট। 'তোমাদের তো আগে কখনও দেখিনি। তোমাদের স্বামীরা তো ব্রিকমেকার, তাই না?'

'জ্বী, স্যার। আমরা লন্ডনে থাকি না,' বলল যুবতী মহিলাটি। 'কাজের

খোঁজে গতকাল এসেছি।'

'এভাবে ঘুমালে কাজ পাওয়া যায়?' ঘুমন্ত পুরুষ দু'জনের উদ্দেশে চেয়ে বলল মি. বাকেট।

'তা তো সত্যিই, স্যার,' বয়স্ক মহিলাটি ব্যথিত কণ্ঠে বলল।

ভারী বাতাসে ক্ষীণ আলো বিলাচ্ছে একটা মোমবাতি। যুবতীর কোলে বাচ্চা লক্ষ করেছে বাকেট, এবার প্রশ্ন করল, 'তোমার বাচ্চা বুঝি?'

'আমার না, স্যার। আমারটা কিছুদিন আগে মারা গেছে।'

'মরে বেঁচেছে, জেনি,' বয়স্কা মহিলা বলল। তার কণ্ঠে নিষ্ঠুরতা নেই, আছে ব্যর্থতার ক্ষোভ।

'মরে বেঁচেছে মানে!' মি. বাকেট হতবিহ্বল।

'এটা একটা জীবন হলো?' পাল্টা বলল মহিলা। 'এখানে যে ছেলেটা থাকে সে ডাক্তারের কাছে গেছে ওষুধ আনতে। কি জীবন তার? এই বাচ্চাটারই বা ভবিষ্যৎ কি বলুন?'

সে মুহূর্তে, জো ফিরে এল।

'এ-ই হচ্ছে জো,' মি. স্ন্যাগসবি বললেন মি. বাকেটকে।

মহিলার হাতে ওষুধ বুঝিয়ে দিল জো। তার পর পরই, জোকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল মি. বাকেট। শীঘ্রিই, অন্ধকারে ঢাকা, নোংরা রাস্তা ধরে ফিরতি পথে হেঁটে চলল সবাই। খানিক বাদে, মি. টুলকিংহর্নের সিঁড়ি ভেঙে, সবার আগে আগে উঠতে শুরু করল মি. বাকেট। চাবি ছিল তার কাছে, সশব্দে দরজা খুলল সে।

কামরায় মি. টুলকিংহর্ন নেই। ভেতরে অপর্যাপ্ত আলো। প্রথম দর্শনে কামরাটাকে নির্জন বলে ঠাহর হয়। সহসা থমকে দাঁড়াল জো।

'আরে, ওই তো,' চেঁচিয়ে ওঠে জো। 'ওই ভদ্রমহিলাকেই তো কবরস্থানে নিয়ে গেছি আমি।'

কামরার মাঝখানে এসে দাঁড়াল এক মহিলা।

'ইনিই যে তিনি তুমি ঠিক জানো?' বাকেট প্রশ্ন করে।

'আলবত,' জোর গলায় বলে জো। 'এই ঘোমটা আর পোশাক সেদিনও দেখেছি।'

'আপনার দস্তানা খুলুন,' মহিলার উদ্দেশে বলল বাকেট। 'এই, ওঁর হাত দেখো। আঙুলগুলো একই নাকি?'

'না!' বলে উঠল জো। 'আলাদা। হাতটাও অত ফর্সা নয়। না, এ হাত সে হাত নয়।'

'গলাটা চেনা-চেনা লাগছে?' জানতে চায় বাকেট। 'মন দিয়ে শোনো তো।'

মহিলা কিছু কথা বলে শোনাল।

'না, এ গলা আমি আগে শুনিনি। ঘোমটা আর পোশাক একই আছে, গলাটা আলাদা।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পারো,' খানিকটা হতাশ শোনাল গোয়েন্দার কণ্ঠ। সন্তুষ্ট হতে পারেনি যে।

জো তার বখসিস পকেটে পুরে বিদেয় হলো। কামরায় ফিরে এলেন মি. টুলকিংহর্ন। মহিলা তার ঘোমটা তুলে ধরল। এ হচ্ছে সেই ফরাসী মহিলা, খালি পায়ে চেসনি ওয়াল্ডে হেঁটে গেছিল যে।

'ধন্যবাদ, ম্যাডামজেল হরটেন্স,' বললেন মি. টুলকিংহর্ন। 'আপনাকে আর কষ্ট দেব না।'

'লেডি ডেডলক সামান্য কারণে আমাকে বরখাস্ত করেছেন,' বলল সে। 'আপাতত বেকার আমি। আমার দিকে একটু সুদৃষ্টি রাখবেন আশা করি।'

'আপনার কথা মনে থাকবে,' একথা বলে দরজা অবধি মহিলাকে এগিয়ে দিলেন মি. টুলকিংহর্ন। যতক্ষণ না সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল দাঁড়িয়ে রইলেন।

'কি বুঝলে হে, বাকেট?' শুধালেন তিনি।

'কোন সন্দেহ নেই, আর কেউ এর কাপড় পরেছিল,' বলল গোয়েন্দা। 'মি. স্ন্যাগসবির বোধহয় দেরি করিয়ে দিলাম।'

ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে বাড়িমুখো হলেন মি. স্ন্যাগসবি। তিনি বাসায় পৌঁছলেন, বিছানায় গেলেন, তারপরও দীর্ঘক্ষণ মি. টুলকিংহর্ন ও মি. বাকেট বৈঠক করলেন। খুব নিচু স্বরে কথা-বার্তা বললেন তাঁরা, শোনার জন্যে তৃতীয় আর কেউ ওখানে ছিল না যদিও।

নয়

গরমকাল উতরে গেছে প্রায়। ব্লিক হাউজে ফিরে এসেছে অ্যাডা ও এসথার। রিচার্ড লন্ডনে থাকলেও ঘন ঘন ব্লিক হাউজে আসে।

প্রথমটায় বেজায় খুশি-খুশি দেখাত ওকে, কাজে-কর্মে ভারী উৎসাহী। কিন্তু ওর যাবতীয় ভাবনা-চিন্তা জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস কেসটাকে ঘিরে। রোজই আদালতে যেতে শুরু করেছে সে, অভাবী বৃদ্ধা মিস ফ্লাইটের মত। ওর মুখে এখন কেবল এক কথা—জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস। মামলাটার পাল্লায় পড়ে গেছে সে, মানুষ যেমন অসৎ বন্ধুবান্ধবদের খপ্পরে পড়ে যায়।

রিচার্ডের জন্যে দুশ্চিন্তা হয় এসথারের, মন খারাপ হয়। কিন্তু অ্যাডা রিচার্ডের প্রেমে এমনই হাবুডুবু খাচ্ছে, তার চোখে কোন পরিবর্তন ধরা পড়ে না।

'রিচার্ড,' এসথার ওকে একদিন ব্লিক হাউজে পেয়ে বলল, 'তুমি এখন সুখী তো?'

'সুখী? কিভাবে হই বলো, কেসটার যদ্দিন না ফয়সালা হচ্ছে। অবশ্য খুব শিগ্‌গিরিই একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাবে। কিন্তু এসব কাজে প্রচুর

টাকা লাগে জানোই তো। কিছু ধার-কর্জ করে ফেলেছি।'

'বলো কি?' আঁতকে ওঠে এসথার।

'হ্যাঁ। কিন্তু মামলার নিষ্পত্তি হোক, দেখবে ঘুরে গেছে ভাগ্যের চাকা।'

'আইন পড়তে ভাল লাগছে নিশ্চয়ই?'

'আইন? না, তেমন একটা না সত্যি বলতে কি, মোটেই ভাল্লাগছে না। জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিসের পেছনে লাগার পর থেকে আইনের ওপর কেমন ঘেন্না ধরে গেছে। আমার মাথায় এখন অন্য চিন্তা।'

'তার মানে?' গলা চড়ে গেছে এসথারের। রিচার্ডের হাসি মুখের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে সে।

'আর্মি ছাড়া গতি নেই। সৈনিকের জীবন বেছে নেব ঠিক করেছি–যদ্দিন না কেসটার একটা সুরাহা হচ্ছে।'

মন খারাপ হয়ে গেল এসথারের, কিন্তু রিচার্ডের মত পাল্টাতে পারে সে সাধ্য ওর নেই। জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস কেস এরইমধ্যে কালচে ছায়া ফেলতে শুরু করেছে রিচার্ডের জীবনে।

রিচার্ডের সিদ্ধান্তের কথা শুনে জন জার্নডিস মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। দীর্ঘক্ষণ ওকে নিয়ে বসে, বোঝানোর চেষ্টা করলেন কাজটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু কে শোনে কার কথা। রিচার্ড তার সিদ্ধান্তে অটল।

রিচার্ডকে নিয়ে জন জার্নডিস অ্যাডা ও এসথারের সঙ্গে জরুরী আলোচনায় বসলেন। তাদের জানালেন, রিচার্ডের নয়া পরিকল্পনার কথা।

'আমার টাকা-পয়সা সব ফুরিয়ে গেছে,' বলল রিচার্ড। 'ফলে এ জীবন বেছে নেয়া ছাড়া উপায়ও নেই। তবে চিরদিন এরকম থাকবে না। মামলাটার একটা মীমাংসা হোক না, তারপর...'

'রিচার্ড, প্লীজ,' হঠাৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠে, সিধে হয়ে দাঁড়ালেন জন জার্নডিস। দু'হাতে কান চাপা দিয়েছেন। 'আল্লার ওয়াস্তে জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিসের আশা ছেড়ে দাও। তারচেয়ে ধার-দেনা কিংবা ভিক্ষা করে খাওয়া অনেক ভাল–এমনকি মরণও ভাল।'

মি. জার্নডিসের কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, তিন যুবক-যুবতী আতঙ্ক বোধ করল।

'অ্যাডা,' বললেন মি. জার্নডিস। 'কথাগুলো হয়তো কঠিন শোনাল। কিন্তু আমি ব্লিক হাউজে এতদিন ধরে বাস করছি, কম অঘটন তো দেখলাম না। ওসব কথা না তোলাই ভাল। অন্য এক ব্যাপারে কিছু কথা বলার ছিল আমার। রিচার্ড আর অ্যাডার এনগেজমেন্টটা তাড়াহুড়ো করে করা হয়ে গেছে, এখন ফীল করছি আমি। আমার অনুরোধ, এখন থেকে তোমরা একজন আরেকজনকে কাজিনের মত মনে করবে। কে জানে, ভাগ্য একদিন হয়তো পাল্টাতেও পারে।'

রিচার্ড নিশ্চুপ। মুখ খুলল অ্যাডা।

'রিচার্ড, উনি আমাদের অভিভাবক, মুরুব্বী,' বলল সে। 'উনি যা

বলবেন আমাদের ভালর জন্যেই বলবেন। এবং আমাদেরও তাই করা উচিত। আল্লা তোমার সহায় হোন, প্রিয় কাজিন। তুমি যা-ই করো না কেন সফল হও, এই দোয়াই করি।'

কাজেই, সৈনিকের জীবন বেছে নিতে বদ্ধপরিকর রিচার্ড ব্লিক হাউজ ত্যাগ করল। জন জার্নডিসের কাছ থেকে শীতল স্বরে বিদায় নিল ও। অভিভাবকের ওপর খেপে গেছে বোঝা গেল। সে কিন্তু মন থেকে বিশ্বাস করে, জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস একদিন তার সমস্ত দুঃখ ঘুচিয়ে, তাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেবে। স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠতে পারল না ও।

দশ

ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছে, জোরাল হাওয়া দিচ্ছে। এমনি এক রাতে ব্লিক হাউজে এক খবর এসে পৌঁছল। জনৈক ব্রিকমেকারের স্ত্রী বয়ে এনেছে খবরটা। ব্রিকমেকারদের পরিবার লন্ডন থেকে ব্যর্থ শীনোরথে ফিরে এসেছে। আবারও বাস করছে তারা ব্লিক হাউজের আশপাশে।

'দয়া করে আসুন, মিস,' মহিলা বলল এসথারকে। 'এক গরীব ছেলে ভীষণ অসুখে পড়েছে।'

চট করে কাপড় পাল্টে, রাতের আঁধারে মহিলার পিছু পিছু বেরিয়ে এল এসথার।

কনকনে ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁতে বাড়ি খায়। গাছ-পালা দুলছে জোর হাওয়ায়। সারাদিন বৃষ্টি পড়েছে। আকাশ এখনও মেঘে ঢাকা। এসথার এক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে লন্ডনের উদ্দেশে চেয়ে রইল। জীবনে পরিবর্তনের দোলা লাগছে টের পাচ্ছে সে। ওর জীবনে অন্য কার যেন উপস্থিতি, আজকাল কাকে যেন অনুভব করে ওর অন্তর। কেমন আশ্চর্য এক অনুভূতি, মুখে প্রকাশ করা যায় না।

হতশ্রী কুটিরটায় পৌঁছে, এসথার আলতো করে টোকা দিল দরজায়। তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে। কামরার ভেতর বাতাস গুমোট আর অস্বাস্থ্যকর। মেঝেতে, ক্ষীয়মাণ আগুনের পাশে বসে, ঠাণ্ডায় হিড়হিড় করে কাঁপছে এক কিশোর। এসথার ঢুকতে মুখ তুলে চাইল। এবং ওকে দেখামাত্র সটান দাঁড়িয়ে গেল।

'উনি কেন এসেছেন জানি,' চেঁচিয়ে উঠল। 'এঁকেই আমি কবরস্থানে নিয়ে গেছিলাম। না, না, আমি আর ওখানে যাচ্ছি না। আবার গেলে আর হয়তো ফিরতে দেবে না।'

'জো, কি বলছ এসব?' ব্রিকমেকারের স্ত্রী জেনি বলল। 'ইনি আমাদের সবার প্রিয় মিস সামারসন।'

'সত্যি বলছেন?' বলল জো। 'কিন্তু ইনি দেখতে যে ঠিক সেই মহিলার

মত। পোশাক যদিও আলাদা, কিন্তু চেহারা একদম একরকম।'

এসথার জো-র কথার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে না পারলেও, ছেলেটি যে অসুস্থ তা ঠিকই বুঝল।

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি, জো,' বলল। 'কি হয়েছে তোমার?'

'প্রথমে ঠাণ্ডায় জমে গেছি, তারপর রোদে পুড়ে মরেছি। সারা গায়ে খিল ধরে গেছে। ওরা আমাকে লন্ডন থেকে খেদিয়ে দিয়েছে। তাই এখানে এসেছিলাম। তবে এখানেও থাকতে পারব না। কে জানে কখন ধরে নিয়ে যায়। চলি আমি।'

কাউকে কথা বলার সুযোগ দিল না ও, হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। ক্লান্ত মাথাটা ওর নুয়ে পড়েছে বুকের কাছে।

এসথার কুটিরে আরও কিছুক্ষণ সময় কাটাল। সবাই ভালবাসে ওকে। রুক্ষ অমার্জিত ব্রিকমেকাররা পর্যন্ত সমীহ করে চলে। মহল্লার এক ছেলে বাড়ির পথে খানিক দূর এগিয়ে দিল ওকে, বাকিটা রাস্তা একাই চলল ও। শিগ্রিই, জো-র দেখা পেল সে। রাস্তার পাশে বসে ছিল, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল এসথারের দিকে।

ওই যে, এসে পড়েছে। আমাকে কবরস্থানে নিয়ে যাবে। আমি মারা যাচ্ছি জেনে হাজির হয়ে গেছে।' প্রলাপের মত বকে চলেছে ছেলেটি।

জো-র কথায় ভয়মিশ্রিত অনুভূতি হলো এসথারের। কিন্তু ছেলেটি ভয়ানক অসুস্থ, ওকে দাঁড়াতে সাহায্য করে ধরে ধরে নিয়ে চলল ও। ব্লিক হাউজে পৌঁছে, সিধে মি জার্নডিসের সঙ্গে দেখা করতে গেল মেয়েটি।

এক ভৃত্যের তত্ত্বাবধানে বাড়ির লাগোয়া এক ছাউনিতে পাঠিয়ে দিল জো-কে। সে রাতে সন্তুষ্টচিত্তে বিছানায় গেল এসথার, গরীব-অসহায় ছেলেটিকে সাহায্য করতে পেরে মনটা খুশিতে ভরপুর।

কিন্তু সকালবেলা দেখা গেল জো হাওয়া। পাঁচ দিন ধরে খোঁজাখুঁজি করা হলো, কিন্তু পাত্তা মিলল না ছেলেটির।

এর ক'দিন বাদে, এক সকালে, ভয়ানক অসুস্থতাবোধ নিয়ে ঘুম ভাঙল এসথারের। বাইরে ঝকঝকে রোদ, কিন্তু ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার দশা মেয়েটির। আর কিছু না, জো-র রোগ সংক্রমিত হয়েছে ওর মধ্যে। কিন্তু ছেলেটির চাইতে ও অনেক বেশি কাবু হয়ে পড়ল। অ্যাডাকে শুশ্রূষার জন্যে ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিল না এসথার। এই মরণব্যাধিটি আর কিছু নয়–গুটিবসন্ত। মানুষের জান তো কেড়ে নেয়ই, রূপসী নারীকে চিরদিনের জন্যে হতকুৎসিত করে ছাড়ে–এমনই তার করাল গ্রাস।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল, অসুস্থতা কাটল না এসথারের। অসুখের ঘোরে মেয়েটি নিজেকে শিশু মনে করে। একা-অসহায় এক শিশু। দীর্ঘ, অন্ধকার রাতের মত দিনগুলো যেন পার হতে চায় না। সাঙ্ঘাতিক সব দুঃস্বপ্ন দেখে সজাগ হয় এসথার। বালিশ ভিজে যায় চোখের পানিতে।

অবশেষে, সেরে উঠতে লাগল সে। কিছু দিনের জন্যে, রোগটা ওকে প্রায় অন্ধ করে ছেড়েছিল। আজকাল বিছানায় উঠে বসে ঘরের চারপাশে দৃষ্টি বুলায় ও। প্রাণভরে লক্ষ করে প্রিয় জিনিসগুলো। কিন্তু কিসের যেন এক অনুপস্থিতি ধরা পড়ে ওর চোখে।

'আমার সব ছবি এখানে আছে তো?' মেইডকে শুধায় ও।

'আছে, মিস।'

'না, কি যেন নেই এখানে, বলে এসথার। 'কিছু একটা সরানো হয়েছে। ওহ হো, বুঝেছি–আমার আয়নাটা।'

ক'মুহূর্তের জন্যে চিন্তামগ্ন হলো এসথার। তারপর উপলব্ধি করল আয়না সরানোর কারণটা।

শুকনো, রোগাক্রান্ত মুখখানা স্পর্শ করল ও ফর্সা, চিকন হাতে। গুটিবসন্তের দাগ অনুভব করল ওর আঙুল। রূপ হারালেও সব খোয়ায়নি বেচারী মেয়েটি, ওর দীঘল কালো চুল ছড়িয়ে পড়ল দাগে ভরা মুখটার ওপর।

সবচেয়ে বড় কথা, ওকে সবাই সেই আগের মতই ভালবাসে। ক'দিন বাদে, জন জার্নডিসকে পাশে পেয়ে রিচার্ডের কথা জানতে চাইল এসথার। ভদ্রলোকের মুখের চেহারায় বিষণ্নতা ছায়া ফেলল।

'ও আর আমাকে বিশ্বাস করে না। উকিলরা ওকে কানপড়া দিয়েছে। বলেছে আমি নাকি ওর শত্রু। কেসের সব টাকা নাকি আমি মেরে দিতে চাই।

'আমি রিচার্ডকে দোষ দেই না। এই কেসটা একটা মারাত্মক অসুখের মত গ্রাস করছে ওকে। বাদ দাও, অন্য প্রসঙ্গে আসি। লরেন্স বয়থর্ন তোমাকে ওর বাসায় থাকার দাওয়াত দিয়েছে, যতদিন না পুরোপুরি সুস্থ হচ্ছ। ও বাড়ি খালি করে দিচ্ছে তোমার জন্যে। আর তোমার আরেকজন বন্ধু লন্ডন থেকে বিশ মাইল হেঁটে এসেছে, শুধু তোমাকে এক নজর দেখার জন্যে। বাইরেই আছে সে।'

দরজা মেলে ধরলেন মি. জার্নডিস, এবং প্রায় ছুটতে ছুটতে কামরায় প্রবেশ করলেন মিস ফ্লাইট। হাসি আর কান্নার মিশ্র অনুভূতি তাঁর মুখের চেহারায়।

'কতদিন পর দেখা হলো, এসথার। আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। এই যাহ, রুমালটা আনতে ভুলে গেছি। হয়েছে কি, আইনের কাগজ ছাড়া আর কিছু সাথে রাখতে মনে থাকে না। ও, ভাল কথা, ঘোমটা পরা মহিলা তোমার রুমাল নিয়ে গেছে। ব্রিকমেকারের কুটিরে গিয়েছিল সে। জেনির বাচ্চাটা যেখানে মারা যায় আরকি।'

'মনে আছে আমার,' আস্তে করে বলল এসথার। 'আমার রুমালটা দিয়ে জেনির বাচ্চার মরা মুখ ঢেকে দিই আমি।'

'জেনি বেচারীর সাথে লন্ডনে দেখা হয় আমার,' বলে চলেছেন মিস

ফ্লাইট। 'জেনি তোমাকে জানাতে বলেছে, ঘোমটা পরা মহিলার কাছে তোমার রুমালটা আছে। ওটা তোমার জানতে পেরে জোরজার করে নিয়ে গেছে। ওটার বদলে কিছু টাকাও দিয়ে গেছে সে জেনিকে।'

'কে এই মহিলা?' জানতে চায় এসথার। মিস ফ্লাইট অবশ্য কথাটার জবাব দিলেন না।

'খুব শিগ্‌গিরি মামলার একটা ফল পাব বলে আশা করছি,' মশগুল হয়ে বলছেন তিনি। 'সেই কবে থেকে হাঁ করে বসে আছি। আমার বাবা, ভাই, বোন সবাই ওটার আশায় থেকে থেকে পটল তুলেছে। রয়ে গেছি শুধু আমি। এই আদালতটা দেখলাম কিভাবে কিভাবে যেন মানুষকে আকর্ষণ করে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, এসথার, রিচার্ড কারস্টোনও এটার পাল্লায় পড়েছে। এখনই কেউ যদি ওকে না সামলায় বেচারা স্রেফ রসাতলে যাবে।'

মিস ফ্লাইট এসথারের দিকে নীরবে একটি মুহূর্ত চেয়ে রইলেন। তারপর তাঁর ছোট্ট ব্যাগটার ভেতর কি যেন খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে খবরের কাগজের একটা পাতা বের করে মেলে ধরলেন।

'ভারত মহাসাগরে ভয়াবহ এক জাহাজডুবী হয়েছে, খবরটা কি পেয়েছ?'

'মি. উডকোর্ট মারা গেছে?' হাহাকারের মত শোনাল এসথারের কথাগুলো।

'শান্ত হও,' মৃদু কণ্ঠে বললেন মিস ফ্লাইট। 'ও নিরাপদে আছে। অনেক মানুষ মারা পড়েছে, মি. উডকোর্ট জানবাজী রেখে কয়েকজনের জীবনও বাঁচিয়েছে। নাও, পড়ে দেখো।'

খবরটা পড়তে গিয়ে আনন্দে চোখে অশ্রু এল এসথারের। এমন এক পরোপকারী, দুঃসাহসী লোকের বন্ধু সে, ভাবতে গর্বে বুকটা দশ হাত হয়ে গেল ওর।

অ্যালান উডকোর্টকে ভালবাসে এসথার। মাঝে মাঝে মনে হয় সে-ও বুঝি ভালবাসে ওকে। কিন্তু যা ঘটে গেল, এরপর আর কোন পুরুষমানুষ ওকে বিয়ে করবে না। হঠাৎ এসে অসুখটা ওকে একেবারে শেষ করে দিয়ে গেছে। ওর ভবিষ্যৎ বলতে এখন আর কিছু নেই। ব্লিক হাউজই এখন থেকে ওর বাকি জীবনের স্থায়ী ঠিকানা।

এগারো

এর ক'দিন পর, মি. বয়থর্নের বাড়িতে থাকবে বলে গেল এসথার। চেসনি ওয়াল্ডের আশপাশের খোলা মাঠে আর বনের ভেতর ঘোরাফেরার ফলে ওর স্বাস্থ্যোদ্ধার সহজ হলো।

ডেডলকদের সুরম্য অট্টালিকার সামনে, বনভূমির এক চিলতে

খোলামেলা জমিতে প্রায়ই বসে থাকে সে। 'ভূতের রাস্তা'র কথা ইতোমধ্যে জানা হয়ে গেছে তার। ধূসর পাথুরে পথটার দিকে মাঝে মাঝেই একদৃষ্টে চেয়ে বসে থাকে এসথার, ভুতুড়ে পদশব্দ শোনা যায় যেখানে।

এক বিকেলে, যথারীতি পছন্দের জায়গাটায় বসে সে, চোখ তুলতে দেখতে পেল জংলা পথ ধরে কে একজন হেঁটে আসছে এদিকে। দীর্ঘ, অন্ধকার সে পথ। খানিক পরে দেখা গেল, পদচারী একজন মহিলা। লেডি ডেডলক। ভদ্রমহিলাকে ওর উদ্দেশে এগিয়ে আসতে দেখে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল এসথার। ইতিকর্তব্য ঠিক করে উঠতে পারছে না সে।

স্বাভাবিকের চাইতে দ্রুত ছন্দে হাঁটছেন লেডি ডেডলক। হাত দুটো তাঁর সামনে ছড়ানো। মুখের চেহারায় আশ্চর্য এক অভিব্যক্তি, এমনটা কেউ কখনও দেখেনি। সারাটা জীবন এই ছবিটাই তো স্বপ্নে দেখেছে এসথার। মূর্ছা যাওয়ার জোগাড় হলো ওর, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

'মিস সামারসন,' বললেন লেডি ডেডলক। 'তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি, না? তুমি অসুস্থ, খবর পেয়েছি।'

দুই মহিলা বসে পড়ল। এসথার লক্ষ করল লেডি ডেডলকের হাতে কি যেন ধরা। ওর সেই রুমালটা, জেনির কুটিরে রেখে এসেছিল যেটা। লেডি ডেডলকের মুখের দিকে চেয়ে রইল ও। ধুপধাপ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, কথা জোগাচ্ছে না মুখে। সহসা ডুকরে উঠে, এসথারকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলেন লেডি ডেডলক। তারপর হাঁটু গেড়ে বসলেন ওর সামনে।

'ওরে আমার সোনামণি, আমি তোর হতভাগিনী মা! আমাকে তুই মাফ করে দে!'

'একি করছেন আপনি, উঠুন,' বলল চমকিত এসথার। তারপর বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে বলল, 'আমার মনে কারও বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ কিংবা রাগ নেই। আপনি আমার মা হয়ে থাকলে আমি আপনাকে ভালবাসি, মা। আপনার পেটে জন্মেছি বলে আমি গর্বিত।'

'আমাকে লজ্জা দিস না রে, মা,' বললেন লেডি ডেডলক। 'শোন, ব্যাপারটা কিন্তু ফাঁস করা চলবে না। আমার স্বামীর মুখ চেয়ে কথাটা গোপন রাখতে হবে। স্যার লিস্টার অহঙ্কারী মানুষ। আমার কলঙ্কের কথা জানলে তাকে আর বাঁচানো যাবে না। আমি এক নষ্টা, দুশ্চরিত্রা মেয়েমানুষ!'

'ছি, মা, অমন কথা বলে না,' সান্ত্বনা দিল এসথার। 'তোমাকে কথা দিচ্ছি, কেউ জানবে না।'

'আমি একজন লোককে ভয় পাই,' বললেন লেডি ডেডলক। 'মি. টুলকিংহর্ন। ভদ্রলোক আমার স্বামীর উকিল। ছিদ্রান্বেষী মানুষ, আমার পেছনেও লেগেছে।'

'লোকটাকে বিশ্বাস করে সব বলা যায় না?'

'উঁহুঁ। কাউকে এসব কথা জানানো চলবে না।'

'মি. জার্নডিসকে জানালে হয়তো তিনি কোন সাহায্য...'

'বেশ, জানা,' বললেন লেডি ডেডলক। 'কিন্তু উনি যা-ই বলুন, আমাকে আর ও ব্যাপারে কিছু জানাস না। আমি ওটা ভুলে থাকতে চাই। আমাদের আর দেখা-সাক্ষাৎ হবে না।'

শেষবারের মত মেয়েকে আলিঙ্গন করলেন লেডি ডেডলক। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে মিশে গেলেন অন্ধকারাচ্ছন্ন পথটা ধরে।

ধীর পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরল এসথার। মার দেয়া একখানা চিঠি ওর হাতে।

নিজের ঘরে বসে, বারবার চিঠিটা পড়ল ও। ওর ছেলেবেলার সেই নিষ্ঠুর মহিলা আসলে লেডি ডেডলকের বোন। মহিলা নিয়ত রুক্ষ-কর্কশ কথাবার্তা বলে মার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ করে তুলতে চেয়েছিলেন ওকে। মা কিভাবে এখন খুঁজে পেয়েছেন ওকে সে কথাও জানা হলো মেয়েটির।

চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলল এসথার। ভারাক্রান্ত মনে বেরিয়ে এল বাড়ি ছেড়ে। বনপথ পাড়ি দিয়ে চেসনি ওয়াল্ডের উদ্দেশে এগিয়ে চলল। ধূসরবর্ণ, প্রাচীন পাথরগুলো একমনে লক্ষ করছে, হাঁটছে সুরভিত ফুলবাগানের ভেতর দিয়ে। লম্বা এক সারি জানালার সমান্তরালে বিছিয়ে রয়েছে একটা চত্বর। ওটা ধরে হেঁটে চলল সে। কঠিন পাথরে নিজের পায়ের আওয়াজ কান পেতে শুনছে। সহসা আবিষ্কার করল, অজান্তে ভূতের রাস্তায় এসে পড়েছে। ত্রস্ত এসথার ঘুরেই দিল দৌড়। ঘুটঘুটে আঁধারে ছাওয়া পার্কটা পেরিয়ে, নিজের ঘরে এসে তবে দম ফেলল।

বারো

দু'মাস কেটে গেছে। লেডি ডেডলক এখন বাস করছেন চেসনি ওয়াল্ডে। মস্ত বাড়িটা ফের লোকজনে সরগরম হয়ে উঠল। অহঙ্কারী, নির্লিপ্ত লেডি ডেডলক লাইব্রেরীতে এক জানালার পাশে বসে রয়েছেন। সাঁঝের ছায়া ঘনিয়েছে পার্কে।

জনৈক ভৃত্য জানাল, মি. টুলকিংহর্ন এসে পৌঁছেছেন এবং ডিনার করছেন। মাই লেডি মুহূর্তের জন্যে ঘাড় কাত করে জানালাপথে বাইরে চাইলেন।

খানিক বাদে, মি. টুলকিংহর্ন কামরায় এসে ঢুকলেন। লেডির উদ্দেশে বাউ করে, করমর্দন করলেন গৃহস্বামীর সঙ্গে। তারপর ছোট টেবিলের পাশে রাখা চেয়ারে বসলেন। পুরুষ দু'জন আইনের মার-প্যাঁচ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন। মাই লেডিকে উন্মনা মনে হলো। গাঁয়ের বস্তিবাসীদের বিপক্ষে রায় দিয়েছে আদালত। স্যার লিস্টারের বিরুদ্ধে লড়েছিল গরীব-গুরবো মানুষগুলো। সে বিষয়েই মুখরোচক নানা কাহিনী বয়ান করছেন মি.

টুলকিংহর্ন।

'হাভাতে হলেও এদের আত্মমর্যাদাবোধ টনটনে,' এক পর্যায়ে বললেন আইনজীবী। 'খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা। লেডি ডেডলকও শুনে মজা পাবেন।'

লেডি ডেডলক নিথর বসে। বলে চলেছেন উকিল।

'এই মামলার এক গরীব বাদীর এক মেয়ে আছে। তার মেয়ে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার বাসায় কাজ নেয়। খুবই অভিজাত বংশের মহিলা। বেগম সাহেবা তাঁর সুন্দরী তরুণী কাজের মেয়েটিকে ভারী ভালবাসেন।'

লেডি ডেডলক নিশ্চুপ। মি. টুলকিংহর্নের গল্পের নায়িকা যে তিনি বুঝতে বেগ পেতে হলো না। আর কাজের মেয়েটি হচ্ছে রোজা, তাঁর খাস দাসী।

কথার খেই ধরলেন মি. টুলকিংহর্ন। 'এই ভদ্রমহিলার এক গোপন ব্যাপার আছে, বহুদিন যেটা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন তিনি। প্রথম যৌবনে, এক দুরন্ত স্বভাবের নাবিকের সাথে বিয়ে ঠিক হয় তাঁর। তাঁদের বিয়েটা অবশ্য শেষপর্যন্ত হয়নি, কিন্তু ভালবাসার ফসল এক শিশু কন্যা জন্মায় তাঁর ঘরে।'

মি. টুলকিংহর্ন লেডি ডেডলকের দিকে আড়চোখে চাইলেন। কাঠ হয়ে বসে আছেন তিনি। শিশুকন্যাটি আর কেউ নয়, এসথার–তাঁরই পেটের সন্তান। কথার সুতো ধরলেন মি. টুলকিংহর্ন।

'নাবিকটি নিরুদ্দেশ হয়। সবাই ধারণা করে, তার জাহাজডুবী হয়েছে। মহিলা ভাবেন তাঁর গোপন কথা গোপনই থাকবে। কিন্তু এতই সোজা? ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে বাড়িতে মহা হুলস্থূল পড়ে যায়। তাঁর আত্মম্ভরী স্বামী ভয়ানক খেপে যান। বাসা থেকে বের করে দিতে চান স্ত্রীকে।

'কাহিনীর মূল সূত্রটা হচ্ছে এই: তরুণী কাজের মেয়েটির বাবা যখন ঘটনাটা জানতে পারে, বিবিসাহেবের কাছ থেকে মেয়েকে ছাড়িয়ে নেয়। সে নিজেও অহঙ্কারী লোক, দেখতেই পাচ্ছেন। দুশ্চরিত্রা বিবিসাহেবের বাসায় মেয়েকে কাজ করতে দেবে না।'

আঁধার ঘন হয়েছে ঘরে, পিনপতন নিস্তব্ধতা। লেডি ডেডলক স্পষ্টই বুঝছেন, তাঁকে পরোক্ষ হুমকি দেয়া হচ্ছে। রোজা তাঁর বাড়িতে এখনও কাজ করছে। কিন্তু লেডি ডেডলকের কেলেঙ্কারি জানাজানি হয়ে গেলে ছাড়িয়ে নেয়া হবে মেয়েটিকে। এমন পাতকী রমণীর বাসায় কোন গরীব বাবাও তার সন্তানকে কাজ করতে দেবে না।

লেডি ডেডলক আর সইতে পারলেন না, বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। কিছুক্ষণ পরে, মি. টুলকিংহর্ন নিজের কামরার উদ্দেশে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। ধীর পায়ে উঠে এসেছেন প্রায়, লক্ষ করলেন কামরার দরজাটা খোলা। ভেতরে আছে কেউ একজন।

'লেডি ডেডলক?'

প্রথমটায় সাড়া দিলেন না ভদ্রমহিলা। অবশেষে বললেন, 'ওসব কথা

কেন বলতে গেলেন আমার স্বামীকে?'

'এ ছাড়া উপায় ছিল না যে। আমি যে আপনার গোপন কথা জানি আপনাকে বোঝাতে হবে না?'

'কবে জেনেছেন?'

'তদন্ত করছি বেশ অনেকদিন যাবৎ। তবে ক'দিন আগে নিশ্চিত হয়েছি।'

'আর কারা কারা জানে?'

'শুধু আপনি আর আমি।'

'আপনি আমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়াতে চান তো? আমি চলে গেলে খুশি হবেন?'

'ও কাজ করবেন না। তাহলে চট করে সবাই ঘাপলাটা ধরে ফেলবে। স্যার লিস্টার বেচারা বেমক্কা মারা পড়বেন। আমি শুধু তাঁর দিকটাই দেখছি।'

'তারমানে আমাকে নিজের বাড়িতে চোরের মত থাকতে হবে।'

'স্যার লিস্টারের বাড়িতে, মাই লেডি।'

'আপনার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলা যাবে না, আপনি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবেন!'

মুচকি হাসলেন উকিল।

লেডি ডেডলক স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন ক'মুহূর্ত। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে, ঘর ত্যাগ করলেন। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন তরতর করে।

মি. টুলকিংহর্ন দেরি না করে শুতে গেলেন। চেসনি ওয়াল্ডে তাঁর কাজ ফুরিয়েছে। আগামীকাল লন্ডনে ফিরে যাবেন।

খাঁচাবন্দী জানোয়ারের মত নিজের কামরায় পায়চারি করতে লাগলেন লেডি ডেডলক। দু'হাতে মাথার দীর্ঘ, কালো চুল টানছেন। গোটা দেহ তাঁর অব্যক্ত যন্ত্রণায় কুঁকড়ে রয়েছে। এই অসুখী মহিলাই কি সেই উদ্ধত, গরবিনী লেডি ডেডলক? তাঁকে এমুহূর্তে এ অবস্থায় দেখলে কে বিশ্বাস করবে সে কথা?

পরদিন সন্ধেয়, লিঙ্কন'স ইনে নিজের কামরায় তখন মি. টুলকিংহর্ন। সেরা ওয়াইনের বোতলগুলোর একটার ছিপি খুলেছেন। টেবিলে যেই রেখেছেন ওটা, টোকা পড়ল দরজায়।

'কে?' জানতে চেয়ে দরজা খুলতে গেলেন তিনি।

সেই ফরাসী মহিলা।

'ও, আপনি? কি চাই?'

ম্যাডামজেল হরটেন্স কামরায় প্রবেশ করল। জবাব দেয়ার আগে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

'আপনার জন্যে অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছি, স্যার।'

'তাই নাকি? তা কি বলবেন বলুন।'

'স্যার, ওই ছেলেটার সামনে আমাকে হাজির করেন আপনি। আমাদের সাক্ষাৎ থেকে জরুরী তথ্য জেনে নেন। কিন্তু আমাকে তার কিছুই জানাননি, হাতে শুধু কিছু টাকা গুঁজে দিয়েছেন। আপনার সেই টাকা আমি ফিরিয়ে দিতে এসেছি। এই নিন।'

ফরাসী মহিলা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল দুটো সোনার কয়েন।

'আপনার মনে হয় অনেক টাকা,' বিদ্রূপের সুরে বললেন মি. টুলকিংহর্ন। 'যেভাবে টাকা-পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন।'

'আমার অভাব নেই,' সরোষে গর্জে ওঠে হরটেন্স। 'আমার মধ্যে ঘৃণার অভাব নেই। লেডি ডেডলককে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ঘৃণা করি আমি। আপনি জানেন সে কথা।'

'আর কিছু বলবেন, ম্যাডামজেল?'

'আমি এখন বেকার। একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিন। আর তা না পারলে, মাই লেডির আরাম হারাম করার কাজে আমাকে লাগান। মহিলাকে আমি অপদস্থ করতে চাই। আপনিও সে প্ল্যানই করেছেন, জানি আমি। আমার কথা মত কাজ না করলে আমি আপনাকে বিরক্ত করতেই থাকব।'

'ম্যাডামজেল, জেনে রাখুন, আমার এখানে আরেকদিন এলে আপনাকে হাজতবাস করতে হবে। সোজা জেলে যাবেন আপনি।'

'আপনি আমার সাথে অমন করতে...'

'পারি। এখন বিদেয় হন, ম্যাডামজেল। দ্বিতীয়বার এখানে আসার আগে একশোবার ভেবে তারপর আসবেন।'

ফিরে চাইল না, সিঁড়ি ভেঙে দুদ্দাড় নেমে গেল মহিলা। মি. টুলকিংহর্ন দরজায় ছিটকিনি দিয়ে, টেবিলে এসে বসলেন। গেলাসে খানিকটা ওয়াইন ঢেলে নিলেন তিনি। তারপর তারিয়ে তারিয়ে পান করতে লাগলেন।

তেরো

মাকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না এসথার। কোন আলোচনায় কখনও লেডি ডেডলকের প্রসঙ্গ উঠলে, তটস্থ হয়ে পড়ে সে। মার গোপন কথা জানাজানি হয়ে যাবে, এই ভয়ে আতঙ্কিত থাকে মেয়ে।

জন জার্নডিস লক্ষ করছেন তাঁর প্রিয় এসথার ইদানীং কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে। তাঁর আন্তরিক আগ্রহে মেয়েটি একদিন তার মার কাহিনী খুলে বলল। গভীর মনোযোগে শুনলেন সহৃদয় ভদ্রলোক। কথা দিলেন, ঘটনাটা আর কেউ জানবে না।

জন জার্নডিসকে ভাবিয়ে তুলল ব্যাপারটা। বহুক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর কলমটা এইমাত্র তুলে নিলেন তিনি। লিখতে শুরু করলেন ধীরে ধীরে। এসথারকে উদ্দেশ্য করে একখানা চিঠি লিখছেন।

প্রেমপত্র নয়, তবে ভালবাসায় পরিপূর্ণ একখানা চিঠি। ওতে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করলেন, ব্লিক হাউজকে এসথার তাঁর মনের মত করে সাজিয়ে তুলেছে। মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তিনি। কামনা করলেন, এসথার তাঁর জীবনটাকে কানায় কানায় পূর্ণ করে দেবে।

জন জার্নডিস বুড়োমানুষ। কিন্তু চুল পেকে গেলে কি হবে, স্বাস্থ্য তো ভেঙে যায়নি, অটুট রেখেছেন। এসথারকে স্ত্রী হিসেবে পেলে, লিখেছেন, তাঁর আয়ু আরও বেড়ে যাবে।

চিঠিটা পাঠ করল এসথার। তারপর অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল। মি. জার্নডিসের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করছে সে, কিন্তু তবুও কান্না দমাতে ব্যর্থ হলো। আয়নায় এবার চোখ রাখল মেয়েটি। সৌন্দর্য বলতে কিছু তো আর অবশিষ্ট নেই। কোন যুবক ওর পাণিপ্রার্থী হবে, এ দুরাশা মাত্র।

হেঁটে গিয়ে একটা বই খুলল এসথার। পাতার ভাঁজে সযত্নে রাখা, ক'খানা ফুলের লাশ। অ্যালান উডকোর্টের রেখে যাওয়া উপহারের স্মৃতি। ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল এসথার, তারপর গভীর মমতায় ওগুলোকে চুমো খেল। এবার মোমের আগুনে শুকনো ফুলগুলো ধরে রইল, পুড়ে যতক্ষণ না সব ছাই হয়ে গেল।

জন জার্নডিসের চিঠির জবাব এভাবেই দিল মেয়েটি। ঠিক করল সম্মতি দেবে অভিভাবকের প্রস্তাবে।

এসথারের সিদ্ধান্তে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল ব্লিক হাউজে। কিন্তু সমস্যা একটা রয়েই গেল। রিচার্ড কারস্টোন ওর অভিভাবককে এখন ভয়ানক রকম ঘৃণা করে। এক ধরনের পাগলামি ভর করেছে যেন ওর মাথায়। কেন জানি যুবকের ধারণা হয়েছে, জন জার্নডিস ওর সর্বনাশ করার ষড়যন্ত্র করছেন।

অ্যাডা, কাজিনকে ভালবাসে সেই আগের মতই, রিচার্ডকে নিয়মিত চিঠি লেখে। কিন্তু জবাব পায় কালেভদ্রে। প্রথমদিকে, সৈনিক জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা লিখত রিচার্ড। তারপর আবার যে কে সেই। শুধু চ্যান্সেরি আর জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস।

লন্ডন থেকে একদিন এসথারের নামে চিঠি এল। রিচার্ডের উকিল পাঠিয়েছেন। ব্লিক হাউজের একজন বাসিন্দাও ভাল চোখে দেখে না লোকটিকে। রিচার্ডকে সাহায্য তো করছেই না, বরং ক্ষতি করছে সে। এখন জানাচ্ছে, রিচার্ডের টাকা-পয়সা সব নাকি ফুরিয়ে গেছে। দেনা শুধতে পারছে না, তাই সেনাবাহিনী ছাড়তে হচ্ছে যুবককে।

রিচার্ডের সঙ্গে একা দেখা করবে ঠিক করল এসথার। রিচার্ড জন জার্নডিসের সঙ্গে কথা বলবে না, জানে সে। অ্যাডাকে দিয়ে একখানা চিঠি

লেখাল এসথার। ভালবাসায় আর ভবিষ্যতের সুখ কল্পনায় ভরপুর সে চিঠি।

চ্যান্সেরির যথাসম্ভব গা ঘেঁষে রিচার্ডের হতশ্রী বাসস্থান। লিভিং-রুমটা যেমন ঠাণ্ডা তেমনি অগোছাল। রিচার্ড, নাবিকের পোশাক খুলে রেখে, কাগজ ওপচানো এক টেবিলে বসে।

'আমার সব আশা শেষ, এসথার। পকেটে একটা পয়সাও নেই, জানি না কাল কিভাবে চলবে। পারলাম না, এসথার, আবার ব্যর্থ হলাম।'

'এভাবে হাল ছেড়ে দিয়ো না, রিচার্ড,' নরম সুরে বলল এসথার। 'অ্যাডার কথা ভাবো। ও তোমাকে কত ভালবাসে। এই যে, তোমাকে চিঠি পাঠিয়েছে।'

অ্যাডার সামান্য যা সঞ্চয় অবশিষ্ট আছে, তুলে দিতে চায় প্রেমিকের হাতে। রিচার্ড যাতে দেনা শুধে সেনাবাহিনীতে থেকে যেতে পারে। চোখে পানি এল রিচার্ডের চিঠিটা পড়তে গিয়ে।

'লক্ষ্মী মেয়েটা কত ভালবাসে আমাকে!' মন্তব্য করে পরক্ষণে বলল, 'কিন্তু এটা জন জার্নডিসের কোন চাল নয় তো? সে তো আমার ধ্বংস চায়। এসথার, এত ছেলে থাকতে শেষে ওই হতচ্ছাড়া বুড়োটাকে তোমার মনে ধরল?'

'রিচার্ড,' গলা চড়ে গেছে এসথারের। 'আমার সামনে ওঁর সম্পর্কে এভাবে কথা বলবে না।' রেগে গেলেও রিচার্ডের প্রতি ঠিকই সহানুভূতি অনুভব করছে সে। বেচারার তরুণ, ফ্যাকাসে মুখখানায় চ্যান্সেরির উন্মাদনা গাঢ় ছাপ ফেলেছে।

রিচার্ড অ্যাডার উদ্দেশে চিঠি লিখে এসথারের হাতে দিল। তারপর অতিথিকে কোচ অবধি পৌঁছে দিতে চলল।

লন্ডনের কোলাহলমুখর রাস্তা ধরে হাঁটছে, অতীতের কথা মনে পড়ল এসথারের। লন্ডনে অ্যাডা ও রিচার্ডের সঙ্গে প্রথম এসেছিল, সে দিনটি বারবার ফিরে ফিরে আসছে স্মৃতিপটে। মিস ফ্লাইটকে নিয়ে কেমন হাসাহাসি করেছিল রিচার্ড মনে পড়ল ওর। আর এখন সেই মানুষ নিজেই চ্যান্সেরির রায়ের আশায় বুক বেঁধে বেঁচে আছে। বয়সের বালাই নেই, চ্যান্সেরির খপ্পরে পড়ে যুবক-বৃদ্ধা একইভাবে নেচে চলেছে।

'দেখো, দেখো, এসথার,' সহসা বলে ওঠে রিচার্ড। 'ওটা অ্যালান উডকোর্ট না? সাগর থেকে ফিরে এসেছে শুনেছি।'

মুখ তুলে চাইতে যুবককে এদিকে আসতে লক্ষ করল এসথার। অ্যালান কুশল জানতে চাইলে বসন্তের দাগে ভরা মুখখানার কথা মনে হয়ে গেল ওর। যুবকের চোখে ব্যথিত দৃষ্টি ফুটল কি?

রিচার্ড কোচের খবর নেয়ার জন্যে ওদেরকে একা ছেড়ে গেল।

'রিচার্ড কেমন যেন হয়ে গেছে,' বলল অ্যালান উডকোর্ট।

'এজন্যে চ্যান্সেরি দায়ী,' জবাব দিল এসথার। 'ওর এখন সত্যিকারের একজন ভাল বন্ধু দরকার, মি. উডকোর্ট। আপনি কি ওর সেই বন্ধু হবেন?'

'মিস সামারসন,' আন্তরিক দৃষ্টিতে চেয়ে বলল অ্যালান উডকোর্ট। 'কথা দিলাম, আমি ওর সত্যিকারের ভাল বন্ধু হব।'

ইতোমধ্যে ফিরে এল রিচার্ড। এখুনি ছেড়ে যাবে কোচ। অ্যালান উডকোর্ট এসথারকে কোচে তুলে দিয়ে, মুহূর্তের জন্যে হাতটা ধরে রাখল। যুবক দু'জন এবার বিদায় জানাল ওকে।

অ্যালান উডকোর্ট রিচার্ডের সঙ্গে তার বাসা পর্যন্ত এল। তারপর অন্ধকারময় রাস্তা দিয়ে শ্লথপায়ে হেঁটে ফিরে চলল। এসথারের কথা ভাবছে। এখনও মেয়েটিকে ভালবাসে ও। এসথার মি. জার্নডিসকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে, এর বিন্দু-বিসর্গ জানে না অ্যালান। লন্ডনের হতদরিদ্রদের মাঝে আজকাল কাজ করছে তরুণ ডাক্তার, এবং সে নিজেও একজন গরীব মানুষ। কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার উপযুক্ত হয়নি এখনও।

রাস্তায় আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎই এক বাসার দোরগোড়ায়, আধো ঘুমে আচ্ছন্ন এক গরীব মহিলাকে লক্ষ করল সে। তার সঙ্গে অল্প দু'এক কথা সেরে, কিছু পয়সা গুঁজে দিল হাতে। মহিলাটি জেনি, ব্রিকমেকারের স্ত্রী।

অন্ধ এই গলিটিতে আরেকটা কি যেন প্রাণী নড়াচড়া করছে। নোংরা দেয়ালটার কাছে, ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরা একটি মূর্তি সন্তর্পণে বুকে হাঁটছে। শুকনো, লিকলিকে এক কিশোর।

আচমকা চিৎকারের শব্দ উঠল। তার পর মুহূর্তে জেনি ধাওয়া দিল ছেলেটাকে।

'থামান! থামান ওকে!' গর্জাল জেনি। অ্যালান ভাবল, ছেলেটা কিছু চুরি করে পালাচ্ছে বুঝি, ফলে ধাওয়া দিল। ছেলেটা শরীর মুচড়ে নানা কসরত করল যদিও, শেষমেষ ধরা তাকে পড়তেই হলো।

'যাক, তোমাকে পেলাম শেষ পর্যন্ত, জো,' চেঁচিয়ে উঠল জেনি।

'জো?' পুনরাবৃত্তি করল অ্যালান। 'নিমোর মৃত্যুর পর একেই তো তদন্তে ডাকা হয়। কি করেছে ও?'

জবাব দিল জেনি।

'ফুলের মত নিষ্পাপ এক মেয়েকে ছোঁয়াচে অসুখ লাগিয়ে দিয়েছে, স্যার। মেয়েটি আমার বান্ধবী। বেচারী বাসায় নিয়ে জো-র শুশ্রূষা করেছিল, কিন্তু ও মেয়েটিকে ফাঁকি দিয়ে পালায়। এই বদমাশ ছোঁড়াটার জন্যে বেচারী তার রূপ-লাবণ্য হারিয়েছে।'

অ্যালান উডকোর্ট আতঙ্কিত চোখে ছেলেটিকে লক্ষ করল। এই ছেলেই তবে এসথারের দুর্দশার জন্যে দায়ী। কিন্তু জো-র নিজেরও তো এ মুহূর্তে সাহায্য প্রয়োজন। ওর জন্যে গরম খাবার ও পানীয়র ব্যবস্থা করল অ্যালান। ওর ডাক্তারের চোখ বুঝে নিয়েছে, শীঘ্রিই দুনিয়ার মায়া কাটাতে যাচ্ছে জো। ওকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এক কামরায় জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো কাটানোর

সুযোগ করে দিল তরুণ ডাক্তার।

ঘুম খুব সামান্যই হলো ছেলেটির। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে অদ্ভুত এক ঘরঘর আওয়াজ উঠল গলায়। হঠাৎই চোখজোড়া খুলে গেল ওর।

'আমি ভেবেছিলাম,' চারপাশে নজর বুলিয়ে বলল জো, 'আমি ভেবেছিলাম আমাকে টম-অল-অ্যালোনে নিয়ে গেছেন। দোহাই লাগে, আমাকে ওখানে পাঠাবেন না, স্যার। আমার ঠিকানা তো কবরস্থান, তাই না, স্যার?'

'চুপ করে শুয়ে থাকো,' জবাবে বলল অ্যালান।

কিন্তু কথা বলার নেশায় পেয়েছে যেন ছেলেটিকে। 'নিমো সাহেব খুব আদর করতেন আমাকে। ওই মহিলাকে তাঁর কবরস্থান দেখাতে নিয়ে যাই আমি। ঘোমটা আর আঙটি পরা মহিলা। ওই বড় বোনটার কথা বলছি না। কিন্তু দু'জনের চেহারায় কি আশ্চর্য মিল। আমিও তো যাচ্ছি ওখানে। সাথে করে ঝাড়ুটা নিয়ে যাব, কেমন, স্যার? সিঁড়িগুলো ঝাড় দিয়ে রাখতে হবে না? উনি তো আমাকে কম ভালবাসতেন না।

'এত অন্ধকার লাগছে কেন, স্যার? আপনার হাতটা একটু দেবেন?'

জো-র দু'হাত নিজের হাতে তুলে নিল অ্যালান উডকোর্ট। নিচু স্বরে প্রার্থনা করছে সে। জো জীবনে এই প্রথমবার কাউকে প্রার্থনা করতে শুনল। চোখ বুজে এল ওর। নিবিড় নীরবতা নামল সাদামাঠা ঘরটায়। নিষ্ঠুর পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছে জো।

চোদ্দ

বেশ কিছুদিন যাবৎ এসথারের মনে হচ্ছে, প্রিয় বান্ধবী অ্যাডা তার কাছ থেকে কিছু একটা লুকোতে চাইছে। অ্যাডা অবশ্য সেই আগের মতই কোমল আর মিষ্টি ব্যবহার করে। কিন্তু ওর চোখে কিসের যেন ব্যথা, ঠিক বুঝে ওঠে না এসথার।

এক রাতে, পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুতে যাবে, অ্যাডার চোখে অশ্রু টলমল করতে দেখল এসথার।

'আমাদের গার্জেনের সাথে কিছু কথা ছিল, এসথার,' বলল অ্যাডা। 'কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছি না।'

'কেন, অ্যাডা? কিছু হয়েছে?'

'না, কিছু হয়নি,' বলল অ্যাডা। 'কিন্তু উনি আমার জন্যে এত করলেন, আমি কোন্ মুখে...'

অ্যাডা তাড়াহুড়ো করে শুতে চলে গেল কথা অসমাপ্ত রেখে। ও ঘুমিয়ে পড়লে, এসথার নিঃশব্দে ওর ঘরে প্রবেশ করল। লক্ষ করল অ্যাডা বালিশের নিচে একটা হাত ঢুকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

রিচার্ডকে নিয়ে এসথারের চিন্তার শেষ নেই। অ্যালান উডকোর্ট প্রায়ই আসে এ বাড়িতে, রিচার্ড ও তার উকিলের গল্প করে এসথারের কাছে।

'ওই লোকটা রিচার্ডের ক্ষতি করে চলেছে,' অ্যালান বলেছে। 'রিচার্ডকে তো শুষেছেই এখন অ্যাডার টাকার দিকেও হাত বাড়িয়েছে। তুমি আরেকবার রিচার্ডের সাথে দেখা করলে ভাল হয়। জন জার্নডিসের কথা কানে তুলবে না ও। ভদ্রলোককে জাতশত্রু মনে করে রিচার্ড।'

এসথার অ্যাডাকেও সঙ্গে নিতে চাইল। প্রথমটায় যেতে রাজি না হলেও শেষমেষ সায় দিল অ্যাডা।

লন্ডনের রাস্তা-ঘাট এবারে যেরকম, এতটা নোংরা আর অন্ধকার কোনদিন লাগেনি এসথারের দৃষ্টিতে। এক সময় রিচার্ডের বাসায় এসে পৌঁছল ওরা দরজায় টোকা দিল না অ্যাডা, বান্ধবীকে নিয়ে সোজা ঢুকে পড়ল ভেতরে।

টেবিলে বসে ছিল রিচার্ড, এক তাড়া ধুলো পড়া কাগজ খুঁটিয়ে লক্ষ করছে প্রত্যেকটা কাগজ জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস সংক্রান্ত।

মুখের চেহারা ম্লান রিচার্ডের, কিন্তু ওদের দু'জনকে দেখে হাসি ফুটল। 'আরেকটু আগে এলে উডকোর্টের সাথে দেখা হত,' এসথারকে বলল রিচার্ড। 'খুব ভাল ছেলে। ও এলে মনটা হালকা হয়। মাঝে মাঝে এমন ক্লান্তি ধরে যে কি বলব। বড় একঘেয়ে কাজ, কিন্তু সবুরে মেওয়া ফলে। দেখবে, শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতব। অ্যাডা আমাকে সাহস জোগাচ্ছে।'

অ্যাডা এ কথায় চেয়ার ছেড়ে উঠে এল রিচার্ডের কাছে। প্রেমিকের হাতে হাত রেখে এসথারের উদ্দেশে মুখ ফেরাল।

'এসথার,' শান্ত কণ্ঠে বলল। 'আমি আর ব্লিক হাউজে ফিরে যাচ্ছি না। এখন থেকে এটাই আমার ঠিকানা। তোমাকে বলা হয়নি, দু'মাস আগে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।'

স্ত্রীকে আঁকড়ে ধরল রিচার্ড। পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা তাদের, আবারও উপলব্ধি করল এসথার। হাজার ঝড়-ঝঞ্ঝা এলেও এ ভালবাসা টলবার নয়।

'এসথার, কাজিন জন আমাকে মাফ করবেন তো?'

'নিশ্চয়ই করবেন,' এসথার জবাব দিল। 'তোমাদের সুখেই তো তাঁর সুখ।'

গলায় ঝোলানো চেইন থেকে একটা আঙটি খুলে নিল অ্যাডা। স্ত্রীর প্রেমমুগ্ধ রিচার্ড ওটা পরিয়ে দিল ওর আঙুলে। এবার বুঝতে পারল এসথার, বালিশের নিচে লুকানো দেখেছিল কেন অ্যাডার হাত। রাতে ঘুমানোর সময় আঙটিটা পরে থাকত অ্যাডা।

এসথার একাকী ফিরে এল ব্লিক হাউজে।

স্বভাবসিদ্ধ মনোযোগে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন মি. জার্নডিস।

'এসথার,' কোমল স্বরে বললেন 'তুমি কাঁদছিলে, কারণটা আমাকে

বলবে না?' অ্যাডা রোজ সন্ধেবেলায় বসত, সেই চেয়ারটার দিকে চাইলেন তিনি। 'ওর বিয়ে হয়ে গেছে, তাই না?'

জন জার্নডিসকে সব বৃত্তান্ত খুলে বলল এসথার। ওরা স্বামী-স্ত্রী তাদের অভিভাবকের ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তাও জানাতে ভুল করল না।

'আমি ক্ষমা করা না করার কে?' মৃদু স্বরে বললেন জন জার্নডিস। 'আল্লা ওদের ভাল করুন।' একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন তিনি। 'ব্লিক হাউজ খুব দ্রুত খালি হয়ে যাচ্ছে, তাই না?' গলাটা ধরে এল তাঁর।

'আমি তো আছি,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল এসথার। 'এ বাড়িকে আপনার মনের মত করে গড়ে তুলতে আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

'তা আমি জানি, এসথার,' বললেন অভিভাবক। কিন্তু ভারাক্রান্ত দেখাল ওঁকে। এসথারকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি এবং মেয়েটি তাতে সম্মতিও দেয়। অথচ এর পর আর কথা এগোয়নি। দিন-ক্ষণ ঠিক হয়নি বিয়ের। এজন্যে কি অ্যালান উডকোর্টের ঘন-ঘন ব্লিক হাউজে আসাটা দায়ী?

পনেরো

ডেডলকরা এখন আবার লন্ডনে। তাঁদের প্রকাণ্ড দালানটা ফ্যাশনদুরস্ত লোকজনের আনাগোনায় সর্বক্ষণ সরগরম। লেডি ডেডলকের বাহ্যিক কোন পরিবর্তন নেই—আগের মতই রূপসী ও হামবড়া তিনি। মি. টুলকিংহর্নও লন্ডনে রয়েছেন। ডেডলকদের অট্টালিকায় প্রায়ই দেখা যায় তাঁকে। সব কথায় কান দেন তিনি, কিন্তু মুখ খোলেন না। লেডি ডেডলক তাঁর সুন্দরী পরিচারিকা রোজাকে ফেরত পাঠিয়েছেন নিজের বাড়িতে। তাঁর অপকর্মের ছায়া মেয়েটির ওপর পড়ুক তা চাননি তিনি। মি. টুলকিংহর্ন খবরটা জেনে যারপর নাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। লেডি ডেডলকের সঙ্গে একান্তে কথা বললেন ভদ্রলোক।

'আপনি আমাকে অবাক করেছেন, লেডি ডেডলক। মেয়েটাকে ফেরত পাঠালেন কেন? আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল কোন পরিবর্তন আনা হবে না, সব এখনকার মতই চলতে থাকবে। আপনার ওপর আমি আর আস্থা রাখতে পারছি না। আপনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি, লেডি ডেডলক।'

'স্যার লিস্টারকে আজই সব জানিয়ে দিচ্ছেন তো?' ক্লান্ত কণ্ঠে শুধালেন লেডি ডেডলক।

মাথা দোলালেন মি. টুলকিংহর্ন।

'আজ নয়।'

'তবে কাল?'

'হতে পারে। জানি না। আপনি তো মানসিকভাবে তৈরিই আছেন দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আসি।'

'বাসায় যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

মাথা নোয়ালেন লেডি ডেডলক। লন্ডনের রাস্তায় বেরিয়ে এলেন মি. টুলকিংহর্ন। অনেক মানুষ-জন চোখে পড়ল তাঁর, কানে এল অনেকের কণ্ঠস্বর। দোকানপাটের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। আলোয় ঝলমল করছে অল্প কিছু দোকান। বাকিগুলোর ঝাঁপ নেমে গেছে।

চমৎকার, উজ্জ্বল এক রাত। লেডি ডেডলকের মন টিকল না বাসায়। মি. টুলকিংহর্ন বিদায় নেয়ার খানিক বাদে, আলখিল্লা পরে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। একাকী হাঁটাহাঁটি করবেন সংলগ্ন বাগানে, বলে এসেছেন এক ভৃত্যকে।

চাঁদ উঠেছে। নিস্তব্ধ রাস্তায়, গির্জার চুড়োয়, বাড়ি-ঘরে, ধূলিধূসরিত গাছ-পালায় চাঁদের আলোর ঝিলিমিলি। লিঙ্কন'স ইনে এখন থমথম করছে নীরবতা। না, হঠাৎ ও কিসের শব্দ? গুলির কি? কোত্থেকে এল? গর্জে উঠল একটা কুকুর, দরজাগুলো খুলে গেল দড়াম-দড়াম।

মি. টুলকিংহর্ন তাঁর ঘরে। শোরগোল শুনতে পাননি তিনি? তাঁর ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ কেন?

এর ক'ঘণ্টা পর, লিঙ্কন'স ইনে প্রবেশ করল ভোরের আলো। লন্ডন মহানগরী জেগে উঠল আবারও। যথারীতি আজও একজন মি. টুলকিংহর্নের ঘর ঝাড়ু দিতে গেল। একটু পরেই শোনা গেল তার আর্তচিৎকার। দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্যের মত রাস্তায় বেরিয়ে এল সে। কারণটা কি?

মি. টুলকিংহর্নের কামরায় সেদিন আলো জ্বলল না। অনেক দর্শনপ্রার্থী এল তাঁর, কিন্তু দেখা পেল না। কেননা মি. টুলকিংহর্নের লাশ পাওয়া গেছে মেঝেতে, একটা গুলি এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে তাঁর হৃৎপিণ্ড।

মি. টুলকিংহর্নের বীভৎস মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। স্যার লিস্টার ডেডলক গোয়েন্দা মি. বাকেটকে নিয়োগ করলেন, হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্যে। মি. বাকেট তদন্তের স্বার্থে লন্ডন থেকে চেসনি ওয়াল্ডে গেল, আবার ফিরে এল।

স্যার লিস্টার ও মি. বাকেট মি. টুলকিংহর্নের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। দিলেন না কেবল লেডি ডেডলক। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে, শত শত লোক শবযাত্রা অবলোকন করল।

এ ঘটনার পর থেকে, মি. বাকেট ডেডলকদের লন্ডনের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। যখন খুশি আসে-যায় সে, নিজস্ব চাবি ব্যবহার করে।

ইতোমধ্যে বেশ কিছু উড়ো চিঠি এসেছে গোয়েন্দার কাছে। এগুলোর একটাও অবশ্য সে কাউকে দেখায়নি। একই মানুষের হাতে লেখা চিঠিগুলো। মাত্র দুটো শব্দ লিখেছে প্রতিবার: **লেডি ডেডলক**।

তাঁর বিশ্বস্ত উকিলের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান স্যার লিস্টার, আবারও

অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তবে মি. বাকেটকে রোজই সময় দেন তিনি।

স্যার লিস্টার এক সন্ধেয় যথারীতি লাইব্রেরীতে বসে, এমনিসময় মি. বাকেট ভেতরে প্রবেশ করে নিঃশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

'স্যার লিস্টার ডেডলক,' বলল সে। 'কেসটার সুরাহা করে ফেলেছি। প্রয়োজনীয় সূত্র জোগাড় হয়ে গেছে। খুনী কে এখন জানি আমি।'

'লোকটাকে জেলে ভরা হয়েছে?' স্যার লিস্টার ত্বরিত জবাব চাইলেন।

'লোক না, স্যার। মহিলা।'

স্যার লিস্টার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন, তাঁর দাম্ভিক মুখের চেহারায় আতঙ্কিত অভিব্যক্তি।

'আপনি চমকে যেতে পারেন, স্যার লিস্টার ডেডলক,' বলে চলে মি. বাকেট। 'এখন কথা হলো, লেডি ডেডলক...'

কটমট করে গোয়েন্দার দিকে চেয়ে রইলেন স্যার লিস্টার।

'দয়া করে আমার স্ত্রীকে এরমধ্যে টানবেন না,' বললেন তিনি। মাথা নাড়ল গোয়েন্দা।

'না টেনে উপায় নেই,' বলল। 'আমি ওঁর সম্পর্কেই বলতে চাইছিলাম।'

মি. বাকেট স্যার লিস্টারের কঠোর মুখখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

'স্যার লিস্টার, আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, লেডি ডেডলকের একটা গোপন ব্যাপার ছিল। এবং মি. টুলকিংহর্ন সেটা জানতেন।'

'একথা আগে জানলে আমি নিজের হাতে তাকে খুন করতাম,' সরোষে বললেন স্যার লিস্টার।

আবারও মাথা দোলাল গোয়েন্দা।

'আপনার সাথে বিয়ের আগে, লেডি ডেডলকের একজন প্রেমিক ছিল–এটাই তাঁর গোপন কথা। লোকটা তাঁকে বিয়েও করত। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁদের, সে বেচারা নিরুদ্দেশ হয়। সবাই মনে করে জাহাজডুবীতে মারা গেছে। তার জন্যে অপেক্ষা করে করে শেষে আপনাকে বিয়ে করেন লেডি ডেডলক।

'লেডি ডেডলক তাঁর সেই প্রেমিকের হাতের লেখা বহু বছর পর হঠাৎ দেখতে পান মি. টুলকিংহর্নের আনা আইনের কাগজে। এর ক'দিন পরই মারা যায় সে লোক, হতদরিদ্র অবস্থায়। লেডি ডেডলক কাজের মহিলার ছদ্মবেশে প্রেমিকের কবর দেখতে যান। এর প্রমাণ আছে আমার কাছে।

'আমার বদ্ধমূল ধারণা, এ বিষয়ে কথা হয় লেডি ডেডলক ও মি. টুলকিংহর্নের মধ্যে। উকিল ভদ্রলোক যে রাতে মারা যান আর কি। আমি জানতে পেরেছি লেডি ডেডলক সে রাতে বাইরে গেছিলেন। উনি যে লিঙ্কন'স ইনে যাননি তার প্রমাণ কি?'

স্যার লিস্টার অস্ফুট হাহাকার করে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন।

মি. বাকেট হাতঘড়িতে চোখ রাখল।

'আমি যাকে গ্রেপ্তার করব সে এ বাড়িতেই আছে। ভয় নেই, স্যার। কোন গোলমাল হবে না।'

মি. বাকেট বেল বাজিয়ে এক ভৃত্যকে আনাল। তার সঙ্গে দরজার বাইরে দু'মুহূর্ত কথা বলে, ভেতরে ফিরে এল আবার।

কামরায় এখন অখণ্ড নীরবতা। দরজার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ, ঠায় বসে স্যার লিস্টার।

দরজাটা খুলে গেল ধীরে ধীরে। এক মহিলা প্রবেশ করল ঘরে। ম্যাডামজেল হরটেন্স, ফরাসী মহিলা।

মি. বাকেট নিঃশব্দে সরে গেল। দরজা লাগিয়ে তাতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল।

ফরাসী মহিলা স্যার লিস্টারকে লক্ষ করে বলল, 'আমি দুঃখিত, স্যার। আপনি এখানে আছেন আমাকে বলেনি।'

মহিলা ঘুরে দাঁড়াল কামরা ত্যাগ করার জন্যে। কিন্তু দরজা আগলে দাঁড়িয়ে মি. বাকেট।

'এসব কি হচ্ছে?' মহিলা প্রশ্ন করল। 'যেতে দিন আমাকে।'

'ম্যাডামজেল, আমাকে আপনি চেনেন। বলতে নেই, আমাকে সবাই চেনে। আপনাকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি আমি।'

'আপনি একটা শয়তান,' গর্জে ওঠে ফরাসী মহিলা।

'ঘটে বুদ্ধি থাকলে,' বলল বাকেট। 'এত হাউমাউ করতেন না। আপনার জানা আছে, স্যার লিস্টার, একে আপনার বাড়ি থেকে বিদেয় করে দেয়া হয়। লেডি ডেডলককে ঘৃণা করে সে, সবাইকে বলে বেড়িয়েছে এ কথা।'

'আপনি একটা বদমাশ,' তর্জন করে মহিলা।

'আপনার অপকীর্তির কথা ফাঁস করে দিয়েছি যখন বদমাশই তো বলবেন,' শান্ত কণ্ঠে বলল মি. বাকেট। 'জেনে সুখী হবেন, যে পিস্তলটা দিয়ে খুন করেছেন সেটাও আমাদের হাতে এসেছে।'

'মিথ্যে! সব মিথ্যে!'

'আপনি চিঠি পাঠাতেন আমার কাছে,' কথার খেই ধরে গোয়েন্দা। 'লেডি ডেডলকের সুনাম ধুলোয় মিশিয়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন আপনি।'

অসুস্থ স্যার লিস্টার, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে চেয়ে ব্যর্থ হলেন।

'স্যার লিস্টার,' বলে চলেছে মি. বাকেট, 'আমাকে এ কাজটা করতেই হচ্ছে...' এই বলে ফরাসী মহিলার কব্জিতে হাতকড়া পরিয়ে দিল সে। এ বাড়ির কাজের লোকের কাছে গোপনে বেড়াতে এসে, এভাবেই ধরা পড়ল ম্যাডামজেল হরটেন্স।

বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে ঘর ছাড়তে উদ্যত হলো বাকেট।

'আপনি খুব চালাক,' বলল ম্যাডামজেল হরটেন্স। 'কিন্তু মরা মানুষটাকে কি আর ফিরিয়ে আনতে পারবেন? ফিরিয়ে দিতে পারবেন স্যার

লিস্টারের সম্মান? ভুলিয়ে দিতে পারবেন লেডি ডেডলককে তাঁর কলঙ্কের কথা? পারবেন না। কাজেই, আপনি আমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারেন। আমার কিছু বলার নেই।'

স্যার লিস্টার ডেডলক একাকী বসে রইলেন লাইব্রেরীতে। অবশেষে আস্তে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে, শূন্য কামরাটার চারপাশে নজর বুলালেন। ক'কদম হাঁটলেন তিনি, তারপর কাকে যেন সামনে দাঁড়ানো লক্ষ করে থমকে গেলেন।

তাঁর মনে হলো, লেডি ডেডলককে দেখেছেন। অহঙ্কারের মুখোস খসে পড়েছে, বিধ্বস্ত-অপমানিত এক মূর্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। স্ত্রীর নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠে, ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেলেন স্যার লিস্টার ডেডলক।

ষোলো

সেই লেডি ডেডলক তাঁর নিজের কামরায় বসা। এ ঘরেই শেষবারের মত কথা বলেন তিনি মি. টুলকিংহর্নের সঙ্গে। বসে রয়েছেন সে রাতে যে চেয়ারটায় বসেছিলেন তাতে। মি. টুলকিংহর্ন শেষ যেখানটায় দাঁড়ান, সে জায়গাটার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ তাঁর।

এই একটু আগে, এক ভৃত্য একখানা চিঠি নিয়ে এসেছিল। টেবিল থেকে তুলে নিয়ে আবারও পড়লেন তিনি ওটা। তিনটে শব্দ গোটা গোটা হরফে লেখা: লেডি ডেডলক—খুনী।

ভদ্রমহিলার হাত থেকে খসে পড়ল কাগজটা। মি. টুলকিংহর্নকে তিনি শত্রু জ্ঞান করতেন এবং প্রায়ই লোকটির মৃত্যু কামনা করতেন। পরপারে গেলে হবে কি, এখনও উকিলটি তাঁর শত্রুই রয়ে গেছেন। লেডি ডেডলক স্মরণ করলেন, ভয়ঙ্কর সেই রাতে লোকটির দরজার বাইরে কিভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। হত্যার নেশায় নিসপিস করছিল তাঁর হাত।

লেডি ডেডলক চিঠিটা সরিয়ে রেখে ঘণ্টি বাজালেন।

'স্যার লিস্টার কোথায়?' প্রশ্ন করলেন।

'লাইব্রেরীতে, মাই লেডি,' জানাল ভৃত্য।

'একা?'

'জ্বী, মাই লেডি। তবে একটু আগে মি. বাকেট ছিলেন।' এই বলে ঘর ত্যাগ করল ভৃত্য।

সব কথা জানাজানি হয়ে গেছে। স্বামী জেনে গেছেন তাঁর কলঙ্কের ইতিহাস। মি. বাকেটের নিশ্চয়ই ধারণা, লেডি ডেডলকই মি. টুলকিংহর্নের হত্যাকারী।

নাক উঁচু স্বভাবের লেডি ডেডলক আছড়ে পড়লেন মেঝেতে। মি. টুলকিংহর্নের মৃত্য কামনা করেছিলেন তিনি। তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ

হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে নিজের জীবনটাও। এখন করার মত কাজ একটাই বাকি আছে তাঁর।

লেডি ডেডলক একখানা চিঠি লিখলেন স্বামীর উদ্দেশে।

'লোকে আমাকে খুনী বলছে। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি নিরপরাধ। একথা সত্যি, সে রাতে আমি মি. টুলকিংহর্নের বাসা অবধি যাই। কিন্তু তার কামরা নীরব আর অন্ধকার দেখে ফিরে আসি।

এছাড়া আমার সম্পর্কে আর যা যা শুনেছ সবই সত্যি।

আমার এখন ঘর-সংসার বলে কিছু নেই। তোমার মান-সম্মানের ওপর আমি কালি ঢেলে দিয়েছি। তোমার চরিত্রহীনা, অসুখী স্ত্রীকে পারলে ক্ষমা করে দিয়ো। বিদায়।'

লেডি ডেডলক ত্বরিত পোশাক পাল্টে নিয়ে, ভারী ঘোমটায় ঢেকে নিলেন মুখ। সমস্ত টাকা-পয়সা, গয়না-গাটি কামরায় রেখে তরতর করে নেমে এলেন নিচতলায়। প্রকাণ্ড হলঘরটা জনশূন্য না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি। তারপর নিঃশব্দে পেছনে ভেজিয়ে দিলেন দরজা। হিমশীতল রাতের আঁধারে শশব্যস্তে মিশে গেলেন অসুখী ভদ্রমহিলা। পেছন ফিরে চাইলেন না একটিবারের জন্যেও।

স্যার লিস্টার তেমনি পড়ে ছিলেন মেঝের ওপর। ভৃত্যরা খুঁজে পেয়ে তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শোয়ায়। সাঙ্ঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, জবান বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর।

হাত নেড়ে বোঝালেন পেন্সিল চান তিনি। তারপর বহুকষ্টে লিখতে পারলেন, 'মাই লেডি?'

জবাব দিল এক পরিচারক।

'মাই লেডি বাইরে গেছেন, স্যার লিস্টার, আপনাকে এ ঘরে আনার আগেই। এখনও ফেরেননি উনি, তবে আপনার জন্যে এই চিঠিটা রেখে গেছেন।'

স্বামীর হাতে তুলে দেয়া হলো স্ত্রীর চিঠি। একবার, তারপর আবারও পড়লেন তিনি ওটা–অতি কষ্টে।

এরপর প্রায় ঘণ্টাখানেক নিথর পড়ে রইলেন ভদ্রলোক। তারপর হাত নাড়লেন আবার। পেন্সিল চাইলেন। 'মি. ব...' এটুকুই লিখতে পারলেন, তবে ভৃত্য বুঝে নিল বাকিটা। মি. বাকেট শীঘ্রিই তাঁর শয্যাপাশে এসে দাঁড়াল।

'স্যার লিস্টার, আপনাকে এ অবস্থায় দেখে কষ্ট হচ্ছে আমার।'

স্যার লিস্টার স্ত্রীর চিঠিটা তুলে দিতে চাইলেন মি. বাকেটের হাতে। লিখেছেন : 'ক্ষমা...খুঁজুন...'

মি. বাকেট বুঝতে পারল।

'স্যার লিস্টার, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি ওঁকে ঠিকই খুঁজে বের

করে ফেলব। এখুনি যাচ্ছি আমি।'

স্যার লিস্টার একটা বাক্সের দিকে আঙুল নির্দেশ করলেন। টাকা আছে ওর ভেতর–প্রচুর টাকা। মি. বাকেট প্রয়োজনীয় পথখরচা বের করে নিয়ে দ্রুত কামরা ছাড়ল।

সবার আগে লেডি ডেডলকের বেডরুমে গেল গোয়েন্দা। গোটা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল সে, যদি কোন সূত্র মেলে। লেডি ডেডলক সঙ্গে মূল্যবান জিনিসপত্র কিছুই নেননি।

এক ড্রয়ার খুলতে ভেতরে একটা বাক্স পেল মি. বাকেট। ওটার মধ্যে ক'খানা দস্তানা ও একটা রুমাল রাখা। রুমালে লেখা একটা নাম: এসথার সামারসন। এ রুমালটা দিয়েই জেনির মৃত বাচ্চার মুখ ঢাকে এসথার।

রুমালটা শুধু সঙ্গে নিল মি. বাকেট, তারপর বেরিয়ে পড়ল প্রকাণ্ড বাড়িটা ছেড়ে।

মি. বাকেটের জানা আছে–অবশ্য কোন্ ব্যাপারটাই বা অজানা তার?–যে জন জার্নডিস ও এসথার সামারসন এখন লন্ডনে রয়েছে। কোচে চেপে তাদের বাড়িতে গিয়ে, সদর দরজায় জোরাল করাঘাত করল সে। জন জার্নডিস সবে শুতে যাচ্ছিলেন, বিস্ময়মাখা চোখে দরজা খুললেন।

'ঘাবড়াবেন না, স্যার। আমি ইন্সপেক্টর বাকেট। পুলিস। এই রুমালটা দেখুন তো, স্যার। এটা মিস সামারসনের। লেডি ডেডলকের ড্রয়ারে পাওয়া গেছে। আপনি চেনেন তাঁকে?'

'হ্যাঁ।'

'আজ হঠাৎই লেডি ডেডলক বাড়ি ছেড়েছেন। এই চিঠিটা লিখে রেখে গেছেন উনি। নিন, পড়ে দেখুন।'

পড়লেন মি. জার্নডিস। আত্মগরবিনী লেডি ডেডলক এটা লিখেছেন বিশ্বাস করতে পারলেন না।

'ভদ্রমহিলা হয়তো আত্মহত্যার চেষ্টা করতে পারেন,' বলল মি. বাকেট। 'স্যার লিস্টার তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আমাকে পাঠিয়েছেন। মিস সামারসনকে আমার সঙ্গে দিতে হবে। আমি একা গেলে, লেডি ডেডলক হয়তো ভয় পেতে পারেন। হাজার হলেও পুলিস তো। মিস সামারসন সাথে থাকলে আমাকে উনি বন্ধু ভাববেন।'

জন জার্নডিস এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলেন না। শীঘ্রিই, এসথারকে তৈরি হতে বললেন মি. বাকেটের সাথে বেরনোর জন্যে।

মি. বাকেট আঁধারে অপেক্ষমাণ, আকাশ-পাতাল ভাবনা চলছে তার মাথায়। লেডি ডেডলক এখন কোথায়? ভদ্রমহিলা জীবিত নাকি মৃত? হাতে ধরা রুমালটার দিকে দৃষ্টি রাখল সে। ব্রিকমেকারের সেই কটেজটা, এসথার যেখানে রুমালটা ছেড়ে আসে, টানছে তাকে। লেডি ডেডলককে ওখানে পাওয়া যাবে কি?

ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে নিয়েছে এসথার সামারসন। মি. বাকেট তাকে

প্রাথমিক কিছু প্রশ্ন করে, তারপর জানতে চাইল, 'গরম কাপড় সাথে নিচ্ছেন তো, মিস? লম্বা জার্নি করতে হতে পারে কিন্তু। যা ঠাণ্ডা পড়েছে!'

'আমি নিজের কথা ভাবছি না। আমার মা এই তুষারপাতের মধ্যে পথে পথে ঘুরছে,' শান্ত কণ্ঠে বলল এসথার। 'তাকে যে করে হোক আমাদের উদ্ধার করতেই হবে।'

'তা তো বটেই, মিস,' বলল ইন্সপেক্টর বাকেট। 'কোন চিন্তা করবেন না। আচ্ছা, আমরা এবার রওনা হই, কেমন?'

সতেরো

ঘুটঘুটে অন্ধকার, তুষার পড়ে চলেছে। এসথারের কাছে অভিযানটাকে ভয়ঙ্কর কোন দুঃস্বপ্নের মত লাগছে। আঁধারে ছাওয়া সড়কগুলো দ্রুতবেগে পেরিয়ে যাচ্ছে কোচ। পুলিস-স্টেশন পেলে থামছে ওরা। মি. বাকেট নেমে নানা প্রশ্ন করছে।

শীঘ্রিই লন্ডন শহর পেছনে ফেলে, খোলা প্রান্তর ধরে শাঁ-শাঁ ছুটে চলল কোচ। তুষার এখন আরও ঘন হয়ে পড়ছে। প্রতিটা সরাইতে কোচ থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে মি. বাকেট। একটু পরে, তুষারপাতের মধ্যে একাকী পথ-চলা এক মহিলার খবর পাওয়া গেল।

'উনি আমাদের সামনেই আছেন,' এসথারকে আশ্বস্ত করল মি. বাকেট। 'এ পথেই গেছেন। সামনেই তো আপনাদের ব্লিক হাউজ। ওখানে জিজ্ঞেস করা যাবে।'

কিন্তু ব্লিক হাউজের কাজের লোকেদের কাছ থেকে কিছুই জানা গেল না। এর খানিক বাদে, ব্রিকমেকারদের বস্তিতে থেমে দাঁড়াল কোচ। এখন অনেক রাত, কিন্তু একটি কুটিরে আলো জ্বলতে দেখা গেল।

এসথার দরজায় টোকা দিতে সাড়া দিল এক মহিলা।

'আমি এক ভদ্রমহিলার খোঁজে অনেক দূর থেকে এসেছি,' বলল এসথার। 'উনি কি এখানে এসেছিলেন?'

'না, আসেনি,' রুক্ষ স্বরে জবাব দিল জনৈক পুরুষ।

'আচ্ছা, জেনি কি আছে?'

'ও লন্ডনে গেছে,' জানাল জেনির স্বামী। 'হ্যাঁ, এক মহিলা এসেছিল, কি কথাও যেন বলেছে জেনির সাথে। তারপর দু'জনেই বেরিয়ে গেছে। একজন গেছে লন্ডনে, আরেকজন উত্তর দিকে। এর বেশি আমার আর জানা নেই।'

এর বেশি জানার দরকারও নেই মি. বাকেটের।

'আসুন, মিস,' এসথারকে বলল সে। 'আমরা উত্তরে যাচ্ছি। সাথে টাকা-পয়সা নেননি উনি, নিশ্চয়ই পায়ে হাঁটছেন। এখুনি পেয়ে যাব ওঁকে।'

কোচ রওনা দিল ফের ঘন তুষারপাতের মধ্যে। দুঃখিনী মার মুখখানা

কেবলই ভেসে উঠছে এসথারের কল্পনায়। এমন প্রতিকূল রাতে একা একা কোথায় হেঁটে চলেছে বেচারী?

আরেকটু এগোনোর পর, আবারও এক মহিলার কথা জানা গেল। মি. বাকেট একবার কোচ থামিয়ে, এসথারকে এক সরাইখানায় জোর করে কিছু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করল। এসথার খেলই না প্রায়, আগুনের পাশে বসে রইল চুপ করে। ওদিকে মি. বাকেট তার প্রশ্নগুলো আবারও ঝালিয়ে নিল। শিগ্‌গিরি ফিরে এল গোয়েন্দা। ভারী উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে।

'কি ব্যাপার? খুঁজে পেলেন ওঁকে?' আশান্বিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল প্রায় এসথার।

'না, না। এখানে আসেননি উনি, তবে পুরো ব্যাপারটা এখন বুঝতে পারছি। একটু ধৈর্য ধরুন, মিস সামারসন।'

কোচোয়ানের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল সে।

'লন্ডনে যাচ্ছি,' চিৎকার করে বলল। 'জলদি!'

'লন্ডনে?' এসথার হতবাক।

'হ্যাঁ, যত জলদি পারা যায়। ব্রিকমেকারের বউকে ধরতে হবে।'

'আর আমার মা?' হাহাকার করে ওঠে এসথার। 'তাকে এই দুর্যোগের রাতে রাস্তায় ফেলে রেখে যাব?'

'তা কেন?' বলল গোয়েন্দা। 'তবে দ্বিতীয়জনকে ফলো করব আমি। ভয় পাবেন না। ইন্সপেক্টর বাকেটের ওপর বিশ্বাস রাখুন। এই, চলো,' শেষের কথাগুলো কোচোয়ানের উদ্দেশে বলল। কোচে চেপে বসেছে।

ভোর পাঁচটা নাগাদ, লন্ডনের অলি-গলি ধরে ছুটে চলল আবারও কোচ।

ঠাণ্ডায়-আতঙ্কে জমে যাচ্ছে এসথার। বেহুঁশ হয়ে গেছে প্রায়, এমনি সময় আচমকা থমকে দাঁড়াল কোচ। এসথারের পরিচিত এক রাস্তা এটা।

'নেমে আসুন প্লীজ,' ওকে বলল মি. বাকেট। 'একটু হাঁটতে হবে। এত সরু গলিতে কোচ ঢুকবে না।'

এসথার কোচ ত্যাগ করে চারপাশে নজর বুলাতে লাগল।

'চ্যান্সেরি লেন মনে হচ্ছে,' বিস্মিত কণ্ঠে বলল ও।

'ঠিক ধরেছেন,' বলে ওকে নিয়ে সামনে এগোল মি. বাকেট।

গির্জার ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটার ঘণ্টা পড়ল। এত সকালে লোকজন নেইই বলতে গেলে। তবে গরম আলখিল্লা পরা এক লোককে এদিকে আসতে দেখা গেল। থেমে দাঁড়িয়ে এসথারের নাম ধরে ডাকল সে। লোকটি অ্যালান উডকোর্ট।

'এসময়ে তুমি এখানে?' বলল সে। 'আমি কি তোমার সাথে আসব? নাও, আমার আলখিল্লাটা পরে নাও।'

তরুণ ডাক্তার ভালভাবে চেনে ইন্সপেক্টর বাকেটকে। অল্প দু'কথায় এসথার তার আগমনের হেতু জানিয়ে দিল অ্যালান উডকোর্টকে। ডাক্তার

পরক্ষণে পকেট থেকে এক টুকরো মলিন কাগজ বের করল। চিঠির মত ভাঁজ করা ওটা।

'এটা তোমার কাজে আসতে পারে,' বলল। 'চিঠিটার মর্ম আগে বুঝতে পারিনি। মি. স্ন্যাগসবির দোকানে এক গরীব মহিলা এটা রেখে গেছে। মি. স্ন্যাগসবি দিয়েছেন আমাকে। চিঠিটা তোমার কাছে লেখা। তোমাকে এটা পৌঁছে দেয়ার জন্যেই এত ভোরে বেরিয়েছিলাম।'

'কার লেখা এটা?' মি. বাকেট মৃদু কণ্ঠে এসথারকে শুধাল।

'আমার মার।'

'একটু পড়ে শোনান প্লীজ।'

ভদ্রমহিলার নৈশ অভিযানের বিভিন্ন পর্যায়ে লেখা হয়েছে চিঠিটা।

পড়তে লাগল এসথার কোন্ মুখে ব্লিক হাউজে যাব আমি? তাই ব্রিকমেকারের কুটিরে গেছিলাম, তোর কোন খবর আছে কিনা জানতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, ওরা কিছু বলতে পারল না। চেয়েছিলাম কেউ যেন আমার পিছু নিতে না পারে। ব্রিকমেকারের বউকে দুষো না কেউ। ও বেচারী আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছে।

এবার পরবর্তী সময়ে লেখা কিছু কথা :

কয়েক ঘণ্টা ধরে হেঁটেছি। বুঝতে পারছি রাস্তায় মুখ থুবড়ে মরে পড়ে থাকব–এই আমার নিয়তি।

এবং তারপর আবার–আরও অনেকক্ষণ পরে লেখা :

আত্মগোপন করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি আমি। কেউ আর খুঁজে পাবে না আমাকে। আমার স্বামী রক্ষা পাবেন লোকলজ্জার হাত থেকে। চিঠিটা আশা করি এক সময় না এক সময় আমার মেয়ের হাতে পৌঁছবে। এতটা যখন হাঁটতে পারলামই, এমন এক জায়গায় পৌঁছতে চাই, যেখান থেকে কেউ কোনদিন ফিরে আসে না। আমি মরতে চাই–ওই মানুষটার কবরের কাছাকাছি কোথাও। বিদায়। আমাকে তোমরা ক্ষমা কোরো।

আবারও মূর্ছা যাওয়ার দশা হলো এসথারের।

'আসুন, মিস,' ডাকল মি. বাকেট। 'আপনিও আসুন, স্যার,' মি. উডকোর্টকে বলল।

এসথার এতটাই ক্লান্ত, অন্ধকার-অপরিচ্ছন্ন গলিঘুঁচিগুলো লক্ষ করল না। অবশেষে এক লোহার ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। ফটকটা বন্ধ। ওটার পেছনে সেই ভাঙাচোরা কবরস্থান, জো যেখানে লেডি ডেডলককে নিয়ে এসেছিল। নিমো সাহেবকে দাফন করা হয় এখানে।

দু'বাহু ধরে, এসথারকে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করছে ওর সঙ্গীরা। এক সময় মুখ তুলে চাইল মেয়েটি। আর্তনাদ করে উঠল। ভেজা ধাপের ওপর এলিয়ে পড়ে রয়েছে এক মহিলার দেহ। প্রাণস্পন্দন আছে কিনা বোঝা শক্ত। লোহার গেটের বার ধরে রয়েছে সে এক হাতে। দৌড়ে গেল এসথার।

'এ তো জেনি, ব্রিকমেকারের বউ। বেচারীকে ভয়ানক অসুস্থ দেখাচ্ছে।' মহিলার সাহায্যে এগোতে গেল এসথার।

মি. বাকেট থামাল ওকে।

'আপনি এখনও বুঝতে পারেননি। কুটিরে পোশাক অদল বদল করেন ওঁরা।'

মি. বাকেটের কথাগুলো এসথারের মনে রেখাপাত করল না। ধাপের ওপর নিথর পড়ে থাকা দেহটির দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর ধীর পায়ে এগোল। মি. বাকেট এবার আর বাধা দিল না। গেটের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ল এসথার। মহিলার মাথাটা তুলে ধরে, আলতো হাতে মুখটা নিজের দিকে ফেরাল।

মৃতা লেডি ডেডলকের পরনে জেনির ছদ্মবেশ। সন্তানের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল একজোড়া চোখ।

আঠারো

ব্লিক হাউজ এখনও ফাঁকা। এসথার ও জন জার্নডিস লন্ডনে, অ্যাডার কাছাকাছি কিছুদিন থাকবেন ঠিক করেছেন।

রোজই দেখা করে এসথার অ্যাডার সঙ্গে। অ্যাডার দেয়া টাকা প্রায় সমস্তটাই উড়িয়ে দিয়েছে রিচার্ড। আদালত প্রাঙ্গণেই এখন বেশিরভাগ সময় কাটায় যুবক। এসথার এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে বান্ধবীকে।

মার মৃত্যুশোক এভাবে ক্রমান্বয়ে কাটিয়ে উঠছে এসথার। স্যার লিস্টার লন্ডনের পাট চুকিয়ে ফিরে গেছেন চেসনি ওয়াল্ডে। লন্ডনে আর কখনও ফেরার ইচ্ছে কিংবা শারীরিক সঙ্গতি নেই তাঁর। লেডি ডেডলকের সঙ্গে কাটানো সুখময় দিনগুলোর স্মৃতি বুকে নিয়ে কাটিয়ে দেবেন শেষ জীবনটা।

অ্যালান উডকোর্ট প্রায়ই আসে রিচার্ডের কাছে, বন্ধু ও ডাক্তার হিসেবে। তেমন কোন অসুখ-বিসুখ নেই, তবু দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্ছে রিচার্ড। ঘনিষ্ঠজনেরা রীতিমত চিন্তিত ওর জন্যে। অ্যাডার মনে যত দুশ্চিন্তা-উদ্বেগই থাক না কেন, স্বামীর সামনে সব সময় হাসিখুশি ভাব বজায় রাখে সে।

অ্যাডা রিচার্ড প্রসঙ্গে এসথারের সঙ্গে কথা বলল একদিন। বান্ধবীকে সলজ্জকণ্ঠে জানাল, সে অন্তঃসত্ত্বা।

'বাচ্চা-কাচ্চা হলে ওর মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে,' আশা প্রকাশ করল। 'খুনে চ্যান্সেরির হাত থেকে হয়তো ওর সন্তানই ওকে বাঁচাবে। আমি তো পারলাম না। কিন্তু জানো, এসথার, আমার ভীষণ ভয় করে।'

'কিসের ভয়, অ্যাডা?'

'ভয় হয়, আমার স্বামী বুঝি সন্তানের মুখ দেখে যেতে পারবে না।'

বাক্‌রুদ্ধ কণ্ঠে বলল অ্যাডা।

রিচার্ড সে মুহূর্তে আদালত থেকে ফিরতে, ঝটিতি চোখ মুছে ফেলল মেয়েটি। অ্যালান উডকোর্টকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে রিচার্ড–একসাথে ডিনার করবে।

খেতে বসে, রিচার্ডের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল এসথার। দু'একবার অ্যালানের সঙ্গে হাসাহাসি করলেও বাদবাকি সময় বিষণ্ন আর নিশ্চুপ থাকল রিচার্ড। ওর তরুণ মুখখানায় ক্লান্তির গাঢ় ছাপ।

ডিনার সেরে, পিয়ানোতে কিছু পুরানো গানের সুর তুলল অ্যাডা। রিচার্ড বসে রইল অ্যালানের পাশে। খোশগল্পে বন্ধুর হৃদয়ে খানিকটা হলেও চাঞ্চল্য আনতে পারল অ্যালান।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল আজ এসথারের। কেননা, অ্যাডার কিছু সেলাইয়ের কাজ বাকি ছিল, সেগুলো সেরে দিল ও। ফেরার জন্যে তৈরি হতে, অ্যালান ওকে সঙ্গ দিতে চাইল।

ফিরতি পথে, রিচার্ড ও অ্যাডার প্রসঙ্গে আলোচনা করল ওরা। এসথার অ্যালানকে ধন্যবাদ দিল, পরিবারটির প্রতি তার সহানুভূতির জন্যে।

বাড়ি পৌঁছে, ওপরতলায় জন জার্নডিসের খোঁজে গেল ওরা। বাসায় নেই তিনি। এসথারকে একান্তে পেয়ে অ্যালান আজ হঠাৎই কেমন যেন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল। যুবকটি যে ওকে গভীরভাবে ভালবাসে বুঝতে কষ্ট হলো না মেয়েটির।

কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে যে। জন জার্নডিসকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছে না সে?

'আমি গরীব মানুষ,' বলল যুবক। 'তাই প্রথম যখন ফিরে এলাম তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে সাহস পাইনি। এখন বুঝে গেছি, চিরদিন এভাবেই চলবে আমার, কোনদিন কপাল ফিরবে না। এ-ও বুঝতে পারছি, এজীবনে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রহণ করতে পারব না।'

'মি. উডকোর্ট,' বলল এসথার। 'কারও ভালবাসা পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। বিশেষ করে আপনার মত মানুষের। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি অন্য আরেকজনকে কথা দিয়েছি।'

মুখে বাক্য সরল না অ্যালান উডকোর্টের।

'তুমি জন জার্নডিসের কথা বলছ তো?' বলল অ্যালান। 'উনি ভালমানুষ। আমি তোমাদের দু'জনের সুখী জীবন কামনা করছি। তোমাকে ভালবেসেছি, তোমার সুখেই আমার সুখ। আসি, এসথার।' মেয়েটির একটা হাত তুলে নিয়ে চুমো খেল ও।

যুবক চলে গেলে, এসথার নিথাদ অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে রইল। চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে এল ওর। কথা যখন দিয়েছে, জন জার্নডিসকে বিয়ে করা তার কর্তব্য। কিন্তু অ্যালানের প্রেমময় কথাগুলো এজীবনে কি ভুলতে পারবে সে? ভোলা সম্ভব হবে অ্যালানের বেদনাকাতর অভিব্যক্তি?

পরদিন, জন জার্নডিসের সঙ্গে তাঁর দেয়া চিঠির ব্যাপারে আলাপ করল এসথার। প্রতিশ্রুতি দিল, আগামী মাসে তাদের বিয়ে হবে।

উনিশ

এ ঘটনার দু'সপ্তাহ পরে, মি. জার্নডিসের লন্ডনের বাড়িতে দেখা করতে এল মি. বাকেট। এসথারও ছিল তখন ওখানে।

'আপনাদের বিরক্ত করতে হলো বলে দুঃখিত,' বলল ইন্সপেক্টর। 'তবে বিশেষ জরুরী এক খবর আছে বলেই আসা। পুরানো শিশি-বোতল বেচত যে মি. ক্রুক, তার কথা মনে পড়ে? লোকটা মারা গেছে। যেরকম মদ খেত মরবেই তো। তার দোকান ভর্তি রাজ্যের হাবিজাবি কাগজপত্র। নিজে পড়তে না পারলে কি হয়, কিছুই ফেলত না।

'সেই কাগজগুলো ঘাঁটতে গিয়ে অদ্ভুত এক জিনিস পেয়ে গেছি আমি। কি জিনিস জানেন? জার্নডিসের উইল।'

কাগজটা বাড়িয়ে দিল মি. বাকেট। কিন্তু জন জার্নডিস ওটা নিলেন না।

'ধন্যবাদ, মি. বাকেট। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমি এটা ছুঁয়েও দেখব না। জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস কেসের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে।'

'এটা রিচার্ডদের কাজে আসতে পারে,' সোৎসাহে বলল এসথার।

'উকিলকে আগে একবার দেখিয়ে নেয়া দরকার,' বললেন জন জার্নডিস। 'আমি বরং লিঙ্কন'স ইনে এখুনি একবার যাই।'

মি. জার্নডিস হাজির হলেন তাঁর উকিলের কাছে। ভদ্রলোক তো হতভম্ব। এতদিন বাদে হঠাৎ কি মনে করে মক্কেলের আগমন?

কাগজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগলেন তিনি। ধীরে ধীরে তাঁর মুখের চেহারায় ফুটে উঠল নিদারুণ আগ্রহের ছাপ।

'মি. জার্নডিস,' বললেন ভদ্রলোক। 'আপনি পড়েছেন এটা?'

'প্রশ্নই ওঠে না, স্যার।'

'লাস্ট উইল এটা,' বললেন আইনজীবী। 'এর বিষয়বস্তুও একেবারে হাল আমলের। আর একদম নিখুঁত মনে হচ্ছে।'

'হলো,' দায়সারা কণ্ঠে বললেন মি. জার্নডিস। 'এখন আমাকে কি করতে বলেন?'

'বলছি,' বললেন উকিল। 'রিচার্ডের হাতে এটা তুলে দিলে সে প্রচুর টাকার মালিকানা পাবে।'

'জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস মানুষের কাজে আসবে বলছেন? আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না,' বললেন মি. জার্নডিস। 'আমাকে কি করতে হবে তাই বলুন।'

'নতুন টার্ম আগামী মাসে শুরু হচ্ছে। আমাদেরকে সেজন্যে এখন

থেকেই তৈরি হতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব আদালতে হাজির করতে হবে কেসটাকে।'

উইলের কথা জানতে পেরে নতুন আশায় বুক বাঁধল রিচার্ড। আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়ে, নাওয়া-খাওয়া ভুলে লেগে পড়ল ও কেসটার পেছনে। সাগ্রহে আগামী দিনগুলোর অপেক্ষায় রয়েছে সে, স্ত্রী ও অনাগত সন্তানকে যদি এতটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে।

ওদিকে, এসথার বিয়ের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। ঠিক এমনি সময়, লন্ডনের বাইরে গেলেন জন জার্নডিস। ইয়র্কশায়ারে, অ্যালান উডকোর্টকে কাজে সাহায্য করবেন। ওখানকার এক অজপাড়া গাঁয়ে গরীব মানুষদের চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে তখন যুবক।

মি. জার্নডিসের চিঠি পেয়ে ভারী তাজ্জব বনে গেল এসথার। ওকে ইয়র্কশায়ারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে বলেছেন অভিভাবক।

পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল এসথারের। মি. জার্নডিস ওর অপেক্ষাতেই ছিলেন।

'কেন ডেকে পাঠালাম খুব জানতে ইচ্ছে করছে, না?' উষ্ণ কণ্ঠে শুধালেন মি. জার্নডিস। 'এখুনি জানতে পারবে।

'অ্যালান উডকোর্টকে অনেকদিন ধরেই সাহায্য করব ভাবছিলাম। অসহায় মানুষদের প্রতি ছেলেটার খুব মায়া। কাছেই ছোট এক বাড়ি খুঁজে রেখেছি ওর জন্যে। কিন্তু বাড়ি সামলানোর কিছুই তো আমি জানি না। তাই ভাবলাম, সাহায্যের জন্যে সেরা হাউজকীপারকে আনাই। মানে তোমাকে।'

'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব,' বলল এসথার। 'আপনি শুধু আদেশ করবেন।'

পরদিন ঝকঝকে রোদ উঠল। নাস্তার পর, এসথারকে নিয়ে বেরোলেন মি. জার্নডিস। ছোট অথচ ছিমছাম এক বাড়ির বাগানে প্রবেশ করল ওরা একটু পর। এসথার সবিস্ময়ে লক্ষ করল, ব্লিকহাউজে তার নিজের হাতে সাজানো বাগানের অনুকরণে কেয়ারি করা হয়েছে এটাকে।

পেছন দরজায় গেছে, সে পথটা ধরে মি. জার্নডিসের সঙ্গে এগোল এসথার। কটেজটার ভেতরে, সব কিছু চমৎকার পরিপাটিভাবে গোছানো। একদম এসথারের মনের মত। অস্ফুট বিস্ময়ধ্বনি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে।

মি. জার্নডিস ওকে ভেতরটা দেখিয়ে, নিয়ে এলেন বাইরের দিকে। এসথার লক্ষ করল, সদর দরজায় লেখা: ব্লিক হাউজ।

বাগানে পেতে রাখা আসন গুলোর একটায় এসথারকে বসতে বলে নিজেও বসলেন মি. জার্নডিস।

'শোনো, বাছা, তোমাকে যখন বিয়ের প্রস্তাব দিই, তখন ভেবেছিলাম তোমাকে সুখী করতে পারব। কিন্তু তারপর তো অ্যালান ফিরে এল।

আমার মনে সংশয় রইল না; তোমরা দু'জন দু'জনকে ভালবাস–তোমাদের বিয়ে হওয়া উচিত।'

মাথা আনত এসথারের।

'আমার একটা অনুরোধ আছে। আমাকে তুমি এখন থেকে বাবার মত মনে করবে। কাঁদে না, লক্ষ্মী। আজ তো সবার আনন্দের দিন। তোমার বাবা যখন মারা যান, অ্যালান পাশে ছিল। আজ আমি তোমাকে ওর হাতে তুলে দিচ্ছি। তোমার বাবা বেঁচে থাকলে কাজটা তিনিই করতেন। আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি।'

অ্যালান ইতোমধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে এসথারের পাশে। এসথার সটান উঠে দাঁড়িয়ে হবু স্বামীর চোখের দিকে চাইল।

আনন্দ হিন্দোল বয়ে গেল ওদের তিনজনের মধ্যে। অতীতের সুখকর অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করল ওরা, স্বপ্ন দেখল ভবিষ্যতের। ঝটপট বিয়েটা সেরে নেবে ঠিক করল এসথার ও অ্যালান। নতুন ব্লিকহাউজে বাস করবে নবদম্পতি, সুখের আকর করে গড়ে নেবে এটাকেও। কিন্তু এতসবের পরও, রিচার্ড ও অ্যাডার কথা ভোলেনি ওরা। তাদের ভবিষ্যৎ আগে নিশ্চিত হতে হবে। একমাত্র কোর্ট অভ চ্যান্সেরিই পারে সে নিশ্চয়তা দিতে।

বিশ

এসথার, অ্যালান আর জন জার্নডিস এর পরদিন লন্ডনে ফিরল। সবে আরম্ভ হয়েছে নতুন অধিবেশন এবং আদালতে উঠতে চলেছে জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিসের ঐতিহাসিক মামলাটি।

কেসের দিন, এসথার ও অ্যালান একসঙ্গে কোর্ট অভ চ্যান্সেরিতে গেল। রাস্তায় যানজট ছিল, ফলে দেরি হয়ে গেল ওদের পৌঁছতে। ওরা হতবাক হয়ে লক্ষ করল, দরজার বাইরে রীতিমত ভিড় জমে গেছে, আর আদালতের ভেতরে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। কি চলছে ওখানে দেখার কিংবা শোনার সাধ্য হলো না ওদের। হঠাৎই জোরাল হাসির শব্দ উঠল এবং তারপর বাজখাঁই কণ্ঠে 'সাইলেন্স' বলে চিৎকার ছাড়ল কেউ। এবার দরজা খুলে যেতে হাসিমুখে আইনজীবীদের বেরিয়ে আসতে দেখা গেল।

'এখন কি কেস চলছে, ভাই?' জানতে চাইল তাদের কাছে অ্যালান।

'জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিস, আবার কি?' বলল জনৈক উকিল। 'তবে ঝামেলা শেষমেষ চুকেবুকে গেছে।'

'আজকের মত?' এসথারের প্রশ্ন।

'চিরদিনের মত।' উকিলরা সশব্দে হেসে উঠল আবারও।

এও কি সম্ভব? এতদিন বাদে সত্যিই কি নিষ্পত্তি হলো অলক্ষুণে মামলাটার? অ্যাডা আর রিচার্ডের ভাগ্যে সত্যি সত্যিই কি শিকে ছিঁড়ল?

একটু পরে, জনতার ঢল আদালত ছেড়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। কারও কারও হাতে কাগজের তাড়া। তবে সবার মুখে হাসি।

জন জার্নডিসের উকিলকে অবশেষে এদিকে আসতে দেখা গেল।

'কি ব্যাপার বলুন তো?' কৌতূহল চাপতে না পেরে জানতে চাইল এসথার।

'ব্যাপার জানতে চাইছেন? কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলব? আজ তো অনেক ঘটনাই ঘটল। মোদ্দা কথা, কেসটা মিটে গেছে।'

'কিন্তু উইলের কি হলো?'

'ও, উইল? না, ওটার কথা আলোচনা হয়নি। জানেনই তো,' বললেন উকিল, 'বহু দিন ধরে ঝুলছে মামলাটা। সেরা উকিলরা কাজ করছেন এই কেসে। তাঁদের সম্মানী আছে না?'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল অ্যালান। 'টাকা যা ছিল সব শেষ। মামলা লড়ার ফী বাবদ সব টাকা উকিলদের পকেটে গেছে।'

'ঠিক ধরেছেন।'

'তারমানে মামলা ডিসমিস আর টাকা-পয়সা পাওয়ারও কোন আশা নেই?'

'ঠিক তাই,' বলে মাথা নোয়ালেন উকিল।

'রিচার্ডের কি অবস্থা কে জানে,' এসথারের উদ্দেশে বলল অ্যালান।

'মি. কারস্টোন আদালতেই আছেন, স্যার। ওঁর মন খারাপ মনে হলো। আচ্ছা, আসি, স্যার।'

শশব্যস্তে চলে গেলেন উকিল।

'এসথার,' বলল অ্যালান। 'আমি রিচার্ডকে সামলাচ্ছি, তুমি বাসায় চলে যাও। মি. জার্নডিসকে বোলো এখানকার কথা।'

এসথার তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরে মি. জার্নডিসকে সব বৃত্তান্ত জানাল।

বিকেলে, এসথার ও তার অভিভাবক রিচার্ডের বাসায় গেল। আদালতের এক কোণে খুঁজে পায় অ্যালান তার বন্ধুকে। নিষ্কম্প বসে ছিল যুবক, মুখ ভর্তি রক্ত নিয়ে। তাকে বাসায় নিয়ে এসেছে অ্যালান উডকোর্ট।

এসথার ঘরের ভেতর পা রাখল, রিচার্ড ওর খোঁজ করছিল। চোখ মুদে সোফায় শুয়ে ছিল সে। তার শিয়রে বসে অ্যালান। চোখ খুলতে এসথারকে লক্ষ করল রিচার্ড।

'তোমার বিয়ের খবর শুনে,' বলল অতি কষ্টে। 'খুব খুশি হয়েছি, এসথার। অ্যালানের মত মানুষ হয় না। ও তোমাকে সুখী করবে।'

জন জার্নডিস এসময় ঘরে প্রবেশ করে রিচার্ডের হাতে তাঁর একখানা হাত রাখলেন।

'স্যার, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন,' শ্বাসের ফাঁকে বলল রিচার্ড। 'না বুঝে আপনার নামে কত মন্দ কথাই না বলেছি। খাঁটি মানুষ চিনতে আসলে ভুল করেছি আমি।'

'কেমন আছ এখন, রিচার্ড, বাছা আমার?'

'খুব দুর্বল লাগছে। তবে কাটিয়ে উঠতে পারব। নতুনভাবে আবার জীবনটা শুরু করতে চাই।'

'নিশ্চয়ই করবে,' জবাবে বললেন মি. জার্নডিস। রিচার্ড মারা যাচ্ছে বুঝতে পারছেন।

'এতদিনে শিক্ষা হয়েছে আমার,' বলছে রিচার্ড। 'তবে অনেক দেরি হয়ে গেল। অ্যালান আর এসথারের বিয়ের পর একসাথে যদি ব্লিক হাউজে থাকতে পারতাম, কি ভালই না হত।'

'নিশ্চয়ই থাকবে,' বলল অ্যালান। 'আগে সেরে তো ওঠো। আমরা প্রয়োজনে বিয়ে পিছিয়ে দেব।'

রিচার্ড মৃদু হেসে এবার অ্যাডার উদ্দেশে মুখ ফেরাল।

'আমি তোমাকে শুধু কষ্টই দিয়ে গেলাম। তোমার উজ্জ্বল জীবনে আমি কালো ছায়া ফেলেছি। তুমি আমাকে মাফ করে দিয়ো, বউ। ক'টা দিন ধৈর্য ধরো, আমি তোমাকে ঠিকই সুখী করব। তুমি দেখে নিয়ো।'

অ্যাডা স্বামীকে চুমো খেতে ঝুঁকতে, হাসি ছড়িয়ে পড়ল রিচার্ডের মুখে। শেষবারের জন্যে বুজে গেল ওর চোখজোড়া। রিচার্ড শুরু করল নতুন জীবন–আরেক পৃথিবীতে।

সে রাতে, রিচার্ডের মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছলে, মিস ফ্লাইট তাঁর সব কটা পাখিকে মুক্তি দিলেন।

একুশ

রিচার্ড কারস্টোনের মৃত্যুর পর সাত বছর কেটে গেছে। ফুটফুটে এক ছেলের মা এখন অ্যাডা। ওর নামও রিচার্ড। এসথারকে ভারী ভালবাসে বাচ্চাটা, মায়ের পর স্থান দেয়।

অ্যালান ও এসথারের দিন সুখে কেটে যাচ্ছে। ছোট ছোট দুটো মেয়ের গর্বিত বাবা-মা তারা। জন জার্নডিস আছেন ভালই। নতুন ব্লিক হাউজে প্রায়ই বেড়াতে আসেন, ক'দিন করে থেকে যান।

অ্যালান উডকোর্ট দম্পতির প্রাচুর্য না থাকলেও, টানাটানিও নেই। এলাকার গরীব মানুষদের কাছে ভীষণ জনপ্রিয় তারা।

অ্যালান কাজ সেরে, এক রাতে দেরি করে বাসায় ফিরল। এসথার তখনও বাগানে বসে আছে দেখে অবাক হয়ে গেল সে।

'এত রাতে বাইরে কেন তুমি?' জানতে চাইল।

'এই মায়াবী রাতে পুরানো কথা খুব মনে পড়ছে, জানো?' মৃদু হেসে বলল এসথার।

'কি কথা, বউ?'

'এই ধরো, অসুখটা হওয়ার আগে দেখতে কেমন ছিলাম আমি–এসব আরকি। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো, আবার যদি সেই আগেকার চেহারাটা ফিরে পেতাম!'

'তুমি আয়না দেখো না?'

'নিশ্চয়ই দেখি।'

'তাহলে তো জানার কথা,' বলে প্রিয়তমা স্ত্রীকে আলিঙ্গন করল অ্যালান। 'তুমি এখন আগের চাইতেও সুন্দর।'

'তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ। অবশ্য আমার বাচ্চা দুটো সুন্দর হয়েছে,' আস্তে আস্তে বলল এসথার। 'অ্যাডার বাচ্চাটাও খুব সুন্দর। আমার সৌভাগ্য, আমার স্বামী আমাকে ভালবাসে। আমি ভাগ্যবতী, মি. জার্নডিসের মত অভিভাবক পেয়েছি। আমার আর চাওয়ার কীই বা আছে, বলো?'

এসথার স্বামীকে নিয়ে তাদের সুখের নীড়ে, ব্লিক হাউজে প্রবেশ করল।

***

চ্যান্সেরি সম্বন্ধে দুটি কথা'

হাই কোর্ট অভ চ্যান্সেরি ছিল ইংল্যান্ডের প্রাচীনতম ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আদালত। টাকা-পয়সা কিংবা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা হত এখানে। জটিল উইলের ব্যাখ্যাদানও ছিল চ্যান্সেরির অন্যতম দায়িত্ব। জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিসের কেসটিও উইল বিষয়ক।

আদালতে মামলা উঠলে লর্ড চ্যান্সেলরকে রায় দিতে হত। রায় দেয়ার আগে দীর্ঘদিন চলত মামলার শুনানি।

সম্পত্তির দাবিদারদের কারও বয়স একুশের কম হলে এবং সে এতিম হলে, তাদের বলা হত ওয়ার্ড অভ কোর্ট। আদালত ঠিক করে দিত, সে কার তত্ত্বাবধানে থাকবে।

ব্লিক হাউজ উপন্যাসে, জার্নডিস অ্যান্ড জার্নডিসকে রূপক হিসেবে ধরে ডিকেন্স দেখিয়েছেন, কোর্ট অভ চ্যান্সেরির খরচাপাতি আর দীর্ঘসূত্রিতা মানুষকে কিভাবে ফতুর করে ছাড়ত। বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের মানসিক অশান্তির কথা তো বলাইবাহুল্য।

১৯২২ সালে হাইকোর্ট অভ চ্যান্সেরি বিলুপ্ত করা হয়।